বাইবেলভিত্তিক সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্ব

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিষ্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে : https://www.shepherdsglobal.org/courses

মূল লেখক: ড. স্টিফেন কে. গিবসন

কপিরাইট © ২০২৩ Shepherds Global Classroom

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্নেহা ঘোষ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom-এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচীপত্র

কোর্সের পর্যালোচনা ৫

(১) মহান নিযুক্তি ৭

(২) রূপান্তরের তত্ত্ব ১৩

(৩) সুসমাচার প্রচারের জরুরী প্রয়োজনীয়তা ২১

(৪) সুসমাচারের অপরিহার্য বিষয়সমূহ ২৭

(৫) ইভাঞ্জেলিকালবাদ এবং সুসমাচারের অগ্রাধিকার ৩১

(৬) পবিত্র আত্মার কাজ ৩৭

(৭) প্রার্থনা এবং উপবাস ৪৩

(৮) যিশুর পদ্ধতি ৫১

(৯) ব্রিজ সুসমাচার উপস্থাপনা ৬১

(১০) রোমীয় পথ বা রোমীয় পথ ৬৭

(১১) সুসমাচারভিত্তিক প্রচার ৭৩

(১২) সুযোগের খোঁজ ৮১

(১৩) সুসমাচার প্রচারের মানানসই পদ্ধতিসমূহ ৮৯

(১৪) শিশুদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ ৯৭

(১৫) মন্ডলীর গঠনশৈলী ১০৭

(১৬) প্রকৃত শিষ্য ১১৩

(১৭) আত্মিক পরিপক্কতার পথে ১২৩

(১৮) একটি স্মল গ্রুপ সহায়িকা ১৩১

(১৯) শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা ১৪৩

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ ১৪৭

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ১৪৯

কোর্সের পর্যালোচনা

কোর্সের বিবরণ

এই কোর্সটি মন্ডলীর উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক একটি বিষয়। এই কোর্সটি স্থানীয় মন্ডলীর কেন্দ্রীয়তার উপর জোর দেয়, এটি দেখায় যে সুসমাচারই হল মন্ডলীর লক্ষ্য, এবং সুসমাচারের প্রকৃতি মন্ডলীকে আকৃতি দান করে। সুসমাচারের প্রাথমিক বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার মাধ্যমে, এই কোর্সটি আধুনিক পদ্ধতির সেইসব ত্রুটিগুলি সংশোধন করে যা একজন পাপীকে প্রকৃত রূপান্তর এবং খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের দিকে চালিত করে না। এইভাবে, শিক্ষার্থী তার পরিচর্যা গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হবে।

কোর্সটির বেশিরভাগ পাঠ বিভিন্ন ধরনের গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ টপিক হিসেবে শিক্ষার বিষয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাঠ সুসমাচার উপস্থাপনের একটি পদ্ধতি শেখানোর জন্য কাজে লাগতে পারে।

এই কোর্সের, শিক্ষার্থীরা শিখবে কীভাবে শিষ্য তৈরি করতে হয়। বিশেষত নতুন বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য, Shepherds Global Classroom একটি **শিষ্যত্ব বিষয়ক রিসোর্স** প্রকাশ করেছে। এই শিষ্যত্ব পাঠের বইটি, শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ, Shepherdsglobal.org থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ-এর ২৬টি পাঠের প্রতিটি অধ্যায়ে একটি করে শিক্ষক গাইড এবং শিক্ষার্থী পৃষ্ঠা আছে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

(১) মন্ডলীর প্রকৃতি এবং গঠনশৈলী জন্য সুসমাচারের প্রভাব ব্যাখ্যা করা

(২) সুসমাচারের মৌলিক ধর্মতত্ত্বসকল পর্যালোচনা করা

(৩) সুসমাচার প্রচারের ব্যবহারিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া

(৪) শিষ্যত্বের জন্য মন্ডলীর দায়িত্ব বোঝা

(৫) শিষ্যত্বের কাজটি সংজ্ঞায়িত এবং বর্ণনা করা

(৬) শিষ্যত্বের জন্য একটি ছোটো গ্রুপকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলি শেখা

(৭) নতুন রূপান্তরিতদের মধ্যে শিষ্যত্বের কাজে ব্যবহার করার জন্য পাঠের একটি সিরিজ প্রদান করা

ক্লাস লিডারদের জন্য ব্যাখ্যা এবং নির্দেশাবলী

পাঠের নির্দিষ্ট অংশগুলির জন্য নির্দেশাবলীসহ ক্লাস লিডারদের নোটগুলি পুরো কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। *সেগুলি বাঁকা হরফে লেখা আছে।*

আলোচনার প্রশ্ন এবং **ক্লাসের কার্যক্রম** ► দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে। আলোচনার প্রশ্নগুলির জন্য, ক্লাস লিডারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। আলোচনায় প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ উত্তর দেওয়া আবশ্যক নয়। পাঠের উপাদান প্রশ্নের উত্তর দেবে। যদি একই শিক্ষার্থীই বেশিরভাগ সময়ে প্রথমে উত্তর দেয়, বা যদি কিছু

শিক্ষার্থী কথা না বলে, তাহলে লিডার কাউকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন: "অম্লান, আপনি কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন?"

প্রতিটি পাঠ **অ্যাসাইনমেন্ট** দিয়ে শেষ করা হয়েছে। অ্যাসাইনমেন্টগুলি শেষ করতে হবে এবং পরবর্তী পাঠের সময়ের আগে রিপোর্ট করতে হবে। যদি একজন শিক্ষার্থী একটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ না করে, তাহলে সে পরে তা করতে পারবে। তবে, লিডারের উচিত শিক্ষার্থীদের সময়সূচী পালন করতে উৎসাহিত করা যাতে তারা ক্লাস থেকে আরো শিখতে পারে।

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের **লেখার অ্যাসাইনমেন্ট** সম্পন্ন করবে। সাধারণত ক্লাস লিডারকে ক্লাসের শুরুতে লিখিত অ্যাসাইনমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে। (অ্যাসাইনমেন্টগুলির মধ্যে দুটি (৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট ১, এবং ১৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট ১) জমা দেবার দরকার নেই, কেবল রিপোর্ট করতে হবে।)

শিক্ষার্থীরা ক্লাসে শেখা পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে অনেক লোকের কাছে **সুসমাচার উপস্থাপন** করবে। প্রতিটি উপস্থাপনার পরে, তারা তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখবে এবং উপস্থাপনাগুলি কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে ক্লাসে অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নেবে। তারা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি সুসমাচারমূলক সারমন এবং শিশুদের জন্য একটি পাঠ প্রস্তুত করবে। এই কোর্সে দু'টি পরীক্ষা রয়েছে, ৫ নং এবং ১০ নং পাঠে তা পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের কোনো উপাদান না দেখে বা একে অপরের সাথে কথা না বলে নিজেদের স্মরণশক্তির সাহায্যে উত্তর লিখতে হবে। ক্লাস লিডারের জন্য কোনো উত্তরের কোনো বিশেষ ধরণ প্রদান করা হয়নি, কারণ সমস্ত উত্তর সহজেই পাঠের মধ্যে পাওয়া যাবে।

১৩ নং পাঠে সুসমাচারের ট্র্যাক্ট বিতরণের জন্য নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিতরণের জন্য কিছু ট্র্যাক্ট কোথায় পেতে হবে তা শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয়, সেই ক্লাস সেশনে কিছু পরিমাণ ট্র্যাক্ট সরবরাহ করুন।

যদি শিক্ষার্থী **Shepherds Global Classroom থেকে একটি শংসাপত্র অর্জন করতে চায়**, তবে তাকে ক্লাস সেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। সম্পূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট রেকর্ড করার জন্য কোর্স শেষে একটি ফর্ম প্রদান করা হয়েছে।

পাঠ ১
মহান নিযুক্তি

ভূমিকা

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ২৮:১৮-২০ পাঠ করবে।

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে এই আজ্ঞাটি কেবলমাত্র প্রেরিতদের জন্যই ছিল।

► এই আজ্ঞাটি কি কেবল তাদের জন্যই ছিল যারা সেটি সেইদিন এটি শুনেছিল? আপনার উত্তর ব্যাখ্যা করুন।

উইলিয়াম কেরী (William Carey)-র জীবনকাল ছিল ১৭৬১-১৮৩৪। তিনি ইংল্যান্ডের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি জুতো তৈরি করতেন এবং তিনি সুসমাচার প্রচারকের জন্য তীব্র তাগিদ অনুভব করতেন। তার মন্ডলী বিদেশে মিশনারী কাজকর্মের জন্য খুব একটা ইচ্ছুক ছিল না। তারা মনে করত যে ঈশ্বর কাকে রক্ষা করবেন তা তিনি ইতিমধ্যেই স্থির করে রেখেছেন, এবং সেই কাজের জন্য তাঁর কোনো মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

পাস্টারদের একটি সমাবেশে, কেরী একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন: তিনি বলেছিলেন জগতের শেষদিন পর্যন্ত এই মহান নিযুক্তি (Great Commission) মন্ডলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ যিশু এই মহান নিযুক্তির সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে জগতের শেষদিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে থাকবেন। সেই সমাবেশের নেতা বলেছিলেন, "যুবক, তুমি চুপ করে বসো। তুমি অতি উৎসাহী [ধর্মান্ধ]। ঈশ্বর যখন বিধর্মীদের রূপান্তরিত করতে চাইবেন, তখন তিনি তা তোমার বা আমার সাহায্য ছাড়াই করবেন।"

আমরা জানি যে জগতের শেষদিন পর্যন্ত মন্ডলীর জন্য এই আজ্ঞাটি দেওয়া আছে। যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি সুসমাচার বহনকারীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, এমনকি যুগান্ত পর্যন্তও, যেটি প্রকাশ করে যে প্রত্যেক প্রজন্মেই মন্ডলীর উপর এই কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। প্রেরিতরা তাদের জীবনকালের মধ্যে এই কাজ শেষ করে উঠতে পারেননি, কিন্তু যিশু বলেছিলেন জগতের সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে (মথি ২৪:১৪)।

সুতরাং, সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব মন্ডলীতে প্রতি প্রজন্মেই উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যস্ত রয়েছে।

► পুনরায় মথি ২৮:১৮-২০-এর বর্ণনাটির দিকে দেখুন। কোন আজ্ঞাটি বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে?

যিশুর নির্দিষ্ট আজ্ঞাটি ছিল যে মন্ডলীকে প্রত্যেকটি জায়গায় পৌঁছাতে হবে এবং তাঁর জন্য শিষ্য তৈরি করতে হবে।

এই আজ্ঞাটির মধ্যে সুসমাচার প্রচার অন্তর্ভুক্ত, কারণ কোনো ব্যক্তি রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একজন শিষ্য হয়ে উঠতে পারে না।

আজ্ঞাটির অর্থ হলে যে মন্ডলীকে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বের কাজটিকে অগ্রাধিকার হিসেবে নিতে হবে এবং তার জন্য উদ্যোগী পদক্ষেপও নিতে হবে; নয়তো, মন্ডলীর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পরিপূরণ হবে না।

"সমস্ত জাতি" (প্রতিটি জনগোষ্ঠী) কথাটি প্রকাশ করে যে বিদেশে মিশনারী কাজের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কারণ অন্যান্য জাতির কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া না হলে তারা সেটি পাবে না। কোনো ধরণের মানুষকেই বাদ দেওয়া যাবে না।

আজ্ঞাটি কেবল সুসমাচার প্রচারের নয়। শিক্ষাদানের একটি প্রক্রিয়া প্রয়োজন, কারণ যিশুর নির্দেশিত সমস্ত কিছুই আমাদেরকে রূপান্তরিতদের শেখাতে হবে।

> "আমি আগের চেয়ে বেশি নিশ্চিত যে আমরা যদি আমাদের প্রভুর দিকনির্দেশনা এবং তিনি তাঁর প্রথম শিষ্যদেরকে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে যে আশ্বাসগুলি দিয়েছিলেন তা আরো সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করি, তাহলে সেগুলি ঐসময়ে যেভাবে প্রদত্ত হয়েছিল, আমাদের তা বর্তমানে সময়ের উপযোগিতা অনুযায়ী কার্যকর করে তোলা উচিত।"
> - জে. হাডসন টেলর (J. Hudson Taylor, "The Call to Service")

শিক্ষকের অবশ্যই খ্রিষ্টের আজ্ঞার প্রতি পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা থাকতে হবে কারণ তাকে আবশ্যিকভাবে একজন ভালো দৃষ্টান্ত হতে হবে, যিনি রূপান্তরিতদের কাছে তুলে ধরবেন যে কীভাবে খ্রিষ্টের প্রতি আনুগত্যের একটি জীবন যাপন করতে হয়।

রূপান্তরিত ব্যক্তিকেও আবশ্যিকভাবে খ্রিষ্টের প্রতি অনুগত হতে হবে, কারণ খ্রিষ্টের আজ্ঞাগুলি কেবল শেখাই যথেষ্ট নয়, যদি না তিনি যা শিখছেন তা মেনে চলেন। যদি তিনি যা শিখেছেন তা মেনে না চলেন, তার মানে হল তিনি শিষ্যত্বের কাজকে বাধা দিচ্ছেন। শিষ্যত্বের প্রক্রিয়া কেবল শিক্ষামূলক নয়, বরং তা চরিত্র গঠনেরও বিষয়।

সুসমাচার প্রচার হল একটি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকার

মহান নিযুক্তির পাশাপাশি, বাইবেলে এমন অনেক বিবৃতি আছে যা দেখায় যে সুসমাচার প্রচার হল মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের অগ্রাধিকার।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: শিক্ষার্থীরা নিচের রেফারেন্সগুলি লক্ষ্য করবে এবং দেখবে যে কীভাবে প্রতিটি বিষয় সুসমাচার প্রচারকে একটি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখায়। প্রদত্ত মন্তব্য দিয়ে তাদের সাহায্য করুন।

মথি ৯:৩৬-৩৮। যিশু চেয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের কাছে তাঁর দয়া ও করুণা প্রকাশ করবে এবং প্রার্থনা করবে যেন ঈশ্বর আত্মিক ফসল কাটতে তাঁর শ্রমিকদের পাঠান।

প্রেরিত ৪:২৯। যখন মন্ডলী প্রথম তাড়নার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন শারীরিক বিপদ তাদের প্রাথমিক উদ্বেগের কারণ ছিল না, বরং তারা সুসমাচার প্রচারে বাধা পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। তারা প্রার্থনা করেছিল যেন তাড়না সত্ত্বেও ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রেরিত ১১:১৮। ইহুদী মন্ডলী অ-ইহুদী বা পরজাতিদের কাছে পরিত্রাণের সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে প্রশংসিত করেছিল।

ফিলিপীয় ১:১৮। পৌল আনন্দ করেছিলেন যে তিনি বন্দীদশাতেও খ্রিষ্টের কথা প্রচার করেছিলেন।

ইফিষীয় ৬:১৯। পৌল কার্যকর সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রার্থনার অনুরোধ করেছিলেন।

রোমীয় ১০:১৩-১৫। পৌল সুসমাচারের বার্তাবাহকদের জরুরী প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ পরিত্রাণ তাদের জন্য যারা শোনে এবং বিশ্বাস করে।

► কোন কোন কারণের জন্য একজন বিশ্বাসীর অন্য লোকেদের রূপান্তরিত হতে দেখার আকাঙ্খা থাকা উচিত?

যে কারণগুলির জন্য একজন বিশ্বাসীর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের রূপান্তরিত করা আকাঙ্খা থাকা আবশ্যিক

- তার মধ্যে যিশুকে অনুসরণ করার আকাঙ্খা থাকা উচিত, যিনি হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের পরিত্রাণের জন্য স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে এসেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
- তার মধ্যে এই আকাঙ্খা থাকা উচিত যেন একজন বিরুদ্ধচারণকারী মানুষ ঈশ্বরের একজন উপাসক হয়ে ওঠার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রশংসিত হন।
- তিনি যেন সুসমাচার ছড়িয়ে পড়াকে খ্রিষ্টের বিজয় এবং তাঁর নিজের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দেখেন।
- ঈশ্বর যে কাজকে অগ্রাধিকার দেন তাঁর সেই কাজে অংশগ্রহণ করতে চাওয়ার আকাঙ্খা থাকা জরুরি।
- তার সেইসব হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের জন্য করুণার মনোভাব থাকা আবশ্যিক যারা তাদের পাপের জন্য অনন্ত বিচারের বিচারের মুখোমুখি হতে চলেছে।

► একজন ব্যক্তির কি সুসমাচার করতে চাওয়ার পিছনে কোনো ভুল কারণ থাকা সম্ভব? এই ভুল কারণগুলি কী কী হতে পারে?

পরিচর্যার কাজে সাফল্যের আকাঙ্খা করা এবং স্থানীয় মন্ডলীর বৃদ্ধি চাওয়া কখনোই ভুল নয়।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেন কখনোই সাফল্যের অহংকার, অন্য মন্ডলীর সাথে প্রতিযোগিতা, বা তর্ক করতে ভালোবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হই।

কিছু কিছু বিশ্বাসীকে সুসমাচার প্রচারের জন্য ঈশ্বরের বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন এবং বরদান দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪:১১)। লিডারদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সব বিশ্বাসীই একইভাবে সুসমাচার প্রচারের জন্য দক্ষ নয়। তবে, প্রত্যেক বিশ্বাসীরই মন্ডলীকে সুসমাচার প্রচারের মিশন পূরণে সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া উচিত এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

কিছু বিশ্বাসীর সুসমাচার প্রচার না করার কারণ

► কেন সব বিশ্বাসী সুসমচার প্রচার করে না?

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখার আগে শিক্ষার্থীরা নিজেরা ভেবে কারণগুলি তালিকাভুক্ত করবে।

- স্বাভাবিক আত্মিক উদ্দীপনার অভাব
- সুসমাচার প্রচারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ বোধ না করা
- কীভাবে একটি আত্মিক কথোপকথন শুরু করতে হয় তা না জানা
- কীভাবে সুসমাচার প্রচার করতে হয় তা না জানা

- কোনোরকম আপত্তির সম্মুখীন হলে উত্তর দিতে না পারার ভয় থাকা
- জগতে অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার জন্য বিব্রত বোধ করা
- তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে এই বিষয়ে সন্দেহ থাকা
- নির্যাতন

► এই কারণগুলির কোনোটি কি যথাযথ?

"আমরা বিশ্বাস করি যে খ্রিষ্টীয় যোগাযোগের প্রধান চাবিকাঠিটি সংযোগকারীদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং পবিত্রতা অনুসরণকারী ব্যক্তি হতে হবে। অর্থাৎ, তাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মার রূপান্তরকারী শক্তির একটি ব্যক্তিগত এবং ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যাতে যিশু খ্রিষ্টের প্রতিচ্ছবি তাদের চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে আরো স্পষ্টভাবে দেখা যায়।"
- দ্য লুসেন কমিটি ফর ওয়ার্ল্ড এভাঞ্জেলাইজেশন, *দ্য উইলোব্যাঙ্ক রিপোর্ট*
The Laussanne Committee for World Evangelization,
The Willowbank Report

শুরু করা

► যদি কোনো ব্যক্তি একজন হারিয়ে যাওয়া আত্মার পরিত্রাণের জন্য কিছু না করে থাকে, তাহলে তার কাজ শুরু করার জন্য কী প্রয়োজন?

যদি তার কোনো আত্মিক উৎসাহ বা উদ্যোগ না থাকে, তাহলে তার ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক উদ্দীপনার প্রয়োজন আছে।

যদি একজন ব্যক্তি আত্মিকভাবে জীবিত থাকে, উদোগী থাকে এবং মহান নিযুক্তির পরিপূর্ণতায় অংশগ্রহণ করার জন্য তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব উপলব্ধি করে, তাহলে তার কাজ শুরু করার জন্য নিম্নলিখিত দুটি সম্ভাব্য বিষয় প্রয়োজনীয়।

১। **বিশ্বাস** – তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে সুসমাচারকে শক্তিশালী করার জন্য ঈশ্বর ঠিক কী করেন।

২। **প্রস্তুতি** – সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য যোহন ৪:২৮-৩০, ৩৯ পড়তে হবে। কোন বিষয়টি সেই শমরীয় নারীকে যিশুর কাছে লোকজনকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যোগ্য করে তুলেছিল?

তার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। তার কেবল অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি যিশুর বিষয়ে অন্যকে বলার কাজটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

যদি একজন ব্যক্তির মধ্যে অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা এবং অন্যকে বলার ইচ্ছা – এই দুটি জিনিস থাকে, তাহলে তার মধ্যে সুসমাচার প্রচারক হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাটিই উপস্থিত রয়েছে। প্রশিক্ষণ ভালো; কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তির এই দুটি যোগ্যতার অভাব থাকে, তাহলে কোনো প্রশিক্ষণই তাকে একজন ভালো সুসমাচার প্রচারক করে তুলতে পারবে না।

"তারা তাদের ত্রাণকর্তাকে এতটাই ভালোভাবে জানত যে তাঁর আত্মা এবং শিক্ষা তাদেরকে অন্যদের কাছে প্রচার করতে অনুপ্রাণিত করেছিল – এইভাবেই তাঁর মন্ডলী জয়লাভ করেছিল।"
- রবার্ট কোলম্যান
(Robert Coleman,
The Master's Plan)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: আপনার কাজ শুরু করার জন্য আপনার কী প্রয়োজন?

► আপনি ইতিমধ্যে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কী করছেন? আপনি যা করছেন তা নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?

► কোন বিষয়টি আপনাকে আরও উদ্যোগী এবং কার্যকরভাবে সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে?

একজন সুসমাচার প্রচারকের চরিত্র

আসুন মহান নিযুক্তি গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলা যাক।

এমনকি একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিও তার সাক্ষ্য দিতে পারে এবং সেই সত্যের ব্যাপারে বলতে পারে যা তাকে রূপান্তরিত করেছে।

তবে, একজন ব্যক্তি যাকে দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যকয়ারিতায় একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে কাজ করাতে চান, তার মধ্যে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক।

(১) রূপান্তরিত (মন পরিবর্তিত) ব্যক্তি

সুসমাচার প্রচারককে অবশ্যই একজন রূপান্তরিত ব্যক্তি হতে হবে, কারণ

১। তার শেয়ার করার জন্য একটি সাক্ষ্য প্রয়োজন।

২। তিনি নিজের জীবনে রূপান্তরের অভিজ্ঞতা লাভ ব্যতীত এটির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না।

৩। তার মধ্যে রূপান্তরিত চরিত্রের প্রকাশ থাকা আবশ্যিক।

যদি কোনো ব্যক্তি রূপান্তরিত না হয় তাহলে সে কেবলই ধর্ম পালনের কাজ করছে, সে বুঝতে পারে না সে কী করছে এবং তার উদ্দেশ্য সঠিক নয়।

(২) খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনে সামঞ্জস্যতা

যদিও আমাদের কখনোই সুসমচার প্রচার করার সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়, তবুও সুসমচার প্রচারকের কাজটি তখনই কার্যকর হয় যখন একজন ব্যক্তি এমন কারোর থেকে সুসমাচারটি শোনে যাকে সে বিশ্বাস করে। যে লোকেরা আপনাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে তারা এমন লোক হওয়া উচিত যারা আপনাকে সবচেয়ে ভাল জানে। সুসমাচার প্রচারককে ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত আনুগত্যসহ তার প্রতি নিবেদিত একটি জীবনের রূপ তুলে ধরতে হবে।

(৩) মন্ডলীর সাথে সংযুক্ত

সুসমাচার প্রচারককে মন্ডলীর একজন অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্য হতে হবে কারণ

১। তাকে লোকজনকে বিশ্বাসের পরিবারে স্বাগত জানাতে সক্ষম হতে হবে।

২। রূপান্তরিত ব্যক্তিদের শিষ্যত্বে সাহায্য করার জন্য তার মন্ডলীকে প্রয়োজন।

৩। তার আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রয়োজন।

৪। তার মন্ডলীর সহায়তা এবং উৎসাহ প্রয়োজন।

তার উপর অবশ্যই তার আত্মিক ভাই-বোনেদের আস্থা থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই মন্ডলীর নেতৃত্ব এবং কাজকে সমীহ করতে হবে।

তিনি যদি মনে করেন যে তিনি একজন বিশ্বাসী এবং মন্ডলীকে ছাড়াই তার পরিচর্যার কাজ করতে পারেন, তাহলে তিনি মন্ডলীর বিষয়ে কিছুই বোঝেননি এবং সুসমাচারের আমন্ত্রণ সম্পর্কেও কিছুই বোঝেননি।

(৪) সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত

সুসমাচার প্রচারককের অবশ্যই এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে ঈশ্বরের বাক্যই হল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সেই সত্যের গুপ্তধন। পবিত্র বাইবেল পরিত্রাণ এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের শর্ত প্রদান করে। আমরা কখনোই আমাদের বার্তাকে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সত্যকে বদলাতে পারি না (১ করিন্থীয় ৪:১-২)।

বাইবেলের মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত হয় অন্তনকালীন স্বর্গে যাবে, নয়ত অন্তনকালীন নরকে যাবে। সুসমাচার প্রচারক এই দৃঢ় বিশ্বাসটির দ্বারা অনুপ্রাণিত।

(৫) আত্মায় পরিপূর্ণ

পবিত্র আত্মা সুসমাচারের বার্তাকে শক্তিযুক্ত করেন। তিনি পাপকে দোষীসাব্যস্ত করেন, আত্মিক আকাঙ্খা দেন, এবং একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসে সাড়া দিতে সক্ষম করে তোলেন।

একজন সুসমাচার প্রচারক কেবল পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমেই কাজ করতে সক্ষম হন। এই কারণে, তাকে আবশ্যিকভাবে ঈশ্বরের প্রতি নম্রভাবে নির্ভরশীল হতে হবে। তাকে অবশ্যই প্রার্থনাশীল হতে হবে। তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

সুসমাচার প্রচারককে অবশ্যই আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আত্মার এক পূর্ণতা আছে যা হৃদয়কে শুদ্ধ করে এবং পরিচর্যা করার শক্তি দেয়। যিশু প্রেরিতদের আত্মার এই কাজ প্রত্যাশা করতে বলেছিলেন (প্রেরিত ১:৪-৫)। প্রেরিতরা পঞ্চাশত্তমীতে এই পূর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ১:৮, প্রেরিত ২:৪, প্রেরিত ১৫:৮-৯)।

এমন অনেক সময় আসে যখন ঈশ্বর আত্মায় এক বিশেষভাবে অভিষেক করেন যাতে সুসমাচার প্রচারক একটি নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ সামলাতে পারে (প্রেরিত ১৩:৯-১২)।

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) আপনি ব্যক্তিগতভাবে বিগত ১২ মাসে কীভাবে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্ব তৈরির সাথে যুক্ত আছেন সেই বিষয়টি বর্ণনা করে কয়েকটি প্যারাগ্রাফে তা লিখুন। ভবিষ্যতের জন্য আপনার লক্ষ্য কী? আপনি এই কোর্সটি থেকে কী লাভ করতে চান?

(২) আপনার এলাকায় মন্ডলী সুসমাচার প্রচারের জন্য কী কী করা হচ্ছে? পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রশ্ন করুন, তারপর ২-৩ পাতার একটি বর্ণনা লিখুন।

পাঠ ২
রূপান্তরের তত্ত্ব

ভূমিকা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: এই অধ্যায়ে যে শাস্ত্রীয় অংশগুলি আলোচনা করা হয়েছে সেইগুলির পাশাপাশি ফুটনোটে আরো অনেক শাস্ত্রীয় অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। ক্লাস সেশন চলাকালীন সবগুলি দেখার এবং পড়ার জন্য যথেষ্ট সময় নাও থাকতে পারে। আপনি পড়ার জন্য কয়েকটিকে নির্বাচন করে নিতে পারেন।

রূপান্তর (মন-পরিবর্তন) শব্দটি সেই পরিবর্তনকে নির্দেশ করে যা একজন ব্যক্তির পরিত্রাণ লাভের সময় ঘটে। সুসমাচার প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হল একজন অবিশ্বাসীকে রূপান্তরের অভিজ্ঞতা লাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ থিষলনীকীয় ১ অধ্যায়টি পাঠ করবে। যখন থিষলনীকীয়রা রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন যে পরিবর্তনটি ঘটেছিল তার বিবরণ কী?

একজন ব্যক্তির কেন রূপান্তর প্রয়োজন, এবং একজন ব্যক্তি যখন রূপান্তরিত হয় তখন ঠিক কী ঘটে তা বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই রূপান্তরের আগে একজন পাপীর অবস্থা কেমন থাকে তা বুঝতে হবে।

রূপান্তরিত হওয়ার আগে মানুষের অবস্থা

► একজন ব্যক্তির রূপান্তরিত হওয়ার আগের অবস্থা আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

আদমের পাপের কারণে, প্রত্যেক মানুষই তার জন্মের সময় থেকেই ঈশ্বর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে (রোমীয় ৫:১২)। তার মানে, প্রত্যেক মানুষই আত্মকেন্দ্রিক এবং তার নিজের পথে চলে।

অরূপান্তরিত পাপীদের চারটি বৈশিষ্ট্য

ঠিক যে সময় থেকে একজন ব্যক্তি নিজের পছন্দ বেছে নিতে করতে শুরু করে, সেই সময় থেকেই সে পাপ করতে শুরু করে। **প্রত্যেক মানুষই বহুবিধ পাপ দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে** (রোমীয় ৩:২৩)।

পাপ হল ঈশ্বরের বিধানের একটি লঙ্ঘন (১ যোহন ৩:৪, যাকোব ২:১০-১১)। যেহেতু ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি পাপকে এড়িয়ে যেতে পারেন না এবং প্রত্যেক মানুষই তার নিজের কাজের জন্য বিচারপ্রাপ্ত হবে (২ করিন্থীয় ৫:১০, প্রকাশিত ২০:১২-১৩)। প্রত্যেক ব্যক্তির দোষ এবং সে যা শাস্তির যোগ্য সেই বিষয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। প্রত্যেক পাপী ইতিমধ্যেই দোষীসাব্যস্ত (যোহন ৩:১৮-১৯)।

একজন অরূপান্তরিত পাপী ঈশ্বরের শত্রু (রোমীয় ৫:১০). একজন পাপী ততক্ষণ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না যতক্ষণ না ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার যাবতীয় দোষ অপসারিত হচ্ছে।

রূপান্তরের আগে একজন পাপী এমন একটি অবস্থায় থাকে যা তাকে ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্কে থাকার অযোগ্য করে তোলে কারণ **সে তার আকাঙ্খায় কলুষিত** (ইফিষীয় ২:৩)। পাপের দাসত্বে থাকার কারণে, **একজন পাপী তার অবস্থা পরিবর্তন করতে অক্ষম** (রোমীয় ৫:২০, রোমীয় ৭:২৩)।

তাহলে অরূপান্তরিত পাপীর জন্য যে পরিত্রাণ প্রয়োজন তা কী? যেহেতু পাপী একজন দোষী, সেহেতু পরিত্রাণ মানে ক্ষমা। যেহেতু সে ঈশ্বরের শত্রু, ফলত পরিত্রাণ মানে পুনর্মিলন। যেহেতু সে কলুষিত, তাই পরিত্রাণ মানে শুদ্ধিকরণ। যেহেতু সে শক্তিহীন, সেহেতু পরিত্রাণ মানে উদ্ধার। এগুলি পরিত্রাণের মাত্র কয়েকটি দিক যা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন।

রূপান্তরের মুহূর্তে, পাপীকে ক্ষমা করা হয়, সে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়, তাকে শুদ্ধ করা হয় এবং পাপের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়। পৌল করিন্থীয় বিশ্বাসীদের পূর্বের পাপপূর্ণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে একাধিক ভয়ঙ্কর পাপ অন্তর্ভুক্ত। তারপর তিনি বলেছেন, "তোমরা … ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধৌত হয়েছ, শুচিশুদ্ধ হয়েছ ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছ" (১ করিন্থীয় ৬:১১)।

ক্রুশের প্রয়োজনীয়তা

কোনো মানুষই তার নিজের পাপের মূল্য দিতে পারে না। পাপ হল একজন অনন্ত ঈশ্বরের বিরোধী, এবং মানবজাতির পক্ষে সেই অনন্ত মূল্য মেটানো সম্ভব নয়।

এমন কিছু নেই যার দ্বারা একজন মানুষ তার প্রয়োজন সম্পন্ন করতে পারে, কোনোকিছুই মানবজাতির জন্য এমন কোনো বিকল্প নির্ধারণ করা যায় না যা পরিত্রাণ সাধন করতে পারে (গালাতীয় ৩:২১)। যদি মানুষের পক্ষে তার নিজের পরিত্রাণ সাধন করা সম্ভব হত, তাহলে যিশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার কোনো প্রয়োজনই পড়ত না (গালাতীয় ২:২১)।

► যদি ঈশ্বর ক্ষমা করতেই চেয়েছিলেন, তাহলে তিনি ক্রুশ ছাড়া সাধারণভাবে ক্ষমা করলেন না কেন?

যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র, তাই তাঁকে সত্য এবং ন্যায় অনুযায়ী বিচার করতে হবে (রোমীয় ২:৫-৬)।

ভেবে দেখুন যদি খ্রিষ্টের বলিদান না ঘটত, তাহলে কী হত। যদি ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই সাধারণভাবে পাপের ক্ষমা করে দিতেন, তাহলে কী হত?

যদি ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া পাপের ক্ষমা করতেন, তাহলে তা অনেকটা এরকম হত:

- পাপ গুরুত্বপূর্ণ নয়।
- ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ নন এবং তিনি পবিত্র নন।
- ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক এবং ভুল কাজ করা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

যদি প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া ক্ষমা সম্ভব হত, তাহলে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ এবং পবিত্র ঈশ্বর হিসেবে উপাসিত হতেন না। প্রায়শ্চিত ব্যতীত ক্ষমা আসলে ঈশ্বরকে সম্মানিত করার বদলে অসম্মানিত করা।

কিন্তু, ঈশ্বর প্রেমময় এবং তিনি ক্ষমা করতে চান। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে একটি পাপময় পরিস্থিতে ছেড়ে দিতে চান না যেখানে তারা সারাজীবনের মত হারিয়ে যাবে, যদিও তারা এটারই যোগ্য।

ক্রুশের ওপর যিশুর আত্মবলিদান এক অনন্ত মূল্যের নৈবেদ্য প্রদান করেছিল যেটি প্রয়োজন ছিল। যিশু **(১) পাপহীন হয়ে** (২ করিন্থীয় ৫:২১) (নিখুঁত এবং তাঁর নিজের পরিত্রাণের প্রয়োজন ছিল না), এবং **(২) ঈশ্বর এবং মানুষ দুই হওয়ার কারণে** যোগ্য ছিলেন।

ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রাথমিক যে বিষয়টি প্রয়োজন তা প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করে। ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে পারেন যে অনুতাপ করে এবং তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে। যে কেউ ক্রুশের উপর আত্মবলিদানের বিষয়টি বোঝে, সে ভাবতে পারে না যে পাপ ঈশ্বরের কাছে তেমন গুরুতর কিছু নয়।

প্রায়শ্চিত্ত, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে এমন পাপীকে ধার্মিক হিসেবে গণনা করার সময় তাঁর কাছে ন্যায়সঙ্গত হওয়া সম্ভব করে তোলে। রোমীয় ৩:২০-২৬ কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত কাজ করে তার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়।

বাইবেল আমাদের বলে যে পরিত্রাণের যে উপায় ঈশ্বর প্রদান করেছেন কেবল সেটিই একমাত্র পথ। যদি কোনো ব্যক্তি খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে উদ্ধার পাবে না (মার্ক ১৬:১৫-১৬, প্রেরিত ৪:১২, ইব্রীয় ২:৩)।

এই কারণেই এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিত্রাণের তত্ত্বটি কেবলমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে, শুধু অনুগ্রহের দ্বারাই পাওয়া যায়। পরিত্রাণ কেবলমাত্র অনুগ্রহের মাধ্যমে আসে, কারণ এমন কিছুই নেই যা আমরা এটিকে অর্জন করার জন্য বা পাওয়ার জন্য করতে পারি। এটি কেবলমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে, কারণ এটি সম্পন্ন করার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করতে পারি।

প্রথম অনুগ্রহ

► কোনটি প্রথমে ঘটে: ঈশ্বরের আহ্বানে মানুষের সাড়া দেওয়া নাকি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ?

ঈশ্বরের অনুগ্রহ অবিশ্বাসীর হৃদয়ে পৌঁছায়, তাকে তার পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে প্ররোচিত করে (তীত ২:১১, যোহন ১:৯, রোমীয় ১:২০)। একজন পাপী ঈশ্বরের ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত পাপের পথ থেকে সরে আসতে সে শক্তিহীন। কেবল ঈশ্বরই যিনি একজন অবিশ্বাসীকে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেন (যোহন ৬:৪৪)। যদি কোনো মানুষ পরিত্রাণ না পায়, তার কারণ এই নয় যে সে অনুগ্রহ পায়নি; এটির কারণ হল ঈশ্বর তাকে যে অনুগ্রহ দিয়েছেন সেটিতে সে সাড়া দেয়নি।

যিশু সমগ্র পৃথিবীর পাপের জন্য জীবন দিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বর প্রত্যেকটি মানুষকে রক্ষা করতে চান (২ পিতর ৩:৯, ১ যোহন ২:২, ১ তিমথি ৪:১০)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু তিনি কাউকেই জোর করেন না। এই কারণেই ঈশ্বর অবিশ্বাসীকে অনুতপ্ত হতে এবং বিশ্বাস করা বেছে নেওয়ার জন্য আহ্বান করেন (মার্ক ১:১৫)।

অনুতাপের সংজ্ঞা

► অনুতাপ কী?

অনুতাপ মানে একজন পাপী নিজেকে দোষী এবং শাস্তিযোগ্য হিসেবে দেখে এবং ফলস্বরূপ সে তার পাপের অবসান চায়।

যিশাইয় পুস্তকে এই পদটি অনুতাপকে ব্যাখ্যা করে:

> দুষ্টলোক তার পথ, মন্দ ব্যক্তি তার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুক। সে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন, সে আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি অবাধে ক্ষমা করবেন (যিশাইয় ৫৫:৭)।

অনুতাপ বলতে এটা বোঝায় না যে একজন পাপীকে ঈশ্বর ক্ষমা করার আগে সে আবশ্যিকভাবে নিজের জীবন শুধরে নেবে এবং নিজেকে ধার্মিক করে তুলবে। সেটা অসম্ভব, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের দাসত্বে থাকে এবং সে নিজেই নিজেকে মুক্ত করতে পারে না; কিন্তু একজন পাপীর আকাঙ্খা থাকা আবশ্যিক যে ঈশ্বর তাকে তার পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

► অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণ গৃহিত হয়; তাহলে পরিত্রাণের জন্য কেন অনুতাপ জরুরি?

ক্ষমা পাওয়ার জন্য একমাত্র প্রয়োজন হল বিশ্বাস, কিন্তু খ্রিষ্টে সত্যিকারের বিশ্বাস সর্বদাই একজন ব্যক্তিকে তার পাপের জন্য অনুতপ্ত করে তুলবে। খ্রিষ্টে মন ফেরানো (বিশ্বাস করা) এবং পাপ থেকে মন ফেরানো (অনুতাপ করা) একই সময়ে ঘটবে, কিন্তু এটি কেবলই বিশ্বাস যা পাপ থেকে মন ফেরানো সম্ভব করে তোলে। এই পরিত্রাণের বিশ্বাস হল ঈশ্বরের দেওয়া একটি উপহার (ইফিষীয় ২:৮-৯)। যদি কোনো ব্যক্তি অনুতাপ করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে সে পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় না।

যদি কোনো ব্যক্তি অনুতাপ না করে, তাহলে সে পাপের মন্দতা স্বীকার করছে না। যদি সে বুঝতে না পারে যে কেন তার পাপ করা থামানো উচিত, তাহলে সে এটাও বুঝতে পারে না যে পাপ করা সতিই মন্দ। যদি সে বুঝতে না পারে যে পাপ মন্দ, তাহলে সে সত্যিই বুঝতে পারছে না যে কেন তার ক্ষমা প্রয়োজন।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে সত্যিকারের দোষী, অজুহাতবিহীন, এবং শাস্তিযোগ্য হিসেবে না দেখে, তাহলে সে অনুতাপ করেনি। যদি সে স্বীকার করে যে সে একজন পাপী, কিন্তু এমন কোনো ধর্ম চায় যা তাকে তার পাপ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেবে, তাহলে সে অনুতাপ করেনি কারণ সে সেইসব কাজ করে যেতে চায় যা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে।

পরিত্রাণমূলক বিশ্বাসের সংজ্ঞা

► যদি কোনো ব্যক্তির পরিত্রাণমূলক বিশ্বাস (saving faith) থাকে, তাহলে সে যা বিশ্বাস করে তা কী বোঝায়?

(১) সে বুঝতে পারে যে সে নিজেকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলার জন্য কিছুই করতে পারে না।

> কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছ। তা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান। তা কোনো কাজের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে (ইফিষীয় ২:৮-৯)।

সে উপলব্ধি করতে পারে যে সে এমন কিছুই (কাজ) করেনি যা তাকে পরিত্রাণের যোগ্য করে তুলতে পারে, এমনকি আংশিকভাবেও নয়।

(২) সে বিশ্বাস করে যে তার ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য খ্রিষ্টের আত্মবলিদানই যথেষ্ট।

> তিনি আমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন (১ যোহন ২:২)।

প্রায়শ্চিত্ত (propitiation) মানে হল সেই আত্মবলিদান যা আমাদের ক্ষমাপ্রাপ্তিকে সম্ভব করেছে।

(৩) সে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাকে কেবল বিশ্বাসের শর্তেই ক্ষমা করেছেন।

> আমরা যদি আমাদের পাপস্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচিশুদ্ধ করবেন (১ যোহন ১:৯)।

যদি সে মনে করে এক্ষেত্রে অন্যান্য শর্ত রয়েছে, তাহলে সে অনুগ্রহ দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্রাণের বদলে কাজের দ্বারা আংশিক পরিত্রাণ পাওয়ার আশা করে।

রূপান্তর (conversion)

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য প্রেরিত ২৬:১৬-১৮ পাঠ করবে। এই পদগুলি পৌলের পরিচর্যার বিষয়ে কী বলে?

পৌলের পরিচর্যা মানুষকে রূপান্তরের দিকে নেতৃত্ব দেয়। ১৮ পদ রূপান্তরকে ব্যাখ্যা করে। এটি অন্ধকার থেকে আলোতে এবং শয়তানের কবল থেকে ঈশ্বরের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া, ক্ষমা গ্রহণ করা, এবং যারা পবিত্রকৃত তাঁদের উত্তরাধিকার গ্রহণের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি খ্রিষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঘটে।

অবিশ্বাসী থেকে একজন বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হওয়া একটি বড় পরিবর্তন। বাইবেল একটি নতুন সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করে (২ করিন্থীয় ৫:১৭)। পুরনো বিষয়গুলি সমাপ্ত হয়ে গেছে, এবং সবকিছুই নতুন হয়ে উঠেছে।

> "একজন ন্যায়পরায়ণ পাস্টার কখনোই 'সিদ্ধান্ত' দ্বারা পরিতৃপ্ত হবেন না বরং যেসব বিশ্বাসীরা আন্তরিকভাবে খ্রিষ্টের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক; যেসব বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আকাঙ্খিত, যারা খ্রিষ্টীয় প্রেমে পথ চলে, যারা খ্রিষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অংশীদার এবং যারা অবিরাম প্রার্থনা করে, তাদের নিয়ে তিনি পরিতৃপ্ত।"
> - তিমোথি কীপ (Timothy Keep, "The Integrity of Biblical Evangelism and Conversion")

রূপান্তরিত ব্যক্তি সমস্ত মূর্তিপুজো এবং যেকোনোরকম ধর্মীয় আচরণ ত্যাগ করে যেগুলি ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের বিরোধী (১ থিষলনীকীয় ১:৯)।

পরিবর্তনটি অন্যদের কাছে সাধারণত বিস্ময়কর হয় (১ পিতর ৪:৩-৪)। তারা বুঝতে পারে না কেন একজন ব্যক্তি এতটা বদলে যায়। সেই ব্যক্তির কাছের বন্ধু এবং আত্মীয়রা তাকে তাড়না করতে পারে (মথি ১০:৩৪-৩৬)।

একজন রূপান্তরিত ব্যক্তির মধ্যে আর কখনোই জাগতিক আকাঙ্খা বা অগ্রাধিকার থাকে না। এই বৈপরীত্যটিই তার রূপান্তরিত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ (১ যোহন ২:১৫)। সেই রূপান্তরিত ব্যক্তি অন্য বিশ্বাসীদের ভালোবাসে এবং তাদের সাথে সহভাগিতা আকাঙ্ক্ষা করে ((১ যোহন ৩:১৪)।

একজন ব্যক্তি যখন রূপান্তরিত হয়, তখন তার আকাঙ্খা পরিবর্তিত হয়। তথাপি তার মধ্যে প্রলোভন থাকবে, কিন্তু সে পাপের প্রলোভন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে, কারণ সে আর পাপময় আকাঙ্খার দ্বারা পরিচালিত নয়। তার ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আকাঙ্খা থাকে, কারণ সে ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে (১ পিতর ২:২-৩)।

একজন রূপান্তরিত ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়। সে কখনোই ঈশ্বরের আদেশকে কঠিন এবং অসন্তোষজনক হিসেবে বিবেচনা করবে না (১ যোহন ৫:২-৪)।

একজন রূপান্তরিত ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখে, যা বিশেষত তার প্রার্থনায় প্রকাশিত হয় (১ করিন্থীয় ১:২)।

► একজন ব্যক্তি যখন রূপান্তরিত হয়, তখন যে যে রূপান্তরগুলি ঘটে তা আপনার নিজের মত করে বলুন।

নতুন জন্মের বৈশিষ্ট্যসকল

বাইবেল বলে যে যখন একজন ব্যক্তি নতুন জন্ম লাভ করে, তখন সমস্ত কিছু নতুন হয়ে ওঠে। সেই সমস্ত নতুনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত:

- একটি নতুন স্বভাব—ঐশ্বরিক স্বভাব (২ পিতর ১:৪)
- একজন নতুন প্রভু—পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রিষ্ট (মথি ২৩:১০, রোমীয় ৮:১৪)
- ঈশ্বরের বাক্যের জন্য একটি নতুন ক্ষুধা (১ পিতর ২:২)
- ভালোবাসার একটি নতুন মনোভাব (রোমীয় ৫:৫, ১ যোহন ৪:৭-৮)
- পুত্র বা কন্যা হিসেবে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি নতুন সম্পর্ক (যোহন ১:১২)
- পবিত্র আত্মায় একজন নতুন সহায়ক (যোহন ১৪:১৬, রোমীয় ৮:২৬-২৭)
- যদি আমরা পাপে পতিত হই তাহলে খ্রিষ্ট যিশুতে একজন নতুন উকিল (১ যোহন ২:১)
- অনন্ত জীবনের একজন নতুন এবং জীবন্ত আশা (যোহন ৩:১৫, ১ পিতর ১:৩)

পরিত্রাণের ব্যক্তিগত আশ্বাস

► কোন কোন ভুল কারণগুলি একজন মানুষকে ভাবাতে পারে যে সে একজন বিশ্বাসী?

একজন ব্যক্তি নিজেকে একজন বিশ্বাসী হিসেবে মনে করতে পারে কারণ সে

- সে বাপ্তিস্ম নিয়েছে।
- সে মন্ডলীর একজন সদস্য।
- সে কোনো নির্দিষ্ট কিছু খ্রিষ্টীয় মতবাদ বিশ্বাস করে।
- সে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করে।
- সে সঠিক কাজের একটি মান অনুসরণ করে।
- সে কোনো আত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।
- সে বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে।

বাইবেল অনুযায়ী, এগুলির মধ্যে কোনোটাই একজন ব্যক্তিকে একজন বিশ্বাসীরূপে আশ্বস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

বাইবেল আমাদের বলে যে আমরা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত থাকতে পারি যে আমরা নতুন জন্ম লাভ করেছি। আমরা আস্থা রাখতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেছেন। আমাদের ভয়ে জীবন যাপন করতে হবে না, কারণ ঈশ্বরের আত্মা আমাদের নিশ্চিত করে যে আমরা ঈশ্বরের দত্তক সন্তান (রোমীয় ৮:১৫-১৬)।

এই আশ্বাসটি এতটাই পরিপূর্ণ যে আমাদের বিচারের দিন নিয়ে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই (১ যোহন ৪:১৭)। কিছু লোক বলে থাকে যে তারা আশা করে তাদের স্বর্গে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু আমাদের কাছে তার চেয়ে ভালো একটি নিশ্চয়তা আছে।

কেবল এটি বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয় যে সমগ্র মানবজাতির জন্যই পরিত্রাণ প্রদান করা হয়েছে; একজন ব্যক্তির অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে সে নিজে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে।

► কীভাবে একজন ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে সে ধার্মিকগণিত হয়েছে?

কিছু মানুষ তাদের অনুভূতির ওপর নির্ভর করে, কিন্তু অনুভূতি পরিবর্তনশীল এবং তা বিপথে চালিত হতে পারে।

একটি পরিবর্তিত জীবন প্রমাণ দেয় যে একজন ব্যক্তি রূপান্তরিত হয়েছে, তবে সেই প্রমাণ প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় না। পরিত্রাণের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তাই, একটি পরিবর্তিত জীবন নিশ্চয়তার ভিত্তি নয়।

একজন বিশ্বাসী পরিত্রাণের জন্য শাস্ত্রীয় পথ অনুসরণ করেছে তা জ্ঞাত থাকার মাধ্যমে সে তার পরিত্রাণের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। যদি কেউ সত্যিকারের অনুতাপ করে থাকে এবং বাইবেলের পরিচালনা অনুযায়ী বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে তার বিশ্বাস করার অধিকার আছে যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন। যখন কেউ অনুতাপ করে এবং বিশ্বাস করে, তখন ঈশ্বর তার আত্মার সাক্ষ্যপ্রদান করেন যে সে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছে।

যদি কোনো ব্যক্তি অনুভব করতে চায় যে সে ঈশ্বরজাত যখন সে একবারেই সত্যিকারের অনুতপ্ত নয়, সে বিভ্রান্ত হবে এবং নিজেকে ঠকাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি (১) সত্যিকারের অনুতাপ করে, (২) শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে, এবং (৩) আত্মার সাক্ষ্য গ্রহণ করে, সে কখনোই ঠকবে না। এই নিশ্চয়তা ঈশ্বরের বাক্যভিত্তিক, যা সম্পূর্ণরূপে ভরসাযোগ্য। ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখেন।

পরিত্রাণের বিভিন্ন দিকগুলির বিষয়ে ১০টি শব্দ

পুনর্মিলন (Reconciliation): এই শব্দটির মানে হল যারা একসময়ে শত্রু ছিল তারা শান্তি স্থাপন করেছে। পরিত্রাণে, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করি (২ করিন্থীয় ৫:১৯, রোমীয় ৫:১)।

প্রায়শ্চিত্তকরণ (Expiation): এই শব্দটির মানে হল রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে। পরিত্রাণে, আমাদের পাপের সমস্ত রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে (ইব্রীয় ৮:১২)।

তুষ্টিসাধন (Propitiation): এই শব্দটি এমনকিছুকে বোঝায় যা কারোর রাগ বা ক্রোধ দূর করার জন্য প্রদত্ত হয়। পরিত্রাণে, যিশুর আত্মবলিদান আমাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যে ক্রোধ ছিল তা দূর করেছে (১ যোহন ২:২)।

নিস্তার (Deliverance): এই শব্দটির মানে হল কাউকে অন্য কারোর শক্তি থেকে উদ্ধার করা। পরিত্রাণে, আমাদেরকে শয়তান এবং পাপের কবল থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে (লূক ১:৭৪, রোমীয় ৬:৬, ১২-১৮)।

পুনরুদ্ধার (Redemption): এই শব্দটির মানে হল একটি মূল্য মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ মুক্ত হতে পারে। পরিত্রাণে, যিশুর মৃত্যু হল সেই মূল্য যার কারণে আমরা পাপের দাসত্ব এবং শাস্তি থেকে মুক্ত হয়েছি (ইফিষীয় ১:৭, তীত ২:১৪)।

ধার্মিকগণনা (Justification): এই শব্দটির মানে হল কাউকে ধার্মিক, বা নির্দোষ হিসেবে ঘোষণা করা। পরিত্রাণে, একজন অপরাধী পাপীকে ধার্মিক ঘোষণা করা হয় কারণ তার জায়গায় যিশু সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন (২ করিন্থীয় ৫:১৯, রোমীয় ৫:১)।

পবিত্রীকরণ (Sanctification): এই শব্দটির মানে হল কোনো ব্যক্তিকে পবিত্র করা। পরিত্রাণে, একজন পাপী ঈশ্বরের একজন পবিত্র সন্তানে পরিণত হয়। বহু পত্রই বিশ্বাসীদেরকে "পবিত্র ব্যক্তি" হিসেবে উল্লেখ করে (ইফিষীয় ১:১, কলসীয় ১:১, ফিলিপীয় ১:১)।

দত্তকগ্রহণ (Adoption): এই শব্দটির অর্থ হল কেউ আইনত অন্যের বৈধ সন্তান হয়ে ওঠা। পরিত্রাণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি (যোহন ১:১২, রোমীয় ৮:১৫)।

পুনর্জন্ম/নতুন জন্ম (Regeneration/New Birth): এই শব্দটির মানে হল কোনো ব্যক্তির পুনরায় জীবন শুরু করা। পরিত্রাণে, একজন বিশ্বাসী একটি নতুন জীবন শুরু করে (ইফিষীয় ২:১, যোহন ৭:৩৮-৩৯, গালাতীয় ৪:২৯, যোহন ৩:৫)।

মুদ্রাঙ্কিতকরণ (Sealing): এই শব্দটির মানে হল কোনো জিনিসের মালিকানা কার সেটি বোঝানোর জন্য ছাপযুক্ত বা চিহ্নিত করা। পরিত্রাণে, আমাদের মধ্যবর্তী পবিত্র আত্মা আমাদেরকে এমন একজন রূপে চিহ্নিত করে যে ঈশ্বরের নিজস্ব হিসেবে পরিচিত (ইফিষীয় ১:১৩)।

ত্রুটি এড়িয়ে চলুন: অনুতাপবিহীন ধর্ম

একধরণের মানুষ আছে যে সহজেই ভেবে নেয় যে সে পরিত্রাণ লাভ করেছে, যখন সে শোনে যে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। সে সত্যিকারের অনুতাপ করেনি কারণ সে বুঝতেই পারেনি যে তার এটা করা প্রয়োজন। সে নিজেকে কখনোই এমন একজন পাপী হিসেবে দেখেনি যে ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখীন। সে মনে করে যে অনুগ্রহ মানে সে তার নিজের মত চলতে পারে। যেহেতু সে খ্রিষ্টবিশ্বাসের সত্য গ্রহণ করেছে, সেহেতু সে মনে করে সে একজন বিশ্বাসী, যদিও তার কোনো রূপান্তর হয়নি। সে কখনোই তার নিজস্ব ইচ্ছাকে সমর্পণ করেনি; পরিবর্তে সে ঈশ্বরকে তার জীবনের একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার নিজের ইচ্ছা অনুসারেই জীবন যাপন করে চলেছে। আত্মিক বর্ণনা অনুযায়ী, এটি কোনোমতেই ঈশ্বরের সাথে পরিত্রাণের সম্পর্কের শুরু নয়।

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই পাঠে আমরা পরিত্রাণের বিভিন্ন দিকগুলির জন্য উপযুক্ত ১০টি শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলির মধ্যে কোনটি আপনার কাছে আপনার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা কয়েকটি প্যারাগ্রাফে ব্যাখ্যা করুন। এমন কি কিছু আছে যা নিয়ে আপনি আরেকটু বেশি ভেবে দেখতে চান?

(২) আপনার দেশে, বিশেষত আপনার নিজের এলাকায়, খ্রিষ্টবিশ্বাসের যে রূপ দেখা যায়, সেখানে লোকেরা একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলতে কী বোঝে? ২-৩ পাতায় বিভিন্ন ধরণের মানুষ এবং খ্রিষ্টবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের অভিমত সম্পর্কে ব্যাখা করুন। অনুতাপ, পরিত্রাণের বিশ্বাস, বা অন্য মতবাদের বিষয়ে তাদের ভুল ধারণাগুলি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩
সুসমাচার প্রচারের জরুরী প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা

► একজন ব্যক্তি কি সুসমাচার না শুনে ধার্মিকগণিত হতে পারে? সুসমাচার প্রচারের কাজ কি প্রয়োজনীয়?

শাস্ত্রে আমরা ইস্রায়েল বা মন্ডলীর কোনো সংযোগ ছাড়াই ঈশ্বরের অনুগ্রহে পৌঁছেছেন এমন অনেক উদাহরণ খুঁজে পাই। মোশির জীবনকালের আগে এবং শাস্ত্রের একটি পৃষ্ঠাও লেখার আগেই ইয়োব ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং মন্দকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিলিয়ম ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং একজন দ্রষ্টা (seer) হিসেবে পরিচিত ছিলেন যিনি সম্মোহের (trance) মধ্যে না গিয়েও ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা পেয়েছিলেন। আব্রাহাম যখন এই কথাটি ভেবেছিলেন যে, "নিঃসন্দেহে এখানে মানুষের মনে ঈশ্বরভয় নেই," তারপর অবীমেলক অব্রাহামের চেয়ে বেশি ধার্মিকতার কাজ করেছিলেন। রোমীয় ১:২১-৩২ সেইসব বিধর্মীদের কথা বর্ণনা করে যারা ভ্রষ্ট (depraved) অবস্থায় ছিল, তার কারণ এই নয় যে তারা ঈশ্বরকে জানত না, বরং তারা যা জানত তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।[1]

"যারা তাঁকে সম্ভ্রম করে সদাপ্রভু গুপ্ত বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করেন; তিনি তাঁর নিয়ম তাদের কাছে প্রকাশ করেন" (গীত ২৫:১৪)। নিয়ম বা চুক্তি (covenant) হল মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের শর্ত, যার জন্য অনুগ্রহের বিধান প্রয়োজন কারণ সবাই পাপ করেছে। যদি একজন ব্যক্তি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা করে, তবে ঈশ্বর তাকে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ দেখাবেন।

বাইবেল বলে যিশু ছাড়া অন্য কোনো নামে পরিত্রাণ নেই (প্রেরিত ৪:১২)। তবে, পুরাতন নিয়মে যারা পরিত্রাণ পেয়েছিল তারা যিশুর নাম জানত না। তারা মুক্তি এবং ক্ষমার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রদত্ত প্রতিজ্ঞার উপর ভরসা রেখেছিল, এবং তিনি যিশুর মাধ্যমে এটি প্রদান করেছিলেন। একইভাবে, যারা এখনো যিশুর নাম শোনেনি তারা পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের উপর ভরসা করতে পারে যা তিনি যিশুর মাধ্যমে প্রদান করেন।

এই কথাটির অর্থ কী যে অন্য কোনো নামে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না? এর মানে হল পরিত্রাণের অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই। একজন ব্যক্তি মুক্তির অন্য কোনো পরিকল্পনা দ্বারা রক্ষা পেতে পারে না। এছাড়াও এর মানে হল যে, যে ব্যক্তি যিশুকে জানে সে যেন তাঁকে কখনোই প্রত্যাখ্যান না করে, কারণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার মানে হল পরিত্রাণকে প্রত্যাখ্যান করা বা পরিত্রাণের অন্য কোনো পথ খুঁজতে থাকা।

"সেই প্রকৃত জ্যোতি, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, জগতে তাঁর আবির্ভাব হচ্ছিল" (যোহন ১:৯)। পবিত্র আত্মা সেইসব লোকদের কাছেও যিশুর আলো নিয়ে আসেন যারা যিশুর কথা শোনে নি।

[1] গীতসংহিতা ১৯ এবং রোমীয় ১০:১৮ দেখুন।

বহু মানুষই বিভিন্ন দর্শন পেয়েছে বা অন্য কোনো বিশেষ প্রকাশ পেয়েছে যা তাদেরকে একজন বার্তাবাহক ব্যক্তির কাছ থেকে সুসমাচার শোনার আগেই ঈশ্বরের কাছে আসতে সাহায্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আজকাল বহু মুসলিমই ঈশ্বরের বার্তা পেয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে।

► আপনি কি এমন কারও সম্বন্ধে শুনেছেন, যিনি সুসমাচার সঠিকভাবে বোঝার আগে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ সংযোগ লাভ করেছেন?

সুতরাং, আমরা দেখলাম যে একজন ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া এবং কোনো মানব বার্তাবাহকের কাছ থেকে সুসমাচার শোনার আগে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। তবে, বাইবেল সুসমাচারকে এমন এক বার্তা হিসেবে বর্ণনা করে যা প্রত্যেকের জরুরীভাবে শোনা প্রয়োজন।

রোমীয় পুস্তকটি সুসমাচারের জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করে। প্রেরিত বলেছেন যে সুসমাচার হল পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি (রোমীয় ১:১৬)। তিনি বলেছেন যে প্রত্যকের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তিনি ঋণী (রোমীয় ১:১৪)। তিনি একটি সত্য স্থাপন করেছেন যে আমরা কেবল ঈশ্বরের ক্ষমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকগণিত হয়েছি (রোমীয় ৩:২৬, রোমীয় ৫:১)।

> "উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ সমভূমিতে, আমি কখনো কখনো সকালের সূর্যের আলোয় এমন অসংখ্য গ্রামের প্রমাণ পেয়েছি যেখানে কোনো প্রচারক কখনোই ছিল না - যে গ্রামগুলির লোকেরা খ্রিষ্টহীন, ঈশ্বরহীন এবং এই পৃথিবীতে আশাহীন।"
> - রবার্ট মোফাৎ (Robert Moffat)

এরপর আসে জরুরী প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। তিনি বলেছেন, "আর যাঁর কথাই তারা শোনেনি, কীভাবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? আবার কেউ তাদের কাছে প্রচার না করলে তারা কীভাবে শুনতে পাবে?" (রোমীয় ১০:১৪)। তিনি বলেছেন, "সুতরাং, সুসমাচারের প্রচার শুনে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় ও প্রচার হয় খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা" (রোমীয় ১০:১৭)। বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণকারী বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বর সুসমাচারকে ব্যবহার করেন। সুসমাচার প্রচার হল হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের এক প্রচলিত পদ্ধতি।

যদি তারা একজন বার্তাবাহককে ছাড়াই উদ্ধার পেতে পারে, তাহলে একজন বার্তাবাহক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কেন মিশনারীদের প্রয়োজন?

মিশনারীদের কেন প্রয়োজন? এই প্রশ্নটির উত্তর মিশনারী স্টিভ হাইট (Steve Hight) দিয়েছেন অনেকটা এইরকম ভাবে:

> সহজ উত্তরটি হল, মানুষ যখন আলো দেখেছিল, তখন তারা সেটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। যোহন ১:৯ আমাদের জানায় যে যিশু হলেন প্রকৃত জ্যোতি, যিনি সকলকে আলো দেন। পৌল ঘোষণা করেছেন যে সৃষ্টিতেই ঈশ্বরের গুণাবলী দৃশ্যমান রয়েছে (রোমীয় ১:১৯-২০) এবং মানুষ যখন ঈশ্বরকে জানতে পেরেছে, তখন তারা তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে সম্মান দেয়নি (রোমীয় ১:২১)। যোহন এই পরিস্থিতিকে অনেকটা এইভাবে বলেছেন: "এই হল দণ্ডাদেশ: জগতে জ্যোতির আগমন হয়েছে, কিন্তু মানুষ জ্যোতির পরিবর্তে অন্ধকারকে ভালোবাসলো" (যোহন ৩:১৯)। মানুষের পাপ-প্রবৃত্তিময় হৃদয় অন্ধকার পছন্দ করে। তাদের প্রতারণা এবং মারাত্মক পাপাচারের কারণে (যিরমিয় ১৭:৯), পাপী হৃদয় ঈশ্বরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
>
> তাই, মিশনারীদেরকেই আবার সেই আলো নিয়ে যেতে হবে! দ্বিতীয়বার সুযোগ-প্রদানকারী ঈশ্বর তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরানোর জন্য সুসমাচারের অগ্নিশিখা সহ তাঁর দূতেদের পাঠান (প্রেরিত ২৬:১৮)।

যিশু যখন তাঁর শিষ্যদের সুসমাচার প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাদের বলেছিলেন যে যদি কোনো শহর তাদের গ্রহণ না করে, তাহলে তারা সেই শহর ছেড়ে চলে আসার সময় যেন সেখানেই তাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে আসে। তিনি বলেছিলেন যে বিচারের দিনে সেই ধুলো সেই লোকেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাদের জুতোর ধুলো সাক্ষ্য ছিল যে সুসমাচারের বার্তাবাহক সেই লোকেদের শহরে গিয়েছিল। যারা কখনো সুসমাচার শোনেনি তাদের চেয়ে যারা সুসমাচার প্রত্যাখান করেছে, তাদের বিচার কঠিন হবে। যিশু বলেছেন সদোমের লোকেদের চেয়েও তাদের বিচার কঠিন হবে। এটি আমাদের জানায় যে সুসমাচার তাদের জন্য মহাসুযোগ নিয়ে আসে যারা এটি শোনে (মার্ক ৬:১১)।

কেন মিশনারীদের প্রয়োজন? এই প্রশ্নটির উত্তরে পাস্টার এরিক হেমলক (Eric Himelick) এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন:

> আমরা মিশনারীদের পাঠাই কারণ সুসমাচারের বার্তাটি সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সর্বোত্তম যোগাযোগের মাধ্যম। সুসমাচার সত্য ঈশ্বর সম্পর্কে অব্যক্তিক তথ্য বা ধর্মীয় বিশ্বাসের বাক্সে টিক মার্ক করার একটি সেট নয়; মিশনারীরা হল খ্রিষ্টের, তাঁর বার্তার, এবং তাঁর পুনর্মিলনের পরিচর্যার দূত (২ করিন্থীয় ৫:২০)।
>
> মিশনারীদের প্রয়োজন আছে, কারণ সুসমাচারের বার্তার সরাসরি, সম্পর্কযুক্ত সংযোগ ছাড়া, বেশির ভাগ আত্মাই হারিয়ে যাবে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই না যে আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই লোকেরা হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রোমীয় ১০:১৩-১৫ স্পষ্টভাবে বলে: "কেউ তাদের কাছে প্রচার না করলে তারা কীভাবে শুনতে পাবে?" দুঃখজনক সত্যটি হল, তারা পাবে না। মিশনারীদের পাঠানো এবং তাদের সহায়তা করা জরুরী। ঈশ্বর আমাদের যে কাজের জন্য আহ্বান করেছেন সেই কাজ তিনি আমাদের জন্য করবেন এমন আশা করা কোনো সমাধান নয়। ঈশ্বর আমাদের মহান নিযুক্তি (Great Commission) দিয়েছেন; এবং যাকে যত বেশি দেওয়া হয়েছে, তার থেকে তত বেশিই ফেরতযোগ্য। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বিশ্বাসের প্রতি সাড়া দিয়ে আমরা মিশনারীদের প্রেরণ করি যে, ঈশ্বর তাঁর জগতে কাজ করছেন এবং মানুষকে তাঁর মহৎ হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট করছেন।

সুসমাচারের ব্যবহারিক কার্যকারিতা

সুসমাচার হল সেই কার্যকর উপায় যা ঈশ্বর হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করেছেন। এটি পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি (রোমীয় ১:১৬)। এই প্রশ্নটি আরো একবার বিবেচনা করে দেখা যাক: যদি একজন ব্যক্তি সুসমাচার ছাড়াই পরিত্রাণ পেতে পারে, তাহলে আমরা কেন মিশনারীদের পাঠাই? চলুন, এই ধরণের আরো কয়েকটা প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখা যাক। যদি কোনো ব্যক্তি আমার প্রার্থনা ছাড়াই উদ্ধার পেতে পারে, তাহলে কেন আমি তার জন্য প্রার্থনা করব? যদি কোনো ব্যক্তি একবারের বেশি সুসমাচার না শুনেই পরিত্রাণ পেতে পারে, তাহলে কেন আমরা তাকে বারবার বলতে যাব? যদি কোনো ব্যক্তি মন্ডলী ছাড়াই উদ্ধার পেতে পারে, তাহলে আমাদের মন্ডলীগুলো আছে কেন? নিশ্চিত উত্তরটি হল, "হ্যাঁ, সে পরিত্রাণ পেতেই পারে, কিন্তু এর সম্ভাবনা খুবই কম।" এইগুলি হল সেই উপায় যা ঈশ্বর মানুষকে বাঁচানোর জন্য তৈরি করেছেন।

> ২০১১ থেকে এই বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটিরও বেশি। ১,৫৩,০০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রতিদিন মারা যায়, কিন্তু তবুও বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতিদিন ২,২০,০০০ জন করে বাড়তে থাকে। প্রতি মিনিটে ১০০ জনেরও বেশি লোক মারা যায়। আপনি যখন থেকে এই পাঠটি পড়তে শুরু করেছেন, সেই সময়ের মধ্যে ১,০০০ জনেরও বেশি লোক মারা গেছে। তাদের মধ্যে কতজন মৃত্যুর আগে সুসমাচার শুনেছে?

ঈশ্বরের বাক্য হল সেই হাতিয়ার যা ব্যবহার করে পবিত্র আত্মা অবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসেন। বাইবেল বলে যে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করে (১ পিতর ১:২৩, ২৫)।

মিশনারীরা এমন কাউকেই খুঁজে পায়নি যে সুসমাচার শোনার আগে পরিত্রাণ পেয়েছিল। এটা ঠিক যে ঈশ্বর একজন আন্তরিক ব্যক্তির প্রতি সুসমাচার ছাড়াই তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ করেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এটি তাঁর ডিজাইন করা সাধারণ উপায়গুলির প্রতি আমাদের অবহেলাকে সমর্থন করে। সাধারণভাবে, যারা সুসমাচার শোনে না, তারা হারিয়ে যাবে। "ধিক্ আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি" (১ করিন্থীয় ৯:১৬)।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ৯:৩৫-৩৮ পাঠ করবে।

মানুষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে যিশুর গভীর সহানুভূতি ছিল। তিনি প্রচার এবং সুস্থতার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন।

মানুষের আত্মিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যিশু সবচেয়ে বেশি চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি চাইতেন তারা যেন অনুতাপ করে এবং ঈশ্বরকে জানে। এই অংশে, আমরা পড়লাম যে যিশু জনস্রোতের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং তাদের আত্মিক প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গভীর সহানুভূতি বোধ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে যেন এক মেষপালকহীন মেষের রূপে দেখেছিলেন। তিনি পরিচর্যা কাজকে ফসল কাটার কাজের সাথে তুলনা করেছিলেন এবং সেই কাজে কর্মী সংখ্যা খুবই কম থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে একটি প্রার্থনার অনুরোধ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন যেন ঈশ্বর ফসল কাটার লোকেদের পাঠান।

► যিশু কেন শিষ্যদেরকে এই প্রার্থনাটি করতে বলেছিলেন? আমরা প্রার্থনা করি বা না করি, ঈশ্বর তো নিশ্চিতভাবেই এটি করতে চান, তাই না?

যখন আমরা প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর কার্যকারীদের পাঠাবেন, তখন আসলে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা করছি। এটির কারণেই, আমরা জানি যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন।

বিশ্বাসীদের এই প্রার্থনাটি করার পিছনে আরো একটি কারণ আছে। যিশু চাইতেন যে তাঁর শিষ্যরা তাঁর মতোই সহানুভূতিশীল হবে এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য তাঁর কর্মযজ্ঞে অংশ নেবে। যদি তারা প্রায়ই এই প্রার্থনাটি করতেন, তাহলে তারা ফসল কাটার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে যত্ন নিতে শুরু করতেন। তারা সেই কাজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতেন এবং অন্যদেরকেও রাজি করানোর বিষয়ে আগ্রহী হতেন।

যিশু যে বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান ছিলেন, আমাদেরও সেই একই বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়ার আকাঙ্খা থাকা উচিত। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে যে প্রার্থনাটি দিয়েছিলেন, আমাদেরও সেই একই প্রার্থনা করা উচিত, যাতে আমাদের ক্ষেত্রেও এটির সমান প্রভাব থাকে।

একটি মিশনারী কাহিনী

একদল মিশনারী একবার একটা কারাগারে প্রচার করতে গিয়েছিল। সেখানে হাজারেরও বেশি বন্দী ছিল, এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল খুনি আর সন্ত্রাসবাদী। মিশনারীরা বাইরের একটি প্ল্যাটফর্মে প্রচার করেছিল। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য, বন্দুকধারী রক্ষীরা সেই প্ল্যাটফর্মের চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। সুসমাচার প্রচার করার পর, প্রচারক জিজ্ঞাসা করেন কোনো বন্দী কি সামনে এসে একটা নতুন নিয়ম নিতে ইচ্ছুক? ৩০ জন এগিয়ে এসেছিল।

কিছু সপ্তাহ পরে মিশনারীরা আবার সেই ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়েছিল। সভা শুরু করার আগে, ওয়ার্ডেন তাদেরকে জানান যে যে ৩০ জন আগেরবার নতুন নিয়ম নিয়েছিল, তাদের সবাইকে বাকি বন্দীরা মেরে ফেলেছে। মিশনারীরা আবার সুসমাচারের বাক্য প্রচার করতে শুরু করে, এবং শেষে তারা আবার জানায় যে কেউ চাইলে সে সামনে এসে নতুন নিয়ম নিতে পারে। ৩০০ জন এগিয়ে এসেছিল। তারা জানত যে সুসমাচারের সাড়া দেওয়ার জন্য ৩০ জনের জীবন গেছে, কিন্তু যেহেতু সুসমাচার তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ফলস্বরূপ তারা তাদের জীবনে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিল। তারা যে বার্তা শুনেছিল, সেটির মূল্য বা গুরুত্ব তারা বুঝতে পেরেছিল।

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) কয়েকটি বাক্যের মধ্যে প্রশ্নদুটির উত্তর দিন। যে ব্যক্তি কখনো সুসমাচার শোনেনি তার জন্য কি পরিত্রাণের কোন সুযোগ রয়েছে? কেন আমরা মিশনারী এবং সুসমাচার প্রচারকদের প্রেরণ করব?

(২) যোনার পুস্তকটি পড়ুন। সুসমাচারের বার্তাবাহকের জরুরী প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি লক্ষ্য করুন। এই কাহিনীতে কোনটি ঈশ্বরের উদ্বেগের বিষয় ছিল? যোনা কী নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন? ১-২ পাতার মধ্যে আপনার পর্যবেক্ষণগুলি লিখুন।

পাঠ ৪
সুসমাচারের অপরিহার্য বিষয়সমূহ

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

প্রতিটি পয়েন্টের জন্য, একজন শাস্ত্রের অংশগুলি পড়বে, তারপর অন্য একজন পয়েন্টগুলির ব্যাখা পড়ে শোনাবে। ক্লাসের প্রত্যেককে আলোচ্য প্রতিটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

সুসমাচারের অপরিহার্য বিষয়সমূহ

নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি সুসমাচারের অপরিহার্য বিষয়। সেগুলি না বুঝেও একজন ব্যক্তির পক্ষে পুরোপুরি রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। তবে, এই পয়েন্টগুলির যেকোনো একটিকে অস্বীকার করলে তা সুসমাচার ভিত্তিটি কেড়ে নেয়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা এই অপরিহার্য বিষয়গুলি অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে পরিত্রাণের কোনো অলীক উপায়কে বিশ্বাস করে অন্য সুসমাচার গড়ে তোলার প্রবণতা থাকে।

যখন আপনি কাউকে সুসমাচার শোনান, তখন কিছু নির্দিষ্ট পয়েন্ট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কারণ এমনকিছু ভুল আছে যা সে বিশ্বাস করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সে বিশ্বাস করে যে পরিত্রাণ কেবল কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সম্ভব, তাহলে সে বিশ্বাস করবে যে পরিত্রাণের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ থাকা প্রয়োজনীয়। তার জানা দরকার যে একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা পেতে পারে এবং ঈশ্বরের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

(১) ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তিনি তাদের সাথে সম্পর্কে থাকতে পারেন (আদিপুস্তক ১:২৭, প্রেরিত ১৭:২৪-২৮)।

এই সত্যটি আসলে আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং পরিত্রাণের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। এই সত্যটি সেইসব ধর্মের বিরোধিতা করে যারা ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্ত্বায় বিশ্বাস করে না। এই সত্যটি জগতের আসল সমস্যাকে তুলে ধরে; মানুষ ঈশ্বরের সাথে কোনো সম্পর্কেই নেই।

► একজন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস না করত যে ঈশ্বর তাকে ভালোবাসেন তাহলে কী হত?

(২) প্রথম মানব পাপ করেছিল এবং ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩:৩-৬)।

এটি পাপের উৎসটিকে এবং জগতের এই অবস্থা হওয়ার আসল কারণটিকে দেখায়। পাপের কারণেই এই জগত কষ্টভোগের একটি জায়গা। ঈশ্বরের ডিজাইনের কারণে এখানে এখনো আনন্দ এবং আশা-উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু ঈশ্বর এই জগতকে যেমন পরিকল্পনায় গড়েছিলেন, সেটি আর তেমন নেই।

► একজন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস না করত যে এই জগতের আসল সমস্যা হল পাপ তাহলে কী হত?

(৩) প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে (রোমীয় ৩:১০, ২৩)।

প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত পাপে দোষী। এমন কোনো মানুষ নেই যে সবসময় কেবল ঠিক কাজ করে এসেছে।

► একজন ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে নিজের সমস্ত কাজের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে তাহলে কী হবে?

(৪) প্রত্যেক পাপী যারা অনুগ্রহ পায়নি, তারা ঈশ্বরের দ্বারা বিচারিত হবে এবং অনন্ত শাস্তিতে পতিত হবে (ইব্রীয় ৯:২৭, রোমীয় ১৪:১২, প্রকাশিত বাক্য ২০:১২)।

এটি দেখায় যে অবিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা কতটা গুরুতর এবং জরুরী।

► একজন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস না করে যে একজন ধার্মিক ঈশ্বর আছেন যিনি তার পাপের জন্য ক্রুদ্ধ তাহলে কী হবে?

(৫) একজন মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে পাপ করেছে, সেই পাপের মূল্য মেটানোর জন্য কিছুই করতে পারে না (রোমীয় ৩:২০, ইফিষীয় ২:৪-৯)।

ভালো কাজ এবং উপহার কোনোভাবেই পাপের মূল্য মেটাতে পারে না, কারণ পাপ একজন অনন্ত ঈশ্বরের বিরোধী এবং সবকিছুই তাঁর।

► একজন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে তাকে নিজেকে অবশ্যই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে তাহলে কী হবে?

(৬) ক্ষমার একটি ভিত্তি থাকা আবশ্যক, কারণ পাপ গুরুতর এবং ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ (রোমীয় ৩:২৫-২৬)।

ঈশ্বর ক্ষমা করতে চান; কিন্তু যদি তিনি কোনো ভিত্তি ছাড়াই ক্ষমা করতেন, তাহলে পাপ তুচ্ছ হত, এবং ঈশ্বর অন্যায্য হতেন।

► কেন খ্রিষ্টের মৃত্যু প্রয়োজনীয় ছিল?

(৭) ঈশ্বরের পুত্র, যিশু, একটি পাপহীন জীবন যাপন করেছিলেন এবং আত্মবলিদানের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা পাপের ক্ষমা পাই (যোহন ৩:১৬, রোমীয় ৫:৮-৯)।

যেহেতু যিশু ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর আত্মবলিদানের অনন্ত মূল্য রয়েছে এবং এটি এই পৃথিবীর যেকোনো মানুষের ক্ষমা পাওয়ার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে। যদি তিনি কেবল একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তাহলে তাঁর আত্মবলিদানের মূল্য সীমিত থাকত। যিশুর রক্ত আমাদের জন্য দেওয়া তাঁর জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর রক্ত ব্যতীত পরিত্রাণ সম্ভব ছিল না (ইব্রীয় ৯:২২)। যদি তিনি ঈশ্বর না হতেন, তিনি তাহলে আমাদের সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারতেন না; এবং আমরা আশাহীনভাবে পরিত্রাণের অন্য কোনো উপায় হাতড়ে বেড়াতাম।

► কেন কিছু কিছু ধর্মে মনে করা হয় যে মানুষ তার কাজের মাধ্যমে উদ্ধার পাবে?

(৮) ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে এবং তাঁর অনন্ত জীবন প্রদান করার ক্ষমতা প্রকাশ করতে, যিশু মৃত্যু থেকে শারীরিকভাবে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন (যোহন ২০:২৪-২৮, প্রকাশিত বাক্য ১:১৮)।

যে ভ্রান্ত-ধর্মবিশ্বাসগুলি (cults) যিশুর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা সাধারণত তাঁর ঈশ্বরত্ব এবং পরিত্রাণের জন্য তাঁর বলিদানের পর্যাপ্ততাকেও অস্বীকার করে। তারপর, তারা নিজেদের মত করে পরিত্রাণের আরেকটি উপায় উদ্ভাবন করে।

► কী কী কারণের জন্য যিশু মৃত্যু থেকে উঠেছিলেন বলে আমরা জানি?

(৯) যিশুর আত্মবলিদান সমস্ত পাপের ক্ষমার জন্য পর্যাপ্ত (১ যোহন ১:৯, ১ যোহন ২:২)।

যদি একজন ব্যক্তি এই সত্যকে অস্বীকার করে তবে সে কাজের সুসমাচারে (gospel of works) বিশ্বাস করবে। অনেক ধর্ম কীভাবে একজন ব্যক্তি আংশিকভাবে তার পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে সেই সংক্রান্ত বার্তায় বিশ্বাস করে। এটি মানুষকে একটি ধর্মীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে রাখে যা তাদের জানায় যে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কী কী করতে হবে।

► কেন কিছু লোক বিশ্বাস করে যে তারা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া পরিত্রাণ পাবে না?

(১০) যে সকল ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে পাপী, তার পাপের জন্য অনুতাপ করে, এবং ঈশ্বরের ক্ষমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে, ঈশ্বর সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন (মার্ক ১:১৫, ১ যোহন ১:৯)।

মানুষের তৈরি কোনো প্রতিষ্ঠানেরই পরিত্রাণের জন্য কোনো অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা যোগ করার বা পরিত্রাণের অন্য কোনো উপায় প্রদান করার অধিকার নেই।

► কোন ধরনের ব্যক্তির এটি বিশ্বাস করার অধিকার রয়েছে যে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে?

(১১) অনুতাপ করার মানে হল যে একজন ব্যক্তি তার পাপের জন্য দুঃখিত এবং সে তার পাপ থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক (যিশাইয় ৫৫:৭, যিহিষ্কেল ১৮:৩০, যিহিষ্কেল ৩৩:৯-১৬, মথি ৩:৮)।

অনুতাপ করার মানে এই নয় যে একজন ব্যক্তি নিজেকে আবশ্যিকভাবে এতটাই নিখুঁত করে তুলবে যাতে ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেন; কেবল ঈশ্বরই একজন পাপীকে তার পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। অনুতাপ করার মানে হল যে একজন ব্যক্তি তার পাপের জন্য এতটাই অনুশোচনাপূর্ণ যে সে তার পাপ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত। যদি একজন ব্যক্তি তার পাপাচরণ বন্ধ করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে সে কখনোই ক্ষমা পাবে না। যদি একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ইচ্ছাকৃত পাপে জীবন যাপন করতে থাকে, তাহলে সে অনুতাপ করেনি।

► কেন অনুতাপের প্রয়োজন?

(১২) একজন অনুতপ্ত, বিশ্বাসী পাপী ক্ষমা পায় যখন সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এবং তাকে ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করে (রোমীয় ১০:১৩, প্রেরিত ২:২১)।

যিশুর কারণে প্রত্যেক মানুষের কাছেই ঈশ্বরের করুণায় প্রবেশাধিকার রয়েছে। ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবেই এটি গ্রহণ করে পারে এবং ঈশ্বরের সাথে একটি সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

► কীভাবে আমরা জানব যে একজন ব্যক্তি এক মুহূর্তেই রূপান্তরিত হতে পারে?

৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) কয়েকটি প্যারাগ্রাফে বর্ণনা করুন যে আপনার রূপান্তরের সময় কীভাবে এই পয়েন্টগুলির কোনো একটি বা দুটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(২) গবেষণার জন্য একটি ভ্রান্ত-ধর্মবিশ্বাস (cult) বা অখ্রিষ্টীয় কোনো ধর্মকে বেছে নিন। ২-৩ পাতার মধ্যে বর্ণনা করুন যে কীভাবে তারা সুসমাচারের এই নির্দিষ্ট অপরিহার্য বিষয়গুলিকে অস্বীকার করে। তারা যে মিথ্যা সুসমাচার প্রচার করে থাকে তা বর্ণনা করুন এবং দেখান যে কীভাবে এটি মিথ্যা ধর্মতত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ব্যাখ্যা করুন যে কীভাবে আপনি তাদেরকে সত্যের বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদান করবেন।

পাঠ ৫
ইভাঞ্জেলিকালবাদ এবং সুসমাচারের অগ্রাধিকার

ভূমিকা

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ইফিষীয় ১:৪-৯ পাঠ করবে। কোন উল্লেখযোগ্য তত্ত্বটির বিষয়ে এই অংশে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

ইভাঞ্জেলিকালবাদের (Evangelicalism) বর্ণনা

একটি ইভাঞ্জেলিকাল মন্ডলী হল এমন একটি মণ্ডলী যেটি কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণের শাস্ত্রীয় সুসমাচারের শিক্ষা দেয়। খ্রিষ্টের আত্মবলিদানের সাথে আমরা অতিরিক্ত কোনো ভালো কাজ যোগ করলেও তা আমাদের পরিত্রাণের যোগ্য হতে সাহায্য করতে পারে না।

সত্য সুসমাচার প্রচার করাই হল একটি ইভাঞ্জেলিক্যাল মন্ডলীর অগ্রাধিকার কারণ যারা সুসমাচারের বিশ্বাস করে, তারা জানে যে এটি অন্য যেকোনো কিছুর থেকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুসমাচার হল মন্ডলীকে দেওয়া ঈশ্বরের একটি বিশেষ সম্পদ যেটিকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বেশিরভাগ ইভাঞ্জেলিকাল মন্ডলীর বৈশিষ্ট্য:

১। **ইভাঞ্জেলিকালরা সম্পূর্ণরূপে বাইবেলের কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে।** বাইবেলের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলে তা সুসমাচারকে বিশ্বাসের অযোগ্য করে তোলবে।

২। **ইভাঞ্জেলিকালরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের ঐতিহাসিক, ভিত্তিমূলক ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস করে।** এই মতবাদ বা তত্ত্বগুলি অস্বীকার করা মূলত সুসমাচার বিরুদ্ধতা। উদাহরণস্বরূপ, ভ্রান্ত-ধর্মবিশ্বাসগুলি (cults) খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার তারা এটিও অস্বীকার করে যে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের কাজ পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট, এবং পরিবর্তে তারা কাজের সুসমাচার প্রচার (gospel of works) করে।

৩। **ইভাঞ্জেলিকাল মন্ডলী ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়।** এই বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান কারণ তারা ব্যক্তিগত রূপান্তর এবং সচেতন বিশ্বাসে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের কারণে, ইভাঞ্জেলিকালরা অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচারে এবং বিশ্বাসীদের আত্মিক গঠনের উপর জোর দেয়।

► *আপনার মন্ডলী কীভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করে? এছাড়াও কি অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যা সুসমাচারের অগ্রাধিকারকে তুলে ধরে?*

সুসমাচারের কেন্দ্রীয়তা

সুসমাচার মন্ডলীকে তার উদ্দেশ্য প্রদান করে। যে মন্ডলী সুসমাচারকে তার অগ্রাধিকার হিসেবে গুরুত্ব দেয়া না, তারা ঈশ্বরের নির্দেশিত উদ্দেশ্য ভুলে গেছে।

আমরা মথি ২৮:১৮-২০-তে দেওয়া মহান নিযুক্তি অধ্যয়ন করেছি। মন্ডলীর প্রাথমিক মিশন কী?

সুসমাচার যেখানেই প্রচারিত হয় সেখানেই মন্ডলী গড়ে ওঠে। ইতিহাস জুড়ে সুসমাচার প্রচারের স্থানে এমন অনেক প্রকৃত মন্ডলী পাওয়া যায়। প্রেরিতদের সময় থেকে মন্ডলীর ঐতিহ্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় না, বরং বিশ্বস্তভাবে সুসমাচার প্রচারের ধারাবাহিকতায় পাওয়া যায়।

> "খ্রিষ্টের কর্তৃত্ব এবং মন্ডলীর বিশ্ব মিশনের মধ্যে একটি সরাসরি সংযোগ রয়েছে। মথির বিবরণে উল্লেখিত মহান নিযুক্তিতে (Great Commission) বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এটি সঠিক কারণ স্বর্গে পিতা ঈশ্বর দ্বারা সমস্ত কর্তৃত্ব ঈশ্বর পুত্রকেও দেওয়া হয়েছে, যেখানে মন্ডলীর দায়িত্ব হল সমস্ত জাতিকে শিষ্য করা।"
> - জে. হারবার্ট কেন (J. Herbert Kane, "The Work of Evangelism")

মন্ডলী দ্বারা গড়ে ওঠা সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সুসমাচারের অগ্রাধিকার পালন করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, পাস্টারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচী এমন হওয়া উচিত যা তাদেরকে মন্ডলীকে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বের উদ্দেশ্য সাধনে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে প্রস্তুত করে তুলবে।

প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার এবং মূল মিশন ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। সুসমাচারের উপর জোর দেওয়া সবসময় প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারসাধনের দিকে চালিত করে।

মন্ডলী বিশ্বাসের ধারা, আরাধনার পদ্ধতি, খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন, এবং মন্ডলীর নীতি গড়ে তোলে; কিন্তু সুসমাচারের উপর জোর দেওয়া সর্বদাই পরম্পরার সংস্কারসাধনের দিকে চালিত করে।

সুসমাচারের অগ্রাধিকার হারিয়ে ফেলার কিছু উদাহরণ

উদাহরণ ১

যেহেতু মন্ডলী সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করে, তাই প্ল্যান বানানো, টিম তৈরি করা, প্রোগ্রাম বিন্যাস করা, এবং সহায়তা খোঁজা জরুরি। মন্ডলী মূলত বিভিন্ন দৈনন্দিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। প্রায়শই, আত্মিক উদ্দীপনার সময়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় যখন মন্ডলীর মিশন পূরণের জন্য মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং মন্ডলী অনুপ্রাণিত হয়।

প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন আছে। একটি প্রতিষ্ঠান হল কেবল মানুষ এবং সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী সংগঠন। প্রতিষ্ঠান ছাড়া, কোনো মন্ডলীভবন, কোনো বিদেশী মিশন, বাইবেল বা অন্য কোনো সাহিত্যের প্রকাশনা, কোনো খ্রিষ্টীয় স্কুল বা শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, এবং পরিচর্যার জন্য কোনো আর্থিক সহায়তা থাকবে না। এমনকি স্থানীয় মন্ডলী এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটির অস্তিত্ব থাকবে না যদি না একদল মানুষ এতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

একটি প্রতিষ্ঠান সফল হলে, লোকসংখ্যা এবং বড় বাজেট সহ এটি বড় হতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখতে অনেক পরিশ্রম ও খরচ করতে হয়। কখনো কখনো যারা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তারা মনে করতে শুরু করেন যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য পূরণের চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখাই তাদের প্রধান কাজ বলে তারা মনে করেন।

যদিও প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োজনীয়, তাই তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে সর্বদা সুসমাচারের অগ্রাধিকার দ্বারা মূল্যায়ন এবং সংস্কার করা উচিত।

উদাহরণ ২

যেহেতু পরিচর্যার কাজ থেকে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা আছে, তাই অনেক লোকই পরিচর্যাকে ব্যবসার মত চালাতে শুরু করেছে। পরিচর্যার খরচ চালানোর জন্য কোনো মিনিস্ট্রি যদি জিনিসপত্র বিক্রি করে তা ভুল নয়, এবং কোনো মিনিস্ট্রির আর্থিক সহায়তা চাওয়াও ভুল নয়। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি সুসমাচারের অগ্রাধিকারের চেয়ে অর্থ দ্বারা বেশি অনুপ্রাণিত হয়, তাহলে তার অন্তর ভুল পথে চলছে এবং তার কাজ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না (১ পিতর ৫:১-২, ২ পিতর ২:৩)।

শিমোন এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি আত্মিক বরদান চেয়েছিলেন যাতে তার সামাজিক মর্যাদা বাড়ে এবং আর্থিক দিক থেকে লাভ হয়, কিন্তু প্রেরিত তাকে বলে যে তার হৃদয় ভুল দিকে চালিত হচ্ছে (প্রেরিত ৮:১৮-২৩)।

► একজন পাস্টার তার মন্ডলীকে বিক্রি করতে চাইলে সেখানে ভুলটা কী? একটি মন্ডলী কী – এই ব্যাপারে তার ধারণায় কী ভুল রয়েছে?

উদাহরণ ৩

অন্য ধর্মের পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস এবং অনুশীলনের সাথে খ্রিষ্টধর্মের সংমিশ্রণ হল সমন্বয়বাদ (Syncretism)। নতুন নিয়মের সময়কাল থেকে সমন্বয়বাদের একটি উদাহরণ হল শমরীয় ধর্ম (Samaritan religion)। যে বিদেশীরা মূর্তিপূজা করত তারা ইস্রায়েলের ভূখণ্ডে চলে গিয়েছিল এবং তাদের মূর্তিপূজার সাথে ইস্রায়েলের ধর্ম মিশ্রিত করেছিল; যিশু বলেছিলেন যে তারা জানত না তারা কীসের পূজা করে (যোহন ৪:২২)।

সমন্বয়বাদের আরেকটি উদাহরণ হল হাইতি দেশের ইতিহাস। যখন হাইতি ফরাসী দেশের উপনিবেশ ছিল, তখন সেখানে আফ্রিকার ক্রীতদাসদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হত। তারা তাদের পুরনো ধর্মগুলিকে রোমান ক্যাথলিকবাদের সাথে মিশ্রিত করেছিল। বহু হাইতিবাসী এখনও ভুডুর মতো কালোজাদু বা আত্মার উপাসনা করে, যদিও সেইসাথে খ্রিষ্টীয় চিহ্নসমূহ এবং খ্রিষ্টীয় সাধুদের নামও ব্যবহার করে।

কিছু কিছু সময় সমন্বয়বাদ ঘটে কারণ খ্রিষ্টধর্ম এমন একটি দেশ বা জাতির সাথে সংযুক্ত ছিল যা অন্য দেশকে শাসন করেছিল। লোকজন শাসক দেশকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য হত, ফলত তারা শাসকের ধর্মীয় আচার গ্রহণ করলেও নিজেদের মূল বিশ্বাস অব্যাহত রাখত।

► খ্রিষ্টধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কী কী মিশ্রণ আপনি দেখেছেন?

জাগতিক উদ্দেশ্য সমন্বয়বাদের কারণ হতে পারে। যদি মানুষ মনে করে যে সুসমাচার গ্রহণ করলে তারা আর্থিক সুবিধা, রাজনৈতিক প্রভাব, বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেতে পারে, তাহলে তারা সত্যিকারের রূপান্তর ব্যতীত খ্রিষ্টধর্মকে বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। তারপর, তারা নিজেদের পুরনো বিশ্বাস এবং কাজকর্ম অব্যাহত রাখে এবং নিজেদেরকে খ্রিষ্টীয় নামে আখ্যাত করে। মানুষকে ভুল উদ্দেশ্যের দিকে চালনা করতে পারে এমন কোনোকিছুর প্রচার ব্যতীত যদি মন্ডলী সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে পারে, তবে তা সর্বাপেক্ষা ভালো।

খ্রিষ্টধর্মকে অনেকক্ষেত্রেই একটা বিদেশী ধর্ম হিসেবে দেখা হয় কারণ বিদেশী মিশনারীরাই সুসমাচার নিয়ে এসেছে। সেজন্য খ্রিষ্টধর্মকে প্রতিটি সংস্কৃতিতে রোপণ করা এবং সেই সংস্কৃতিতে প্রচলিত একটি রূপ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে একটি বিদেশী ধর্ম হিসেবে অবিরত দেখা উচিত নয়। তবে, মিশনারী এবং সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন সংস্কৃতির বিবরণ খ্রিষ্টধর্মের সাথে খাপ খায় না। এই বিচক্ষণতা একটি প্রক্রিয়া যেখানে স্থানীয় বিশ্বাসীদের সহায়তা আবশ্যক এবং এটি দ্রুত শেষ করা যাবে না।

উদাহরণ ৪

কিছু কিছু সময় কোনো ধর্মকে একটি দেশের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো দেশে, বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম। আবার অন্য কিছু দেশে, বেশিরভাগ মানুষ রোমান ক্যাথলিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়। বহু সংখ্যক মানুষ তাদের ধর্মের নৈতিক ভিত্তি অনুসরণ করে না এবং কেবল আনুষ্ঠানিকভাবেই তাদের ধর্মীয় রীতি পালন করে; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেই ধর্মের অনুসারী বলে থাকে।

বহু মানুষ নিজেদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে কারণ তাদের সামাজিক বৃত্তে সমস্ত ভালো মানুষেরা খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবেই বিবেচিত। তারা আসলে অন্তর থেকে অনুতপ্ত নয়। তারা তাদের নিজস্ব নৈতিকতার মান অনুসরণ করে চলে।

সুসমাচার হল অনুতাপ করার এবং খ্রিষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান। যিশু বলেছেন যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ তাঁর শিষ্য হতে পারে না যতক্ষণ না সে আত্মকেন্দ্রিকতাকে বলি দিচ্ছে এবং একজন সত্যিকারের অনুসরণকারী হয়ে উঠছে (লুক ৯:২৩)।

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সংজ্ঞা কখনোই একটি পাপময় জগতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠাকে প্রকাশ করে না। একটি সমাজের সাধারণত নৈতিকতা সবসময়ই খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার চেয়ে নিচে অবস্থান করে, এবং একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী সর্বদাই জগতের বিপরীত।

► আপনার সমাজে অনুতাপহীন খ্রিষ্টবিশ্বাস কতটা প্রচলিত?

উদাহরণ ৫

আমরা কখনোই প্রত্যাশা করতে পারি না যে সকল বিশ্বাসীই সমস্ত ধর্মতত্ত্বে সম্মত হবে। বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যদিও তারা প্রত্যেকেই বাইবেলকে মতবাদের জন্য তাদের কর্তৃপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে।

কিছু কিছু সময় মন্ডলী সেইসব ধর্মতত্ত্বগুলির উপর জোর দেয় যেগুলি তাদেরকে অন্যান্য মন্ডলী থেকে পৃথক করে, কিন্তু সেই মতবাদগুলি খ্রিষ্টবিশ্বাসের ভিত্তিমূলক ধর্মতত্ত্বগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি মন্ডলীর কখনোই বলা উচিত নয় যে অন্যান্য মন্ডলী যথার্থ খ্রিষ্টীয় নয়, যদি সেই মন্ডলীগুলি অপরিহার্য সুসমাচার প্রচার করে থাকে।

একটি মন্ডলীর কখনোই অন্য মন্ডলীদের সাথে লড়াই করে নিজ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। এটির প্রথমে নিজেকে সুসমাচারের সাথে স্থাপন করা উচিত, তারপর একদল প্রতিশ্রুত সদস্যদের ফেলোশিপ গঠন করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

► কোন ভিত্তিতে একটি মন্ডলী অপর একটি মন্ডলীকে সত্যিকারের খ্রিষ্টীয় হিসেবে গ্রহণ করবে?

উদাহরণ ৬

এমনকি একটি সত্য ধর্মতত্ত্বকে এতটাই জোর দেওয়া যেতে পারে যে এটি অন্য সত্যের বিপরীত বলে মনে হতে পারে। অনুগ্রহের উপর জোর দিতে গিয়ে, একটি মন্ডলী ঈশ্বরের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে কমিয়ে দিতে পারে। রূপান্তরের মুহূর্তের উপর জোর দিতে গিয়ে, একটি মন্ডলী শিষ্যত্বের প্রক্রিয়াটি ভুলে যেতে পারে। একজন ব্যাকস্লাইডারের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার উপর জোর দেওয়ার সময়, মন্ডলী ধর্মভ্রষ্টতা হওয়ার (apostasy) বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করতে ব্যর্থ হতে পারে। আত্মিক বরদানকে সম্মান দিতে গিয়ে, মন্ডলী গভীর আত্মিকতা এবং খ্রিষ্টীয় চরিত্রকে অবহেলা করতে পারে।

সময়ের সাথে সাথে ধর্মতত্ত্বে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। যেকোনো শিক্ষা যা (১) পাপের বিষয়ে অসতর্কতা সৃষ্টি করে, (২) পরিত্রাণের আশ্বাসের সম্ভাবনা কেড়ে নেয়, (৩) যে ব্যক্তি সুসমাচারে সাড়া দিতে চায়, তার পথে অতিরিক্ত অসুবিধা সৃষ্টি করে, অথবা (৪) সুসমাচারকে গোপন করে– তা এমন একটি শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত যা তত্ত্বগতভাবে ভারসাম্যহীন।

ঐতিহাসিক পুনর্জাগরণসমূহ এবং সংস্কারসমূহ

মন্ডলীর ইতিহাসে এরকম বহুবারই দেখা গেছে যে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি সুসমাচারের প্রতি তাদের দায়িত্ব ভুলে গেছে। সুসমাচারের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিকতা, অযৌক্তিক আপোষ (syncretism), এবং ধর্মতত্ত্বের ভারসাম্যহীনতার মত ভুল দেখা গেছে। যেখানে লিডারদের আত্মিক উদাহরণস্বরূপ হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারা ভুল উদ্দেশ্য, ভুল চরিত্র, এবং জাগতিক জিনিসের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেছিল।

ঈশ্বর কিছু কিছু সময় মন্ডলীতে বড় কোনো রিভাইভ্যাল বা উদ্দীপনা পাঠিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদী এবং ফলপ্রসূ রিভাইভ্যালের তিনটি দিক আছে।

১। ঈশতাত্ত্বিক পুনর্জাগরণ বা সংস্কার (theological reformation) যখন একটি উপেক্ষিত আত্মিক সত্য পুনরুদ্ধার করা হয়।

২। আত্মিক পুনর্নবীকরণ (spiritual renewal) যখন অধিক প্রার্থনা, আন্তরিক উপাসনা, এবং একাধিক রূপান্তর হয়।

৩। নতুন পরিচর্যা পদ্ধতি (new ministry methods) পাওয়া যখন মন্ডলী সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বের নতুন পথ খুঁজে পায়।

প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশন (১৫০০ শতকে গোটা ইউরোপ জুড়ে) ছিল কেবলমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমেই অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণের সুসমাচারের একটি পুনরুদ্ধার। হাজার হাজার মানুষ রূপান্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সাধারণত মানুষের ভাষায় শাস্ত্রীয় বই অনুবাদ করার হয়েছিল এবং সকলের জন্য তা সহজলভ্য করা হয়েছিল।

অ্যানাব্যাপ্টিস্টরা (Anabaptists) (১৫০০-এর দশকে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে) চিন্তান্বিত ছিল কারণ এই রিফর্মেশনের অনেক অনুসারীরা মনে করেছিল যে সঠিক মতবাদে বিশ্বাস করাই পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। অনেক লোক সুসমাচারের সত্যতা স্বীকার করার দাবি করেছিল কিন্তু রূপান্তরিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। অ্যানাব্যাপ্টিস্টরা ব্যক্তিগত রূপান্তরের উপর জোর দিয়েছিল।

পায়েটিস্ট (Pietists) (জার্মানিতে ১৬০০ দশকের শেষের দিকে) ব্যক্তিরা শিষ্যত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। তারা খ্রিষ্টীয় পরিপক্কতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণের জন্য স্মল গ্রুপ মিনিস্ট্রি এবং সিস্টেম তৈরি করেছিল।

জন ওয়েসলি (John Wesley)-র পরিচর্যা দিয়েই মেথডিস্ট রিভাইভ্যাল (ইংল্যান্ডে ১৭০০ দশকের শেষের দিকে) শুরু হয়েছিল। চার্চ অফ ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ যাজকই অস্বীকার করেছিলেন যে পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা সম্ভব ছিল। ওয়েসলি প্রচার করেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারে যে খ্রিষ্টে তার একটি জীবন্ত বিশ্বাস আছে এবং পবিত্র আত্মায় তার পরিত্রাণের একটি নিশ্চয়তা আছে।

► আপনি আপনার সমাজে কোন মহান সত্যটির উপর জোর দিতে চান?

উপসংহার

বড় এবং ছোটো (স্থানীয় মন্ডলী সহ) বহু খ্রিষ্টীয় প্রতিষ্ঠান, সুসমাচারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, তাদের মধ্যে অনেকেই সেই অগ্রাধিকার থেকে দূরে সরে গেছে।

মন্ডলীর সেই সক্রিয়তা পুনরায় গড়ে তোলার জন্য, আমাদের কোনো অদ্ভুদ নতুন ধর্মতত্ত্বের বা নতুন কোনো উদ্ঘাটনের প্রয়োজন নেই। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল সুসমাচারের অগ্রাধিকারের ইভাঞ্জেলিকাল আদর্শগুলি পুনরুদ্ধার করা।

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

আপনি পরবর্তী ক্লাসটি ৫ নং পাঠের উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৫ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) ইভাঞ্জেলিকাল মন্ডলীর তিনটি বৈশিষ্ট্য কী কী?

(২) যে ছয়টি উপায়ে একটি মন্ডলী সুসমাচারের অগ্রাধিকার হারিয়ে ফেলে সেগুলি কী কী?

(৩) একটি ভারসাম্যহীন মতবাদের চারটি চিহ্ন কী কী?

(৪) দীর্ঘমেয়াদী রিভাইভালের তিনটি দিক কী কী?

(৫) নিম্নলিখিত প্রতিটির উপর একটি করে সত্য বিবৃতি লিখুন:

- প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশন (Protestant Reformation)
- অ্যানাব্যাপটিস্ট (Anabaptists)
- পায়েটিস্ট (Pietists)
- মেথোডিস্ট রিভাইভ্যাল (Methodist Revival)

পাঠ ৬
পবিত্র আত্মার কাজ

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

আগের পাঠে প্রদত্ত পরীক্ষাটি দিন। শিক্ষার্থীদের কোনো বইয়ের সাহায্য ছাড়া বা পারস্পরিক আলোচনা ছাড়াই স্মরণশক্তি থেকে পরীক্ষাটি দিতে হবে।

পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরতা

যখন আমরা পরিচর্যার প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এবং পদ্ধতি শেখার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করি, তখন সেখানে পরিচর্যার কাজের জন্য নিজেদের ক্ষমতার উপর ভরসা করার একটি বিপদ থাকে। কিন্তু, প্রেরিত পৌল যেমন বলেছেন, "এরকম নয় যে, নিজেদের যোগ্যতায় আমরা কিছু করতে পারি বলে দাবি করি। আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে" (২ করিন্থীয় ৩:৫)।

পৌল বলেছেন যে তিনি মানবিক জ্ঞানে বা মানবিক বোধগম্যতার উপর নির্ভর করে প্রচার করেননি; বরং তিনি পবিত্র আত্মার বাহ্যিক প্রকাশের উপর নির্ভর করতেন যাতে শ্রোতাদের বিশ্বাস মানুষের জ্ঞানের উপর নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি ভিত্তি করে গড়ে ওঠে (১ করিন্থীয় ২:৪-৫)। পৌল শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনোই আশা করেননি যে তার জ্ঞান বা দক্ষতা আত্মিক রেজাল্ট নিয়ে আসবে ।

থিষলনীকীয়দের প্রতি পত্রটি লেখার সময়, পৌল বলেছেন, "আমাদের সুসমাচার শুধু বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তোমাদের কাছে আসেনি, কিন্তু এসেছিল পরাক্রম, পবিত্র আত্মায় এবং গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে" (১ থিষলনীকীয় ১:৫)। ঈশ্বরের শক্তির কারণেই তারা সুসমাচার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

যিশু প্রেরিতদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পবিত্র আত্মা পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচার সম্বন্ধে জগৎকে অভিযুক্ত করবেন (যোহন ১৬:৮)। যিশু বলেছিলেন যে কেউই তাঁর কাছে আসতে পারে না, যদি না পিতা তাদেরকে আহ্বান করেন (যোহন ৬:৪৪)।

পবিত্র আত্মার কাজের কিছু দিক

- তিনি রূপান্তরিত না হওয়া পাপীদের দোষী করেন (যোহন ১৬:৮)।
- তিনি পাপে মৃত ব্যক্তিকে আত্মিক জীবন দেন (যোহন ৩:৫, ইফিষীয় ২:১)।
- তিনি বিশ্বাসীদের চিহ্নিত করেন (ইফিষীয় ১:১৩, ইফিষীয় ৪:৩০)।
- তিনি বিশ্বাসীদের নিয়োগ করেন (প্রেরিত ১৩:২, ৪)।
- তিনি নিযুক্ত বিশ্বাসীদের ক্ষমতাযুক্ত করেন (প্রেরিত ১:৮)।
- তিনি বিশ্বাসীদের শিক্ষা দেন (যোহন ১৪:২৬, যোহন ১৬:১৩; ১ যোহন ২:২৭)।
- তিনি বিশ্বাসীদের নেতৃত্ব দেন (গালাতীয় ৫:২৫)।
- তিনি বিশ্বাসীদেরকে দৈহিক আকাঙ্খা বিসর্জন দিতে সক্ষম করে তোলেন (রোমীয় ৮:১৩)।

► পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরতা কীভাবে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিচালনা করে? পবিত্র আত্মার উপর আমাদের নির্ভরতার কারণে আমরা ভিন্নভাবে কী করি?

প্রশিক্ষণের মূল্য

► সুসমাচার প্রচারের প্রশিক্ষণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কেমন ধারণা থাকা আবশ্যক?

ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্য আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে। সেই সত্য মানুষের বোঝার জন্য আমাদের সর্বোত্তম উপায়ে তা প্রচার করতে হবে।

আমাদের কখনোই এমন ভাবা উচিত নয় যে যেহেতু আমরা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজন নেই।

পৌল বলেছেন যে তিনি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন (২ করিন্থীয় ৫:১১)। তিনি তিমথিকে ঈশ্বরের সত্য সঠিকভাবে প্রচার করতে সক্ষম হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করতে বলেছিলেন (২ তিমথি ২:১৫)। বিশপ হওয়ার অন্যতম যোগ্যতা হল তাকে শিক্ষাদানের জন্য সক্ষম হতে হবে (২ তিমথি ২:২৪)।

একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে আপল্লো অত্যাধিক দক্ষ ছিলেন। তাকে বাগ্মী, শাস্ত্রজ্ঞানে পরিপূর্ণ, এবং আত্মায় শক্তিশালী এক ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (প্রেরিত ১৮:২৫-২৬)। আত্মিক বরদানের সাথে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁকে একটি মহান আশীর্বাদ করে তুলেছিল।

প্রেরিত পিতর আমাদেরকে বলেছেন সুসমাচারের প্রত্যাশার কারণ সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে, তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা যেন সবসময় প্রস্তুত থাকি (১ পিতর ৩:১৫)।

এই শাস্ত্রাংশগুলি আমাদেরকে জানায় যে ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন এবং স্বাভাবিক ক্ষমতায় ও প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করবেন যদি আমরা তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত থাকি। তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন যেন আমরা আমাদের শক্তি এবং দক্ষতাকে তাঁর কাজে সমর্পণ করি।

পবিত্র আত্মার পূর্ণতা

প্রেরিত ১:৪-৫ পদে যিশু শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, যেটিকে তিনি "ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা" বলে উল্লেখ করেছেন। এই বিশেষ ঘটনাটিতেই এরপর অন্তর্ভুক্ত হয় ক্ষমতার পূর্ণতা যা তাদেরকে বিশ্বব্যাপী সাক্ষী করে তুলেছিল (প্রেরিত ১:৮)।

যদিও শিষ্যরা রূপান্তরিত হয়েছিল, তবুও তাদের একটি অভ্যন্তরীণ চাহিদা রয়ে গিয়েছিল যা খ্রিষ্টের শারীরিকভাবে দৃশ্যমান নেতৃত্ব ছাড়া পরিচর্যার কাজে তাদের প্রস্তুত হয়ে ওঠার আগে পূরণ হওয়া প্রয়োজন ছিল। এমনকি এক মহান শিক্ষকের অধীনে তিন বছরের প্রশিক্ষণও তাদেরকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে পারেনি, কারণ এই অভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েই গিয়েছিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, পবিত্র আত্মার শক্তি এবং পরিচালনা দ্বারা একটি পরিচর্যা শুরু করার আগে, তাদের অন্তরে একটি নির্দিষ্ট চাহিদা থাকা প্রয়োজন ছিল যা পবিত্র আত্মার বিশেষ কাজ দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল।

তিন বছরের প্রশিক্ষণের সময় নিজে থেকেই বিভিন্ন উপলক্ষে সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল। তারা কখনো কখনো প্রতিশোধপরায়ণ আচরণ প্রকাশ করত, যেমন তাদেরকে স্বাগত না জানানো লোকদেরকে তারা আগুন নামিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিল (লূক ৯:৫৪-৫৫)। তারা কিছু সময় ভেদাভেদে গর্ববোধ করত, যেমন একবার তারা একজনকে পরিচর্যা করতে বারণ করেছিল কারণ সে তাদের অনুমোদিত ব্যক্তি ছিল না (মার্ক ৯:৩৮)। তারা স্বার্থপর এবং গর্বিত উচ্চাকাঙ্খী ছিল, যেমন দুজন উচ্চপদ চেয়েছিল এবং অন্যেরা বিরক্ত হয়েছিল (মার্ক ১০:৩৫-৪১)।

তাদের মধ্যে কে মহান এই নিয়ে তারা তর্ক করেছিল (মার্ক ৯:৩৩-৩৪)। তারা এই বিষয়টিতে লজ্জিত হয়েছিল যখন যিশু বলেছিলেন যে তারা কী বিষয়ে কথা বলছে তা দেখায় যে তারা সচেতন ছিল যে তাদের উদ্দেশ্য আরো ভালো হতে পারত।

তাদের একসাথে শেষভোজের দিন, যিশু শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাদের দাসের মনোভাব রেখে চলার কথা বলেছিলেন ঠিক যেরকম তিনি করেছেন (যোহন ১৩:১৪)। তাদের তখনও পর্যন্ত এইরকম নম্রতা ছিল না; তারা সেই সন্ধ্যাতেই একে অপরকে সেবা করতে অস্বীকার করেছিল। আসল সমস্যা জ্ঞানের অভাব নয়, বরং সেটি ছিল অহংকার।

> "প্রভু তাদের হাতে যে মহৎ উদ্যোগ প্রদান করেছিলেন তা মানুষের ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাই তিনি তাদের জন্য পবিত্র আত্মার অসীম সম্পদ সরবরাহ করেছিলেন। তিনি পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচারের জগতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন; এবং তাই, তিনি অত্যাশ্চর্য শক্তি এবং আশ্চর্যজনক ফলাফলের সাথে তাদের পরিচর্যায় তাদের সাথে ছিলেন।"
> - এ.বি. সিম্পসন
> (A.B. Simpson, *Missionary Messages*)

যিশু তাদের বলেছিলেন যে তাদের মধ্যে সেই প্রেম থাকা উচিত যা তাদেরকে পরস্পরের জন্য জীবন দিতেও দৃঢ় করে তুলবে (যোহন ১৫:১২-১৩)। তারা ভেবেছিল তাদের সেই প্রেম আছে, কিন্তু ছিল না; তারা যিশুর গ্রেপ্তার সময় পালিয়ে গিয়েছিল, যদিও তারা দাবী করেছিল যে তারা তাঁর সাথেই মৃত্যুবরণ করবে (মার্ক ১৪:৩১, ৫০)।

তারাই সেই ব্যক্তি ছিলেন যাদের কাঁধে খ্রিষ্টের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই মন্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং তা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব ছিল। যিশু জানতেন যে যতক্ষণ না তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ হচ্ছে, ততক্ষণ তারা পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত নয়, তাই তিনি তাদেরকে পিতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা পর্যন্ত যিরূশালেমে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন (প্রেরিত ১:৪-৫)। এই প্রতিজ্ঞাটি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হিসেবে চিহ্নিত। এটি এতটাই প্রয়োজনীয় ছিল যে এটি ছাড়া তাদের পক্ষে মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করা বা সেটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

তিনি তাদের বলেননি যে তাদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, বা বৃদ্ধির দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাদেরকে যিরূশালেমে একটি আত্মিক সংকট/ক্লাইম্যাক্স ঘটার অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যদের অভিজ্ঞতাকে পবিত্র আত্মার পূর্ণতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় (প্রেরিত ২:৪)। সেই ঘটনায় অনেককিছু ঘটলেও, পিতর পরে উল্লেখ করেছিলেন যে আত্মার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল যে তিনি তাদের হৃদয়কে শুচি করেছিলেন (প্রেরিত ১৫:৮-৯)। এটা শিষ্যদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাদের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের সমস্ত প্রমাণ হৃদয়ের একটি সমস্যাকে নির্দেশ করে, যা হল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি (inherited depravity), যার থেকে তাদের শুদ্ধ হওয়া দরকার ছিল। যখন পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম (বা পূর্ণতা) দ্বারা এই শুচিকরণ ঘটেছিল, তখন থেকে তারা আর নিজেদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা বা পদোন্নতিকে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করেনি।

পঞ্চাশত্তমীর দিনের ঘটনাটি মন্ডলীকে সুসমাচার প্রচারের একটি শক্তিশালী যুগে প্রবেশ করিয়েছিল। ধর্মতত্ত্বের মতানৈক্য, ইহুদিদের অত্যাচারী আচরণ, অভ্যন্তরীণ অভিযোগ, ভন্ড, পৈশাচিক প্রতিরোধ, নিপীড়ন এবং কষ্ট সত্ত্বেও মন্ডলী আনন্দের সাথে এবং বিজয়ীভাবে অগ্রসর হয়েছিল।

তারা এক শক্তিশালী সাক্ষীদের একটি ঐক্যবদ্ধ, অভিষিক্ত দল হয়ে ওঠে: ঈশ্বরের আহ্বান অনুসরণ, ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভরতা এবং ঈশ্বরের মহিমার জন্য কাজ করার মাধ্যমে।

শিষ্যদের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, একজন বিশ্বাসীরও সেই একই প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। পবিত্র আত্মার পূর্ণতা দ্বারা এটি পূরণ করা যেতে পারে।

এর মানে এই নয়:

১। যে একজন বিশ্বাসী ততক্ষণ পবিত্র আত্মা লাভ করে না যতক্ষণ না সে এই বিশেষ পূর্ণতা গ্রহণ করছে।

২। যে যতক্ষণ না এই পূর্ণতা ঘটছে ততক্ষণ বিশ্বাসীর মধ্যে পবিত্র আত্মার কোনো কাজ হচ্ছে না।

৩। যে হৃদয়ের শুচিকরণ ছাড়া পবিত্র আত্মার আর কোনোরকম পূর্ণতা নেই।

৪। যে এই পূর্ণতা পাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি প্রৈরিতিক (apostolic) পরিচর্যা শুরু করবে।

আমাদের কখনোই ধারণা করা উচিত নয় যে আমাদের অভিজ্ঞতা শিষ্যদের অভিজ্ঞতার মতো একদম একইরকম হবে। তবে, হৃদয়ের শুচিকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিচর্যার কাজের জন্য শক্তির অপরিহার্যতা আমাদের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিষ্যদের উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাই:

১। যে যদি একজন ব্যক্তির এই চাহিদা থাকে, তাহলে সে পরিচর্যা বা পবিত্র জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত নয়।

২। যে ঈশ্বর কোনো ব্যক্তিকে এইরকম পরিস্থিতিতে ছেড়ে দিতে চান না।

৩। যে প্রশিক্ষণ বা দীর্ঘমেয়াদী আত্মিক বৃদ্ধি সমাধান নয়।

৪। যে এই চাহিদাটি কোনো মুহূর্তে মেটানো সম্ভব, কেবল যথাযথ প্রার্থনার পরে।

কীভাবে একজন বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার এই কাজ গ্রহণ করতে পারে?

পিতর বলেছিলেন যে এটি বিশ্বাস দ্বারা গৃহিত হয়েছিল (প্রেরিত ১৫:৮-৯)। যিশু শিষ্যদেরকে একটি প্রতিজ্ঞা প্রদান এবং প্রত্যাশা তৈরির মাধ্যমে বিশ্বাস রাখতে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

অতএব, যদি একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয়তার দিকে দেখে এবং একইসাথে সেটি পূরণের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে তাকায়, তাহলে সে বিশ্বাসের মাধ্যমে এই অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রার্থনায় নিজেকে পরীক্ষা করবে এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবে। এই পেপারটি ক্লাস লিডারকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

- আমি কি পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভর করি, নাকি আমার কেবল সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা আছে?
- আমার কি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রকাশ করে যে শিষ্যদের পবিত্র আত্মার পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল?
- এমন কি কোনো কাজ, অভ্যাস, আচরণ, বা উদ্দেশ্য আছে যা আমি ঈশ্বরকে সমর্পণ করিনি?
- আমি কি চাই যে পবিত্র আত্মা আমাকে সম্পূর্ণরূপে শুচি করুন, যাতে আমি ঈশ্বরের মহিমার জন্য ব্যবহৃত হতে পারি?

পাঠ ৭
প্রার্থনা এবং উপবাস

ভূমিকা

> বর্তমানে মন্ডলীর যা প্রয়োজন তা আরো বেশি যন্ত্রপাতি বা আরো ভালো হওয়া নয়, নতুন প্রতিষ্ঠান বা আরো ভালো এবং মহান পদ্ধতি নয়, বরং সেইসব মানুষদের প্রয়োজন যাদের পবিত্র আত্মা ব্যবহার করতে পারেন – প্রার্থনাশীল মানুষ, প্রার্থনার শক্তিশালী মানুষ। পবিত্র আত্মা পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করেন না, কিন্তু মানুষের মধ্যে দিয়ে করেন। তিনি কোনো যন্ত্রপাতির উপর আসেন না, কিন্তু মানুষের উপর নেমে আসেন। তিনি কোনো পরিকল্পনার অভিষেক করেন না, কিন্তু মানুষকে – প্রার্থনাশীল ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করেন।[2]

► উপরের বিবৃতিটিতে ই. এম. বাউন্ডস (E. M. Bounds) কোনটি ভুলটি সংশোধন করার চেষ্টা করছিলেন?

প্রার্থনার কাজটি ঈশ্বরের উপর নির্ভরতার একটি বিবৃতি তৈরি করে। একজন ব্যক্তি যে প্রার্থনার সময় বের করতে খুব ব্যস্ত সে মনে করে যে তার কাজ তার প্রার্থনার উত্তর হিসেবে ঈশ্বরের কাজের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু আমরা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করি, তাই আমাদের জন্য প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ। পৌল লোকদেরকে সুসমাচারের বিস্তারের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন (২ থিষলনীকীয় ৩:১, কলসীয় ৪:৩, ইফিষীয় ৬:১৯)।

প্রার্থনা কেন গুরুত্বপূর্ণ

► আমরা জানি যে বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন কারণের জন্য এটি সেই ব্যক্তির জন্য বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সুসমাচার প্রচারক (evangelist) হতে চায়?

সুসমাচার প্রচারকদের জন্য প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

১। **সুসমাচার প্রচারকের আত্মিকভাবে সজাগ থাকা আবশ্যক।** প্রার্থনা হল আত্মার নিঃশ্বাস। সুসমাচার প্রচারক অন্যদেরকে ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যার অভিজ্ঞতা সে ইতিমধ্যেই লাভ করেছে।

২। **সুসমাচার প্রচারক কোনোভাবেই প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাথে সময় না কাটিয়ে পরিচর্যার জন্য সঠিক প্রেম ধরে রাখতে পারে না।** প্রার্থনা ব্যতীত, সুসমাচার প্রচার করতে চাওয়া যেকোনো ব্যক্তিরই উদ্দেশ্য ভুল হবে (সম্ভবত ব্যক্তিগত সাফল্য খোঁজা বা তর্ক উপভোগ করা)।

৩। **অবিশ্বাসীকে পরিবর্তন করার জন্য এবং তাকে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রদানের জন্য সুসমাচার প্রচারককে অবশ্যই পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল হতে হবে।** সুসমাচার প্রচার কেবল মানুষের একার প্রচেষ্টা নয়। সুসমাচার প্রচারক

[2] E. M. Bounds, *Power through Prayer*, https://ccel.org/ccel/bounds/power/power.I_1.html থেকে ১৩ই জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে উপলব্ধ।

পবিত্র আত্মার শক্তির ওপর নির্ভর করে। মানুষের যুক্তি একা একজন পাপীকে তার পাপ স্বীকার করাতে এবং তার মধ্যে ঈশ্বরকে খোঁজার মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে পারে না (যোহন ১৬:৮, যোহন ৬:২৪)।

৪। **সুসমাচার প্রচারক শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের অভিষেকের ওপর নির্ভর করে (রোমীয় ১:১৬, যিশাইয় ৫৫:১১)**।

৫। **সুসমাচার প্রচারকের তার পরিচর্যাতে ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রয়োজন (প্রেরিত ১১:১২)।**

প্রার্থনার অনুশীলন

একটি ব্যক্তিগত প্রার্থনাশীল জীবন

প্রত্যেক বিশ্বাসীর দৈনন্দিন প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থাকা উচিত, এবং সেই ব্যক্তির জন্য এর গুরুত্ব আরো বেশি যে সক্রিয়ভাবে সুসমাচার প্রচারের কাজ করতে চায়।

তার প্রত্যেক দিনের একটি বিশেষ সময় থাকা উচিত যখন সে ঈশ্বরের সাথে একান্তে সময় কাটায়। যদি সম্ভব হয়, তার একটি ব্যক্তিগত জায়গায় থাকতে পারে। তাকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হতে পারে যাতে সে দিনের ব্যস্ততা শুরু হওয়ার আগে কোনোরকম বিক্ষেপ ছাড়াই প্রার্থনা করতে পারে। যদি সে তার বিশেষ প্রার্থনার সময়টি ভোরে বের করতে না পারে, তাহলে দিন শুরু হওয়ার আগে ঈশ্বরের সাথে কথা বলার জন্য সে কিছুটা সময় বের করে নিতে পারে।

তার প্রতিদিন কিছু শাস্ত্রাংশ পড়া এবং তা নিয়ে ধ্যান করা উচিত, এবং প্রার্থনা করা উচিত যাতে ঈশ্বর তার জীবনে এটির সত্যতা পূরণ করেন।

একটি প্রার্থনার তালিকা

আমাদের যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত তার একটি তালিকা তৈরি করা উত্তম বিষয়। অন্যথায়, আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্মরণ করার বিষয়গুলি সম্ভবত ভুলে যেতে পারি। আমাদের সুসমাচারের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত, বিশেষত সেইসব দেশে যেখানে খ্রিষ্টের অনুগামীদের বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। আমাদের নিজেদের দেশে সুসমাচারের সাফল্য নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে আমাদের নিজেদের স্থানীয় মন্ডলী আমাদের সমাজে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে পারে। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে ঈশ্বর আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে সুসমাচার প্রচার করতে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেন।

> "যাদের কাঁধে পুরো বিশ্বকে খ্রিষ্টের পথে চালিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তারা যিশুর কাছে একটি মহত্তম অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন। তারা বলেননি, 'প্রভু, আমাদের প্রচার করতে শেখান', 'প্রভু, আমাদের আশ্চর্যকাজ করতে শেখান,' বা 'প্রভু আমাদের জ্ঞানী হতে শেখান' … বরং তারা বলেছিলেন, 'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।'"
>
> - বিলি গ্রাহাম (Billy Graham)

একটি তালিকা একজন ব্যক্তিকে সেই সময়ে প্রার্থনা করতে সাহায্য করে যখন তার মনোঃসংযোগের অভাব ঘটে।

আপনার প্রতিবার প্রার্থনার সময়ে একটি প্রার্থনার তালিকা ব্যবহার করা জরুরি নয়। কিছু সময় আপনি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে প্রার্থনার প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন, এবং তখন আপনি তাদের তালিকা ছাড়াই স্মরণ করতে পারেন।

► অন্যান্য কোন বিষয়গুলি একটি প্রার্থনার তালিকায় থাকা উচিত?

প্রার্থনা করার জন্য নামের একটি তালিকা

আপনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এমন ১০ জন ব্যক্তির নামের একটি তালিকা করুন যাদের পরিত্রাণ দরকার। এই লোকেরা এমন ব্যক্তি হওয়া উচিত যাদের সাথে আপনার প্রায়শই দেখা হয়। প্রতিদিন তাদের জন্য প্রার্থনা করার প্রতিজ্ঞা করুন। যদি ঈশ্বর সুযোগ করে দেন তাহলে তাদের সাথে কথা বলুন; যদি তাদের সাথে কথা বলার কোনো সুযোগ না থাকে, তাহলে ক্রমাগত প্রার্থনা চালিয়ে যান। বহু লোক যারা এমনটি করেছেন তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাদের প্রার্থনার তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ একবছরের মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েছে।

প্রার্থনা সঙ্গী (Prayer Partners)

একজন বিশ্বাসীর নিয়মিত প্রার্থনা করার একজন সঙ্গী বা বন্ধু থাকা খুবই ভালো বিষয়। তারা একসাথে প্রয়োজন এবং বিজয় শেয়ার করে নিতে পারে। তারা প্রত্যেক সপ্তাহে, বা তার চেয়ে বেশিবার, দেখা করতে পারে।

একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী এইভাবে একসাথে প্রার্থনা করতে পারে, কিন্তু ভালো হয় যদি স্বামীরও প্রার্থনার জন্য একজন পুরুষ সঙ্গী এবং, স্ত্রীয়েরও প্রার্থনার জন্য একজন নারী সঙ্গী থাকে।

► প্রার্থনা সঙ্গী নিয়ে ক্লাসের সদস্যদের ইতিমধ্যেই কী কী অভিজ্ঞতা আছে?

প্রার্থনা পদযাত্রা (Prayer Walk)

একটি মিনিস্ট্রি প্রেয়ার ওয়াক করতে পারে কারণ তারা মনে করে যে সেটি তার এলাকার এবং পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকদের জন্য তারা দায়বদ্ধ। একদল ব্যক্তি ওই এলাকার প্রয়োজনে সেখানে প্রার্থনা করতে বেরোন। প্রার্থনাটি সম্ভবত নীরব হয়। তারা তাদের সাথে দেখা হওয়া লোকদের সাথে কথা বলতে পারেন, কিন্তু এই পথচলার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রার্থনা। একটি প্রেয়ার ওয়াক একটি এলাকায় পরিচর্যা শুরুর প্রথমদিকে বা পরেও হতে পারে।

প্রার্থনা কেন্দ্র (Prayer Station)

কিছু মন্ডলী জনবহুল এলাকায় একটি অস্থায়ী প্রার্থনা কেন্দ্র স্থাপন করেছে যার সামনে দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করে। তারা একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে রাখে যেটাতে লেখা থাকে "প্রার্থনা কেন্দ্র", এবং সামনে দিয়ে যাতায়াত করা লোকদের জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তাব দেয়। তারা বলে, "আপনার জীবনে এমন কোনো বিষয় যেটায় আপনি চান আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করি?" তারা প্রয়োজনীয়তার জন্য উদ্বেগ দেখায় এবং কোনোরকম তর্ক শুরু করে না। প্রায়শই তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের সুযোগ থাকে।

► আপনার এলাকায় প্রার্থনা কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ভালো জায়গা কোনটি হতে পারে?

বাইবেলভিত্তিক প্রার্থনা

যিশু এবং প্রেরিতদের করা প্রার্থনাগুলি আমাদেরকে সেইসব বিষয়গুলি দেখায় যেগুলির জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, কারণ আমরা জানি যে তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রার্থনা করতেন। এখানে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হল।

প্রভুর প্রার্থনা: মথি ৬:৯-১৩ তে, যিশু তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনার একটি নমুনা দিয়েছিলেন। আমাদের এই কথাগুলি মনে রেখে প্রার্থনা করা উচিত, কিন্তু সেইসাথে আমাদের এই অগ্রাধিকারগুলি মাথায় রেখে সাধারণভাবেও প্রার্থনা করা উচিত।

ইফিষীয়দের জন্য পৌলের প্রার্থনা: ইফিষীয় ৩:১৪-১৯-এ, পৌল বিশ্বাসীদের আত্মিক স্থিতির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আমাদেরও নিজেদের এবং অন্যদের জন্য একই প্রার্থনা করা উচিত।

শষ্যছেদনের প্রার্থনা: মথি ৯:৩৬-৩৮-এ, যিশু চেয়েছিলেন যেন তাঁর শিষ্যরা হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের জন্য তাঁর মতোই সহানুভূতিশীল হয় এবং প্রার্থনা করে যেন ঈশ্বর আত্মিক শষ্যছেদনের জন্য লোক প্রেরণ করেন।

উপবাসের অনুশীলন

উপবাস হল দৈহিক এবং অস্থায়ী বিষয় থেকে সরে গিয়ে আত্মিক এবং অনন্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি স্থির করা। এটি প্রকাশ করে যে আত্মিক এবং অনন্ত বিষয়গুলি আমাদের কাছে দৈহিক এবং অস্থায়ী জিনিসের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি হল আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তোলার একটি উপায়।

► কিছু করার জন্য নিজেকে ক্ষুধার্থ রেখে ঈশ্বরকে স্বকার্যে লাগানো এবং উপবাস করার মধ্যে পার্থক্য কী?

উপবাসের শাস্ত্রীয় উদাহরণ

এইগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ এমন কিছু সময়ের উদাহরণ যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে এতটাই মরিয়া ছিলেন যে তিনি উপবাস করেছিলেন। শাস্ত্রের বহু রেফারেন্স থেকে এই উদাহরণগুলিই বেছে নেওয়া হয়েছে শুধু এইটা দেখানোর জন্য যে বাইবেল সাধারণত উপবাসের পক্ষেই কথা বলে। শাস্ত্রে, ঈশ্বর কেন হস্তক্ষেপ করেছিলেন তা ব্যখ্যা করার একটি অংশ হিসেবে এটির কথা বহুবারই উল্লেখ করা আছে।

► একজন শিক্ষার্থী উপবাস নিয়ে নিচে লেখা যেকোনো একটি শাস্ত্রাংশ পড়বে এবং তারপর পুরো ক্লাস প্যাসেজে বর্ণিত অবস্থাটি নিয়ে আলোচনা করবে।

শাস্ত্র	উপবাস এবং প্রার্থনার ফলাফল
২ বংশাবলী ২০	সারা দেশ জুড়ে পালিত উপবাস যুদ্ধে বিজয় এনেছিল।
ইষ্রা ৮:২১	বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরের সুরক্ষার জন্য ইষ্রা উপবাস এবং প্রার্থনা করেছিলেন।
ইষ্টের ৪:১৬	পরিকল্পিত গণহত্যায় ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের জন্য ইহুদীরা উপবাস করেছিল।
যোনা ৩:৫-৯	ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য নীনবী উপবাস করেছিল।
বিচারকর্তৃগণ ২০:২৬	যুদ্ধে ঈশ্বরের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য ইস্রায়েল জাতি উপবাস করেছিল।
১ শমূয়েল ৭:৬	ক্ষমা এবং মুক্তির জন্য ইস্রায়েল জাতি উপবাস করেছিল।
নহিমিয় ১:৪	ঈশ্বর যাতে নতুন করে শহর গড়ে তোলেন সেইজন্য নহিমিয় উপবাস করেছিলেন।
দানিয়েল ৯:৩	ইস্রায়েল জাতিকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য দানিয়েল উপবাস করেছিল।
যোয়েল ২:১২	অনুতাপ করতে এবং বিচার এড়াতে উপবাসের আহ্বান করা হয়েছিল।
মথি ৪:২	যিশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার প্রস্তুতিতে ৪০ দিন উপবাস করেছিলেন।
লূক ২:৩৭	হান্না একজন মহিলা ভাববাদী ছিলেন যিনি উপবাস এবং প্রার্থনায় তাঁর সময় কাটাতেন।
প্রেরিত ১০:৩০	কর্ণীলিয় উপবাসে থাকাকালীন ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছিলেন।
প্রেরিত ১৩:২-৩	উপবাস করার সময়, ঈশ্বর মন্ডলীকে মিশনারীদের প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন।
প্রেরিত ২৭:২১	একটি সমস্যার সময়ে পৌল উপবাস ও প্রার্থনা করেছিলেন।

যিশুর নির্দেশাবলী

যিশু বলেছিলেন যে শিষ্যরা উপবাস করবে যখন তিনি আর শারীরিকভাবে তাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন না (মথি ৯:১৫, লূক ৫:৩৩-৩৫)। তিনি তাদেরকে যথাযথভাবে উপবাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে উপবাস কোনোভাবেই লোক-দেখানোর বিষয় নয়।

> তোমরা যখন উপোস করো, তখন ভণ্ডদের মতো নিজেদের গুরুগম্ভীর দেখিয়ো না, কারণ তারা নিজেদের মুখমণ্ডল মলিন করে লোকদের দেখায় যে তারা উপোস করছে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন উপোস করো, তোমার মাথায় তেল দিয়ো ও মুখ ধুয়ো, ফলে তুমি যে উপোস করছ, তা যেন লোকদের কাছে স্পষ্ট না হয়, কেবলমাত্র তোমার পিতার কাছেই স্পষ্ট হয় যিনি অদৃশ্য। এতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন (মথি ৬:১৬-১৮)।

উপবাসের ঐতিহাসিক উদাহরণ

প্রথম শতকের মন্ডলীতে কিছু বিশ্বাসী বার্ষিক উপবাসের দিন নির্ধারণের পাশাপাশি প্রতি বুধবার ও শুক্রবার একটি করে মিল উপবাস করত। মার্টিন লুথার, জন ক্যালভিন, জন নক্স, জোনাথন এডওয়ার্ডস, চার্লস ফিনি, এবং ডি. এল. মুডি – সকলেই প্রচুর উপবাস করতেন। জন ওয়েসলি এবং প্রথম পর্যায়ের মেথডিস্টরা উপবাসের জন্যই পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী উল্লেখযোগ্য ফলদায়ী প্রতিটি রিভাইভ্যালই প্রার্থনা এবং উপবাস দিয়ে শুরু হয়েছে।

► আপনার পরিচিত মানুষ যারা উপবাস করেন, তাদের উপবাস থেকে কী কী ভালো ফল পেতে দেখেছেন?

আধুনিক মন্ডলীর দুর্বলতা

যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তারা তাদের অবিশ্বাসের কারণের ভূতগ্রস্থ লোকটিকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর তিনি বলেছিলেন, "প্রার্থনা ছাড়া এই ধরনের আত্মা বের হতে চায় না" (মার্ক ৯:২৯)। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে প্রার্থনা এবং উপবাস হল বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে; এবং তাই, অবিশ্বাসের প্রতিকার। তিনি কখনোই বলেননি যে শিষ্যদের কেবল তখনই প্রার্থনা শুরু করা উচিত যখন সমস্যা আসবে; বরং তিনি বলেছেন যে নিয়মিত প্রার্থনা এবং উপবাস তাদের জীবনের অংশ হওয়া উচিত, যাতে সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বিশ্বাস থাকে।

যিশুর কথা এবং উপবাসের বহু শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে যুক্তি দিয়ে, আমরা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত একটি পিরামিডের ছবির সাহায্যে আমাদের কাছে উপলব্ধ আশীর্বাদগুলি চিত্রিত করতে পারি। আশীর্বাদের নিম্ন স্তরটি বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে যেখানে আমরা কেবল প্রার্থনার মাধ্যমে পৌঁছাই। আশীর্বাদের উচ্চতর স্তরটি কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই অর্জন করা যায় যেখানে একত্রে প্রার্থনা এবং উপবাসের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়।

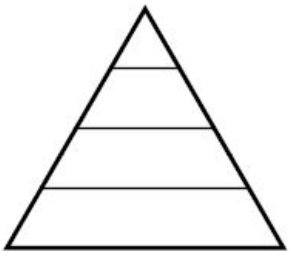

কীভাবে যথাযথভাবে উপবাস করবেন

- উপবাসকে প্রার্থনার সাথে সংযুক্ত করুন যাতে উপবাস কেবল এটি বাহ্যিক কাজ হয়েই থেকে না যায়, বরং আত্মিকতার একটি উজ্জীবন এবং আপনার বিশ্বাসের একটি বিস্তার হয়ে ওঠে।
- ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে উপবাস করুন এবং অহংবোধের জন্য নয়।
- প্রার্থনা এবং উপবাস করার সময়, আপনার অনুরোধের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার চেষ্টা করুন।
- উপবাসকে আনুগত্যের বিকল্প করবেন না।
- আপনার দেহের কোনোরকম ক্ষতি করবেন না।

► প্রার্থনা এবং উপবাস একসাথে করার একটি কার্যক্রম আলোচনা করুন।

নিরাপদে উপবাস করুন

উপবাস অস্বাস্থ্যকর নয় যদি এটি সঠিকভাবে করা হয়। আসলে, এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের বেশ কিছু উপকার রয়েছে যা নিয়মিত উপবাসের মাধ্যমে আসে।

- উপবাস চলাকালীন জলপান করুন। জল পান না করে উপবাস করবেন না।
- একদিন উপবাস করা দিয়ে শুরু করুন। ধীরে ধীরে দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। এক বা তার বেশি দিনের উপবাসের মাঝের সপ্তাহে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করুন।

যারা উপবাসে অভ্যস্থ নন তাদের ক্ষেত্রে বমিভাব বা মাথাব্যথা করা খুব সাধারণত ব্যাপার। যদি সুস্বাস্থ্যের কোনো ব্যক্তি নিয়মিত উপবাস করেন, তাহলে তিনি সাধারণত প্রথম কয়েকবার উপবাসের পর ওই লক্ষণগুলির সম্মুখীন হন না। মুখে বাজে স্বাদ এবং শ্বাসে দুর্গন্ধ আসতে পারে কারণ দেহ নিজেকে বিষাক্ত বর্জ্য থেকে মুক্ত করতে থাকে।

একটি দীর্ঘ উপবাসে, বহু অস্বস্তিকর লক্ষণ কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

- ফলের রস দিয়ে দীর্ঘকালীন উপবাস ভাঙুন, তারপর হালকা খাবার খান।

৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) আপনার নিজের প্রার্থনার অনুশীলন গড়ে তোলার জন্য আপনি কী কী করবেন তা বিবেচনা করুন। নিয়মিত প্রার্থনার জন্য দিনের একটি সময় এবং সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করুন। নিয়মিত উপবাসের সময় নির্ধারণ করার কথা বিবেচনা করুন।

(২) উপবাস নিয়ে লেখা দুটি প্যাসেজ পড়ুন। উপবাসের পরিস্থিতি এবং ফলাফল ব্যাখ্যা করে, প্রতিটির উপর একটি ভালো প্যারাগ্রাফ লিখুন।

পাঠ ৮
যিশুর পদ্ধতি

ভূমিকা

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ১৯:১৬-২২ পাঠ করবে। এই লোকটিকে দেওয়া যিশুর উত্তরের কোন বিষয়টি আপনাকে চমৎকৃত করে? আপনি যদি শোনেন একজন বন্ধু সেই উত্তরটি এমন এক ব্যক্তিকে দিয়েছে যে জানতে চেয়েছিল কীভাবে অনন্ত জীবন পেতে হয়, তাহলে আপনি আপনার বন্ধুকে কী ব্যাখ্যা করতে চাইতেন?

একটি ভুল বোঝা উপহার

মনে করুন যে আপনি সুস্বাস্থ্যে আছেন, কিন্তু একজন বন্ধু আপনার কাছে এলেন এবং বললেন যে তিনি একটা মারাত্মক প্রাণঘাতক রোগের আরোগ্যতা ক্রয় করেছেন।[3] এটা কেনার জন্য তিনি তার বাড়ি এবং তার কাছে আরো যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছেন। তিনি আপনার জন্য সুস্থতা ক্রয় করেছেন।

► আপনার বন্ধু আপনাকে এই উপহারটি দেওয়ার সময় আপনি তাকে কী বলবেন?

তার উদারতার জন্য আপনি তাকে ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আপনি উপহারটি বুঝতে পারবেন না। আপনার যা প্রয়োজন নেই এমন কিছু কেনার জন্য তিনি কেন এত কিছু দেবেন?

এবার একটি আলাদা ঘটনা কল্পনা করুন। আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে আপনি একটি দুরারোগ্য রোগ হয়েছে। এর চিকিৎসা বেশ খরচসাপেক্ষ, এবং আপনার কাছে কোনো উপায়ই নেই। আপনি বাড়ি চলে এলেন এবং মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করতে বসলেন, অনুভব করলেন যে আপনার পরিবার আপনাকে হারাতে চলেছে এবং আপনি আপনার জীবন নিয়ে যা যা আশা-স্বপ্ন-শখ রেখেছেন তা আর পূরণ করতে পারবেন না।

এমন সময় একজন বন্ধু একজন আপনার কাছে আসেন এবং আপনাকে বলেন যে আপনার সুস্থতা ক্রয় করার জন্য তিনি তার কাছে যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছেন। আপনি এটার প্রশংসা করলেন কারণ আপনি আপনার চাহিদাটা প্রথমে বুঝতে পেরেছেন। তার উপহার হল আপনার জন্য জীবন।

এবার জগতের লোকদের প্রতিক্রিয়াটি ভেবে দেখুন যখন তারা সুসমাচার শোনে। সুসমাচার বা *গসপেল* শব্দটির অর্থ হল "শুভ সংবাদ," কিন্তু বহু লোক বুঝতেই পারে না যে কেন এটি একটি ভালো খবর।

মনে করুন এক ব্যক্তির নাম জয়ন্ত। তার বন্ধু তাকে বলেছে, "যিশু আত্মবলিদানস্বরূপ ক্রুশে জীবন দিয়েছেন যাতে তোমার পাপ ক্ষমা হয়।"

---

[3] এই পাঠের বেশিরভাগ উপাদানই Ray Comfort-এর সারমন "Hell's Best-Kept Secret" এবং একই শিরোনামের বইটিতে নেওয়া হয়েছে। আরো উপাদান পাওয়া যাবে: http://www.livingwaters.com.

জয়ন্ত মনে করে, "আমি মোটেই খারাপ লোক নই। আমার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কাছে আমি যথেষ্টই ভালো। আমার পাপের জন্য এত বড় একটা বলিদান কেন প্রয়োজন? ক্ষমা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?" জয়ন্ত রেগে যেতে পারে এটা ভেবে যে তার বন্ধু তাকে এত খারাপ একজন পাপী ভাবছে যে তার ক্ষমার জন্য যিশুর মৃত্যু প্রয়োজনীয়।

বাইবেল আমাদের বলে যে মানুষ ক্রুশের কথায় ক্ষুব্ধ হয়। মানুষ নিজেকে ন্যায্য প্রমাণ করার উপায় খুঁজতে চায়। তারা মনেই করে না যে তাদের যিশুর বলিদান প্রয়োজন, তাই তাদের কাছে ক্রুশ কেবলই একটা বোকামির পরিচয় (১ করিন্থীয় ১:১৮)।

রোগের নিরাময়ের উদাহরণটির মতো, লোকেরা ক্রুশের সমাদর করে না কারণ তারা বুঝতেই পারে না যে কেন তাদের এটি প্রয়োজন।

সুসমাচারের জন্য লোকেদের প্রস্তুত করার জন্য বাইবেলের উপায় হল তাদের দেখানো যে কেন তাদের এটি প্রয়োজন। তাদের বুঝতে হবে যে তারা পাপী যাদের বিচার ঈশ্বর শীঘ্রই করবেন।

► কেন একজন ব্যক্তির সুসমাচার শুনে আনন্দিত হওয়া উচিত?

বিচারের গুরুত্ব

অবিশ্বাসীদের বিচার হবে এবং তারা শাস্তি পাবে – এই সত্যটিই হল অবিশ্বাসীদের সুসমাচার শুনে আনন্দিত হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

> …মানুষের জন্য যেমন একবার মৃত্যু ও তারপর বিচার নির্ধারিত হয়ে আছে (ইব্রীয় ৯:২৭)।
>
> কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মানুষ যত অনর্থক কথা বলে, বিচারদিনে তাকে তার প্রত্যেকটির জবাবদিহি করতে হবে (মথি ১২:৩৬)।

► প্রকাশিত বাক্য ২০:১২-১৫-তে বিচারের বিবরণটি পাঠ করুন।

অবিশ্বাসীদের জন্য ভবিষ্যতের বিচারই হল প্রত্যেক অবিশ্বাসীর পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তার প্রাথমিক কারণ।

ঈশ্বর প্রত্যেককে অনুতাপ করতে বলেছেন, "কারণ তিনি একটি দিন নির্ধারিত করেছেন, যখন তিনি তাঁর নিযুক্ত এক ব্যক্তির দ্বারা ন্যায়ে জগতের বিচার করবেন" (প্রেরিত ১৭:৩০-৩১)।

যদি একজন ব্যক্তি না বোঝে যে তার পাপ গুরুতর, তার কাছে পরিত্রাণ কামনা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটিরই অভাব রয়েছে।

► কোন বিষয়টি একজন ব্যক্তিকে অনুভব করাবে যে তার পাপ গুরুতর?

বিধানের ব্যবহার

বহু মানুষ সুসমাচারের প্রতি আগ্রহী নয় কারণ তারা নিজেদেরকে দোষী বলে মনেই করে না। বাইবেল বলে যে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদেরকে ভালো বলে মনে করে (হিতোপদেশ ২০:৬)। আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে ভালো মানুষ কিনা, সে "হ্যাঁ"-ই বলবে এবং নিজের ব্যাপারে তর্ক করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। বেশিরভাগ লোকই মনে করে যে তাদের পাপ

মারাত্মক নয়, এবং তাদের ছাড় পাওয়া উচিত। এই ধরণের মানুষদের কাছে অনুগ্রহ এবং ক্ষমার কথা বলা একেবারেই অর্থহীন।

একজন ব্যক্তি নিজেকে অনুগ্রহের প্রয়োজনীয়তায় দেখার আগে তাকে আবশ্যিকভাবে নিজেকে একজন পাপী হিসেবে দেখতে হবে এবং বিবেকের অনুতাপ অনুভব করতে হবে। ঈশ্বর বিধান দিয়েছেন যা পাপকে দেখিয়ে দেয়।

আইন বা *বিধান* শব্দটি দ্বারা আমরা বিশেষভাবে পুরাতন নিয়মের সেই আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তাকে বোঝাতে চাই না যা মন্দিরে উপাসনার নির্দেশ দেয়। আমরা ইস্রায়েল শাসনব্যবস্থার জন্য প্রদত্ত বিধান সম্পর্কেও কথা বলছি না, যা আমাদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নয়। আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতার মাপকাঠি সম্পর্কে কথা বলছি। রাজা দায়ূদ গীতসংহিতা ১১৯ অধ্যায়ে লিখেছেন যে তিনি ঠিক যেমনভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, ঠিক সেইভাবেই তাঁর বিধানকেও ভালোবাসতেন, কারণ এটি ঈশ্বরের নিজ পবিত্র চরিত্র থেকে এসেছে।

ঈশ্বরের বিধান আমাদের দেখায় যে কীভাবে আমাদের জীবনযাপন করা উচিত, এবং আমরা তা অমান্য করার জন্য দোষী। কেউ বিধান পালন করে ন্যায়সঙ্গত হবে না (গালাতীয় ২:১৬, রোমীয় ৩:২০) কারণ সবাই ইতিমধ্যে পাপ করেছে। যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে বিধান অনুসরণ করার চেষ্টা করলে সে তার পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে, তাহলে সে বিধানকে ভুলভাবে ব্যবহার করছে।

ঈশ্বরের বিধান আমাদের জীবন পরিচালনা করে (১ করিন্থিয় ৯:২১), কিন্তু এটি আমাদের পরিত্রাণের উপায় নয়। বিধান আমাদের পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যেতে পারেনি কারণ জন্মের সময় থেকেই এর প্রয়োজনীয়তাগুলি নিখুঁতভাবে তা পূরণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই (রোমীয় ৮:৩, গালাতীয় ৩:২১)।

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বিধান সুসমাচারের বিরোধী নয়। বাইবেল আমাদের বলে যে বিধান একজন অবিশ্বাসীকে তার পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। সুসমাচার বিধানকে ধ্বংস করেনি (মথি ৫:১৭) বা এটিকে আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলেনি। বিধান কেবল প্রাচীনকালেই নয়, বরং আজও সুসমাচারের জন্য এক যথাযথ প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করে।

আমাদেরকে খ্রিষ্টের কাছে নিয়ে আসার জন্য বিধান হল এক স্কুল শিক্ষক (গালাতীয় ৩:২৪)। কিছু লোক মনে করে যে বিধানের একটি যুগ ছিল যা শেষ হয়ে গেছে, এবং এখন অনুগ্রহের যুগ চলছে। আসল বিষয়টি হল যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈশ্বরের বিধানের সম্মুখীন হতে হবে এবং অনুগ্রহ বোঝার আগেই বুঝতে হবে যে সে দোষীসাব্যস্ত হয়েছে। প্রেরিত পৌল বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে বিধান না থাকলে পাপ কী, আমি তা জানতেই পারতাম না" (রোমীয় ৭:৭)।

পৌল বলেছিলেন যে বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে পাপীদের দোষী এবং অজুহাত ছাড়াই দেখানো হয়; কারণ, বিধান দ্বারাই লোকেরা বুঝতে পারে যে তারা পাপী (রোমীয় ৩:১৯-২০)। প্রত্যেক ব্যক্তি বিধানের অধীনে থাকে এবং যতক্ষণ না সে পরিত্রাণ পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে এটির দ্বারা দোষীসাব্যস্ত হয়।

> "রূপান্তরে রয়েছে অতীতের সাথে বিরতি, যা এটি সম্পূর্ণ যে তাকে মৃত্যু বলা হয়। আমরা খ্রিষ্টের সাথে ক্রুশারোপিত হয়েছি। তাঁর ক্রুশের মাধ্যমে, আমরা ঈশ্বরহীন পৃথিবিতে, এটির যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সামনে, এবং এটির সমস্ত মাপকাঠির কাছে মৃত হয়েছি।"
> - লুসান কমিটি ফর ওয়ার্ল্ড ইভাঞ্জেলাইজেশন, দ্য উইলোব্যাঙ্ক রিপোর্ট (Lausanne Committee for World Evangelization, The Willowbank Report)

সুসমাচার সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ নয় যে জানে না যে তার পাপ গুরুতর। সুসমাচার এমন একজন ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে জানে যে সে দোষী এবং শীঘ্রই ঈশ্বরের বিচারের মুখোমুখি হবে।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য লুক ১৮:১০-১৮ পড়বে। যদি কেউ সেই ফরীশীকে বলত যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাকে অবাধে ক্ষমা করা হবে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন থাকত?

একটি আধুনিক ইভাঞ্জেলিকাল ত্রুটি

বর্তমানে বহু প্রচারকই এই বিষয়টির উপর জোর দিতে পছন্দ করেন না যে প্রত্যেক ব্যক্তিই পাপের জন্য দোষী এবং ঈশ্বরের বিচারের যোগ্য।

তারা মানুষকে বলতে চান না যে তারা মন্দ।

তারা নেতিবাচক বিষয়ের পরিবর্তে কেবল ইতিবাচক বিষয় নিয়ে কথা বলতেই পছন্দ করেন।

তারা পরিত্রাণের অন্তনকালীন সুবিধার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক সুবিধার প্রস্তাব দেন, কারণ তারা সেইসব মানুষদের সাথে কথা বলেন যারা এই জগতের বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করে রয়েছে।

তারা আভাস দেয় যে ঈশ্বরের বিধান একটি মন্দ বিষয়, পরিত্রাণের শত্রু, কেবল সেইসব মানুষদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যারা কাজের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে চায়। বাইবেল বলে যে বিধান উত্তম এবং পবিত্র (রোমীয় ৭:১২-১৪); যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে খুশি করতে চায় সে ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ করার চেষ্টা করবে (গীত ১১৯:১-৮)।

তারা জোর দেন যে ঈশ্বরের মাপকাঠি অসম্ভব এবং অযৌক্তিক, এবং আরো বলেন যে আপনার পাপের জন্য আপনি দায়ী নন।

সমস্যাটি হল যে যদি একজন ব্যক্তি সত্যিকারের দোষী না হয়, তাহলে সে সত্যিকারের অনুতাপ করতে পারে না। যদি না সে জানে যে সে যা করেছিল তা ভুল ছিল, তাহলে সে যা করেছে তার জন্য কখনোই দুঃখিত হতে পারে না। যখন একজন ব্যক্তি ক্ষমা চাইছে, তখন সে যদি নিজেকে একজন পাপী হিসেবে বিশ্বাস না করে, তাহলে সে কেবল মানুষ হিসেবে তার ব্যর্থতার জন্য ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা চাইছে।

আসল বিষয়টি হল যে অবিশ্বাসীরা পাপী প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করার জন্য দোষীসাব্যস্ত হয় না। তারা তাদের ইচ্ছাকৃত পাপ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাবের জন্য দোষীসাব্যস্ত (যিহূদা ১৫)।

বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর প্রেমময় এবং ক্ষমাশীল, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না যে সেইসাথে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক। তারা আশা করে যে যদি তারা কখনো ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়, তাহলে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, এমনকি যদি তারা অনুতাপ নাও করে। যে অসম্পূর্ণ সুসমাচার তারা শুনেছে, সেটি তাদেরকে তাদের পাপে আরো আরামপ্রদ করে তুলেছে।

অনেক আধুনিক ইভাঞ্জেলিকালপন্থীরা জোর দেন যে একজন ব্যক্তি যদি ধর্মান্তরিত হয়, তাহলে তার জীবন সুখী হবে। তারা বলেন যে পাপ সন্তুষ্ট করতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর করেন। তারা বলেন যে একজন ব্যক্তি প্রেম, শান্তি এবং আনন্দ পাবেন। তারা বলেন যে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি অসাধারণ পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেই পরিকল্পনাটি পূর্ণ হবে যদি সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগামী হন।

এই প্রতিশ্রুতিগুলির ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। ঈশ্বর প্রেম এবং শান্তি দেন, কিন্তু বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যানকারী লোকেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে (মথি ১০:৩৪-৩৬)। তিনি আনন্দ দেন, কিন্তু একই সাথে তাড়নাও থাকতে পারে (১ থিষলনীকীয় ১:৬)। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তাঁর একটি অসাধারণ পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু একজন বিশ্বাসী কঠিন পরিস্থিতি এবং দুঃখের সম্মুখীন হতে পারে (২ করিন্থিয় ১১:২৪-২৭)। যদি একজন ব্যক্তি তার জীবনের অবস্থা ভালো হবে ভেবে বিশ্বাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সে হতাশ হতে পারে। কিছু লোক খ্রিষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসের কারণে মারাত্মকভাবে কষ্ট পাচ্ছে।

খ্রিষ্টের অনুসারী হিসেবে, আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরের সাথে জীবন চমৎকার, এমনকি যদি আমরা কঠিন পরিস্থিতিও ভোগ করি। আমরা বলতে পারি যে ঈশ্বরের সেবা করা হল একটি অসাধারণ জীবন। তবে, বেশিরভাগ অবিশ্বাসীদেরই সঠিক ধারণা নেই যে একটি চমৎকার জীবন আসলে কী। আপনি যদি তাদের একটি দুর্দান্ত জীবন বর্ণনা করতে বলেন, তারা স্বাস্থ্য, অর্থ, স্বাধীনতা, শান্তি এবং অন্যান্য ভালো অবস্থার কথা বলে। তারা বুঝতে পারবে না যে খ্রিষ্টের কারণে একজন নির্যাতিত, কষ্টভোগী অনুসারীর একটি চমৎকার জীবন রয়েছে। সুতরাং, আপনি যদি একজন অবিশ্বাসীকে বলেন যে যদি সে খ্রিষ্টকে অনুসরণ করে তবে সে একটি অসাধারণ জীবন পাবে, সে সম্ভবত বুঝতে পারবে না যে আপনি ঠিক কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

সুসমাচার ভুল বোঝার আরেকটি সমস্যা আছে। একজন ব্যক্তি নিজেকে বিচারের যোগ্য পাপী হিসেবে না দেখেই বার্তাটি গ্রহণ করতে পারে। কারণ সে পাপের গভীরতা দেখে না, সে সত্যিকারের অনুতপ্ত হয় না। সে পাপ থেকে পরিত্রাণ খুঁজছে না, বরং অন্যান্য সুবিধা খুঁজছে। সে হয়তো ভাবতে পারে যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে, কিন্তু সে আসলেই তা পায়নি।

এমনকি সে তার জীবনের জন্য পরিত্রাণের প্রকৃত সুবিধাও পায় না, কারণ সে সত্যিকারের রূপান্তরিত নয়। সে অল্প সময়ের জন্য চেষ্টা করে তারপর হতাশায় হাল ছেড়ে দেয়।

ভুল সুসমাচারের সবচেয়ে খারাপ ফলাফল হল যে ব্যক্তিটি হতাশ হয়েছিল তার ভবিষ্যতে সুসমাচারে সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা কম।

সংক্ষেপে, একটি ভালো জীবনের সুসমাচারের সাথে অন্তর্ভুক্ত সমস্যাগুলি হল

১। এটি সেই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় যা ঈশ্বর করেননি।

২। অবিশ্বাসীরা এটিকে ভুল বোঝে।

৩। একজন ব্যক্তি সত্যিকারের রূপান্তরিত নাও হতে পারে।

৪। সে যে সুবিধাগুলির প্রত্যাশা করছে তা পাবে না।

৫। ভবিষ্যতে তার সুসমাচার গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য প্রেরিত ১৪:২১-২৩ পড়বে। প্রেরিতরা নতুন রূপান্তরিতদের কী প্রত্যাশা করার কথা বলেছেন?

যিশু তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করেছিলেন যে লোকেরা খ্রিষ্টে তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে ঘৃণা করবে। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তারা শেষ পর্যন্ত সহ্য না করলে তারা পরিত্রাণ পাবে না। সুসমাচার লেখকদের মধ্যে তিনজন এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন (মথি ১০:২২, মার্ক ১৩:১৩, লুক ২১:১৭)। মূল প্রেরিতদের অধিকাংশই খ্রিষ্টের জন্য মারা গিয়েছিলেন।

লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীকে তাদের বিশ্বাসের জন্য হত্যা করা হয়েছে। এটি কেবল একটি প্রাচীন সমস্যা নয়। খ্রিষ্টীয় শহীদদের অর্ধেকেরও বেশি ২০ শতকে নিহত হয়েছিল।

যদি একজন ব্যক্তি সহজ জীবনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতির কারণে রূপান্তরিত হয়, তবে সে কঠিন জীবনের কারণে হাল ছেড়ে দেবে না। সে অনন্ত পরিত্রাণের জন্য পরীক্ষা সহ্য করতে ইচ্ছুক। পরীক্ষাগুলি তার কাছে পরিত্রাণকে আরও বেশি মূল্যবান করে তোলে।

► কেন খ্রিষ্টের অনুসারীরা তাড়ণা সহ্য করে?

প্রেম প্রদর্শন

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ২ তিমথি ২:২৪-২৬ পড়বে। এই পদগুলি সুসমাচার প্রচারকের আচরণ সম্পর্কে কী বলে?

সুসমাচার প্রচারক যে লোকেদের কাছে প্রচার করেন তাদের সাথে তিনি বিবাদ করছেন বলে মনে হওয়া উচিত নয়। শয়তান হল শত্রু, এবং অবিশ্বাসীরা শয়তানের বন্দী। আমাদের নম্রতার সাথে সত্য ব্যাখ্যা করা উচিত। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল তাদের সাহায্য করা, তর্কে তাদের পরাজিত করা নয়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে ভদ্রতা, নম্রতা এবং ধৈর্য।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য তীত ৩:২-৫ পড়বে। এই অনুচ্ছেদটি সুসমাচার প্রচারকের আচরণ সম্পর্কে কী বলে?

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ না থাকলে আমরা জগতের মানুষের মতো হতাম। ঈশ্বর আমাদের কাছে এসেছেন বিচারের সাথে নয়, বরং দয়া ও ভালোবাসার সাথে।

একজন সুসমাচার প্রচারকের কখনোই অবিশ্বাসীর প্রতি নয়, বরং পাপ এবং শয়তানের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। তার কঠোর হওয়া উচিত নয়। তাদের ত্রুটি খুঁজে পেলে তার খুশি হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তাদের পরিত্রাণ সম্পর্কে তার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।

আমরা এই পাঠে শিখেছি যে ঈশ্বর যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেননি সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করব না। এমন আচরণ করে আমরা সহানুভূতি দেখাব না যাতে তাদের জীবনের সমস্যাগুলি তাদের অনন্তকালীন গন্তব্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

যিশু সেই ভাববাণীটি পূর্ণ করেছিলেন যে মশীহ হিংস্র ব্যক্তি হবেন না, কিন্তু কোমল হবেন এবং ইতিমধ্যে পাপের দ্বারা আহত ব্যক্তিকে চূর্ণ করবেন না (মথি ১২:১৯-২০)।

► আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি তখন কী কী উপায়ে আমরা ঈশ্বরের প্রেম তুলে ধরতে পারি?

বাইবেলভিত্তিক সুসমাচার প্রচার

সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি হল ঈশ্বরের বিধান বা আইন ব্যবহার করে মানুষকে সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করা। বিধান অবিশ্বাসীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের দেখায় যে যদি না তারা ক্ষমা পায়, তাহলে তারা বিচারাধীন হবে।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রচার করেছিলেন যে প্রভুর আগমন এবং বিচার থেকে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি নিতে মানুষের অনুতাপ করা উচিত (মথি ৩:১-১২)।

যিশু বহুবার বিচার এবং নরক নিয়ে প্রচার করেছিলেন। যারা তাদের পাপের জন্য দুঃখিত ছিল তিনি তাদেরকে অনুগ্রহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য লুক ৭:৩৬-৫০ পড়বে। কোন ধরনের মানুষের কাছে ক্ষমার প্রস্তাব দেওয়া হয়?

আমরা যিশুর পরিচর্যাতে কখনোই দেখতে পাই না যে পাপের জন্য দুঃখিত নয় এমন লোকদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন। তিনি বিচারের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেছিলেন। একটি বিপর্যয়ের পরে যখন অনেক লোক নিহত হয়েছিল, যিশু একটি সমাবেশে বলেছিলেন যে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে যদি না তারা অনুতপ্ত হয় (লুক ১৩:১-৫)।

যিশু করগ্রাহী এবং ফরীশীর কাহিনী শুনিয়েছিলেন যারা বিপরীতভাবে প্রার্থনা করেছিল। করগ্রাহী লজ্জিত ছিল এবং সে ক্ষমা পেয়েছিল। ফরীশী নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। ফরীশী ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি, কারণ সে বিশ্বাসই করেনি যে তার এর প্রয়োজন আছে।

প্রেরিত পিতর অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞার প্রচার করেছেন, এবং মানুষকে অনুতাপ করতে ও ক্ষমা গ্রহণের আহ্বান করেছেন (প্রেরিত ২:৩৮, প্রেরিত ৩:১৯, প্রেরিত ৫:৩১)।

ইহুদী শাসকের কাছে প্রচার করার সময় স্তিফান অনুগ্রহের প্রস্তাব দেননি, বরং তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের বিরোধীতা করা এবং তাঁর বিধান অমান্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন (প্রেরিত ৭:৫১-৫৩)।

পৌল প্রচার করেছেন যে মানুষের অনুতাপ করা উচিত কারণ ঈশ্বর পাপকে অব্যাহতি দেবেন না (প্রেরিত ১৭:৩০-৩১)।

খ্রিষ্টের অনুসারী হওয়ার সাথে যে আনন্দ এবং আশীর্বাদ আসে সে সম্পর্কে কথা বলা ভুল নয়; কিন্তু বাইবেলে সুসমাচার প্রচারকদের প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল পাপ ও অনুতাপের বোধের জন্য প্রচার করা, বিচার থেকে পরিত্রাণের প্রস্তাব দেওয়া।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ২ করিন্থীয় ৫:১১ পড়বে। প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য প্রেরিত যা ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়ে তিনি কী বলেছেন?

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য প্রেরিত ২৪:২৫ পড়বে। পৌল ফীলিক্সের সাথে কোন বিষয়ে কথা বলেছিলেন? ফীলিক্স কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন?

বাইবেলভিত্তিক সুসমাচার প্রচারের একটি উদাহরণ

অশোক মন্ডলীতে আসার আমন্ত্রণপত্র বিলি করছিল যখন তার সাথে জেসনের দেখা হয়।

জয়ন্ত: আমার মন্ডলীর প্রয়োজন নেই।

অশোক: বাইবেল বলে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পাপের জন্য বিচার পেতে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে। তোমার কি মনে হয় তুমি যেমন আছো সেইভাবে তোমাকে ঈশ্বর গ্রহণ করবেন?

জয়ন্ত: হ্যাঁ, আমার তো সেটাই মনে হয়।

অশোক: তুমি কি একজন ভালো মানুষ?

জয়ন্ত: হ্যাঁ, আমি নিজেকে তেমনই মনে করি।

অশোক: হতে পারে বাকিদের তুলনায় তুমি বেশ ভালো মানুষ। হতে পারে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের কাছেও বেশ ভালো। কিন্তু, তুমি কী সেই মাপকাঠিটা জানো যেটা ঈশ্বর ব্যবহার করেন? বাইবেল আমাদেরকে জানায় কীভাবে ঈশ্বর ঠিক এবং ভুলের বিচার করেন। যেমন, তাঁর বিধানের কিছু নিয়মকে দশ আজ্ঞা বলা হয়। তুমি দশ আজ্ঞা জানো?

জয়ন্ত: কয়েকটা জানি।

অশোক: যেমন ধরো, একটা আজ্ঞা বলছে, "মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।" তুমি কি তোমার জীবনে কখনো এমন কিছু বলেছ যেটা সত্যি ছিল না?

জয়ন্ত: অবশ্যই, প্রত্যেকেই কোনো একটা সময়ে এটা করেছে।

অশোক: কিন্তু মিথ্যা বলা হল ঈশ্বরের আদেশকে ভঙ্গ করা। আরেকটা হল চুরি কোরো না। তুমি কখনো কিছু চুরি করেছ?

জয়ন্ত: কেবল ছোটো ছোটো জিনিস, আর আমি কখনোই কারোর থেকে এমন কিছু চুরি করিনি যা তাদেরকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

অশোক: কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায় দেননি যে আমরা কী কী চুরি করতে পারি। তাঁর আদেশ হল যে আমরা যেন চুরি না করি। আরেকটা হল যে আমরা কখনো অকারণে, অশ্রদ্ধা সহ বা অভিশাপ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের নাম নেব না।

[প্রতিটা আজ্ঞাই ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে সবগুলি এক কথোপকথনে ব্যবহার করার দরকার নেই। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।//প্রতিটা আজ্ঞাই ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে সবগুলি এক কথোপকথনে ব্যবহার করার দরকার নেই। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।/

- ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যভিচার করতে বারণ করেছেন, এবং যিশু বলেছেন যে একজন মহিলার প্রতি লালসা হল নিজের হৃদয়ে ব্যভিচার করা।
- ঈশ্বর কাউকে হত্যা করতে বারণ করেছেন, এবং যিশু বলেছেন যে কাউকে ঘৃণা করা হল হৃদয়ে কাউকে হত্যা করারই সমান।

- ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর দিন পবিত্র রাখতে বলেছেন। আপনি কি সবসময় প্রতি সপ্তাহে তাঁর দিনটি পবিত্র রেখেছেন?
- ঈশ্বর আমাদেরকে লোভ করতে বারণ করেছেন, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যান্য জিনিস আমাদের খুশি করবে তা ভাবতে বারণ করেছেন, অন্যদের যা আছে তা কামনা করতে বারণ করেছেন।
- ঈশ্বর আমাদের অন্য কোনো দেবতা রাখতে বারণ করেছেন, অন্যকিছুকে তাঁর থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে বারণ করেছেন, যার মানে হল যে আমরা কখনোই এমন কিছুকে গুরুত্ব দিতে পারি না যা আমাদে ঈশ্বরকে মেনে চলা এবং তিনি যে উপাসনার যোগ্য তা থেকে বিরত করবে।

[একজন ব্যক্তিকে দোষী দেখানোর জন্য বিভিন্ন আজ্ঞা ব্যবহারের পর, আমরা উপসংহারে যাব।]

অশোক: যদি ঈশ্বর আজকে তোমার বিচার করতেন, তুমি পাশ করতে না। তাঁর মাপকাঠি অনুযায়ী তুমি দোষী সাব্যস্ত হতে। তুমি কি জানতে চাও যে তুমি কীভাবে ক্ষমা পাবে যাতে তোমাকে ঈশ্বরের বিচারের ভয়ে ভীত হতে না হয়?

[এরপর সুসমাচার প্রচারক সুসমাচার প্রচার করতে পারে এবং সেই ব্যক্তিকে প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।]

► দুজন শিক্ষার্থী একটি কথোপকথন উপস্থাপনা করবে যেখানে একজন দশ আজ্ঞা ব্যবহার করে সুসমাচারকে তুলে ধরবে। পুরো গ্রুপ তাদের উপস্থাপনা আলোচনা করতে পারে। তারপর শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে যাবে এবং এই উপস্থাপনাটি অনুশীলন করবে।

► একটি সুসমাচার উপস্থাপনাটি সফল হয়েছে কিনা তা আপনি কীভাবে জানবেন?

অবশ্যই যদি একজন ব্যক্তি আমাদের সুসমাচার প্রচারের পরে অনুতাপ করতে চায় এবং যিশুর একজন অনুগামী হয়ে ওঠে, তাহলে আমরা জানি যে কাজটি সফল ছিল। কিন্তু কেবল এটিই সাফল্যের মাপকাঠি নয়। ঈশ্বরই একমাত্র যিনি শ্রোতার হৃদয়ে সত্যের বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারেন। যদি আপনি সুসমাচার উপস্থাপন করার পদ্ধতিতে শ্রোতা বিষয়টি বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি ফলাফল দেখতে না পেলেও গুরুত্বপূর্ণ কাজই সম্পন্ন করেছেন। তিনি যদি তার জন্য আপনার চিন্তা এবং তাকে সাহায্য করার ইচ্ছা অনুভব করেন, তবে এটিও ভাল। যদি তিনি রেগে যান বা উপহাস করেন, বিশেষত যদি তিনি সত্যের উপর রাগ করেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। ঈশ্বর সুসমাচারের বার্তা দ্বারা সম্মানিত হন; আপনি যখন এটি প্রচার করেন, আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে সফল হন।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

সুসমাচার প্রচারের জন্য এটি হল একটি কার্যকর পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের এটি ব্যবহার করতে শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার পরবর্তী ক্লাস সেশনে, এই পদ্ধতির সাহায্যে তারা যখন সুসমাচার প্রচার করার চেষ্টা করেছিল, তাদের সেইসময়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য সময় দিন। তাদেরকে একে অপরকে অনুপ্রাণিত করতে এবং পরামর্শ দিতে দিন। এইভাবে একটি সেশন কাটানো এবং পরবর্তী পাঠে যাওয়ার জন্য পরবর্তী সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা সার্থক হতে পারে।

৮ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এই পাঠে অশোক যেভাবে সুসমাচার প্রচার করেছে সেইভাবে অন্তত তিনজনের কাছে সুসমাচার উপস্থাপন করুন। প্রতিটি কথোপকথনের উপর একটি করে প্যারাগ্রাফ লিখুন। পরবর্তী ক্লাস সেশনে এটি নিয়ে বলার জন্য প্রস্তুতি নিন।

পাঠ ৯
ব্রিজ সুসমাচার উপস্থাপনা

ভূমিকা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: এই সেশনের শুরুতে, শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যে পদ্ধতি শিখেছে তা ব্যবহার করে তাদের সুসমাচার প্রচারের অভিজ্ঞতা জানাবে। মনে রাখবেন যে শিক্ষার্থীদের পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। সুসমাচার ভাগ করে নেওয়া প্রতিটি শিক্ষার্থী গুরুত্বপূর্ণ কিছু সম্পন্ন করেছে, এমনকি শ্রোতা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া না দিলেও।

এই পাঠের প্রস্তুতির জন্য, ক্লাসের কাছে উপস্থাপন করার জন্য একটা চকবোর্ড, হোয়াইটবোর্ড, বা বড় কাগজ রাখুন।

> আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি, তাই তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি, যেন তোমরা আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা স্থাপন করতে পারো। আর আমাদের সহভাগিতা পিতা ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে (১ যোহন ১:৩)।

► সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরিতরা কী কী কারণের উল্লেখ করেছেন?

আমরা বুঝতে পেরেছি যে ঈশ্বরের সম্মুখীন হওয়া এবং রূপান্তরিত হওয়া, তাঁর সাথে একটি সম্পর্ক শুরু করার অর্থ কী। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্যদের সাথেও আমাদের একটি বিশেষ বন্ধন রয়েছে। যখন আমরা সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমরা অন্যদেরকে সেই সহভাগিতায় আসার আমন্ত্রণ জানাই যেটি আমাদের ঈশ্বরের সাথে ও যারা তাঁকে জানে, তাদের সাথে রয়েছে।

একটি সুসমাচার উপস্থাপনা

সুসমাচারের এই উপস্থাপনাটি সংক্ষিপ্ত এবং মনে রাখার ক্ষেত্রে সহজ। এখানে এমন ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যা যে কেউ সেগুলি দেখলেই মনে রাখবে। এটি মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করা যেতে পারে, অথবা শ্রোতা আগ্রহী হলে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য সময় বাড়ানো যেতে পারে।

এটি আবশ্যক নয় যে আপনাকে একজন দক্ষ শিল্পী হতে হবে। ছবিগুলি খুবই সহজ, এবং সেগুলির সরলতাই শ্রোতাকে এটি মনে রাখতে সাহায্য করবে।

আমরা এখন ছবিগুলি আঁকার ধাপগুলি দেখব, সাথে ছবিগুলি আঁকার প্রতিটা ধাপে কী কী বলতে হবে সেটাও শিখব।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: শিক্ষার্থীরা যখন দেখছে তখন উপস্থাপনাটি তুলে ধরুন। ***উপস্থাপনের সময় কোনো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা যোগ না করার চেষ্টা করুন। এটি সংক্ষিপ্ত থাকা আবশ্যক যাতে শিক্ষার্থীরা এটি সহজেই শিখে নিতে পারে।*** *শিক্ষার্থীদের সামনে এটি প্রথমবার উপস্থাপন করার সময় কেউ যেন এটি কপি করার চেষ্টা না করে।*

দ্বিতীয় উপস্থাপনার সময়, আপনি যখন পুরো ক্লাসকে দেখানোর জন্য বড় কিছুতে (বোর্ড বা কাগজ) আঁকবেন, তখন শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার প্রতিটা ধাপ আঁকতে থাকতে হবে। উপস্থাপনে কোনো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা যোগ না করার চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয় উপস্থাপনের পর, পুরো ক্লাসকে পরবর্তী বিভাগে দেওয়া ব্যাখা অংশটি অধ্যয়ন করতে হবে, তারপর তারা উপস্থাপনাটি অনুশীলন করতে শুরু করবে।

ছবিটির প্রতিটি ধাপ আঁকার সময় কী কী বলতে হবে

পর্ব ১

"ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে সহভাগিতা করার জন্য এবং একটি সুখী জীবনযাপন করার জন্য। তিনি জীবনকে সমস্যা ও কষ্টে পূর্ণ করার জন্য নকশা করেননি।"

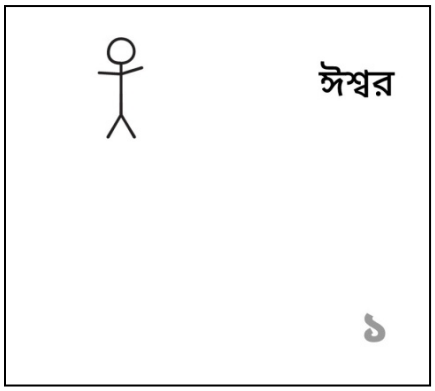

পর্ব ২

"মানুষ পাপের কারণে ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রথম মানব পাপ করেছিল, এবং তখন থেকেই প্রত্যেকটি মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে আসছে।"

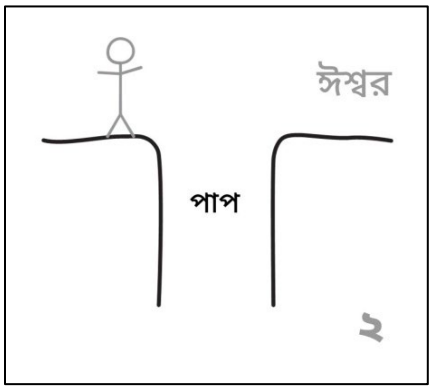

পর্ব ৩

"ঈশ্বর একজন ধার্মিক বিচারক, এবং অবিশ্বাসীরা যদি অনুগ্রহ না পায় ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকে একদিন অনন্তকালের জন্য নরকে ফেলে দেওয়া হবে।"

[তীরটি আঁকুন এবং নরক শব্দটি "লিখুন"।]

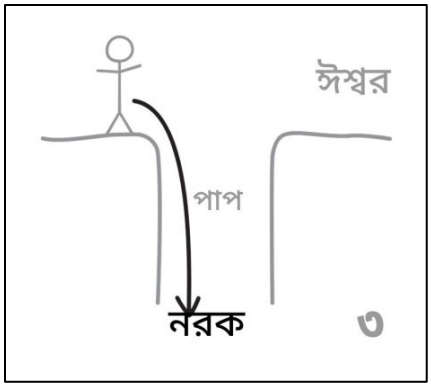

পর্ব ৪

"আমাদের করা কোনো কাজই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে না বা তার দ্বারা আমরা অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি না – ভালো কাজ, মন্ডলীতে যাওয়া, ধর্মীয় নীতি পালন, টাকা-পয়সা দান করা....কোনোটিই নয়"

[এই তালিকার প্রতিটি কথা উল্লেখ করে একটি করে তীর আঁকুন।]

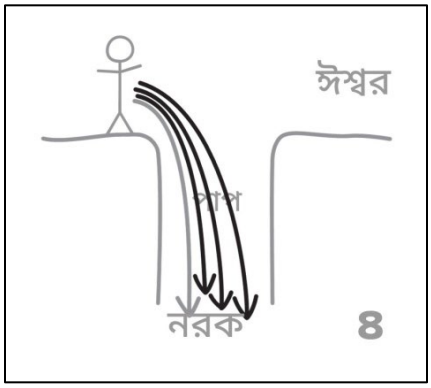

পর্ব ৫

"আমাদের পরিস্থিতি বেশ আশাহীন হত যদি না ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর কাছে ফিরে আসার একটি উপায় তৈরি করতেন। ঈশ্বরের পুত্র যিশু একটি বলিদান হিসেবে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি। তিন দিন পর, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হন।"

[ক্রুশটি আঁকুন।]

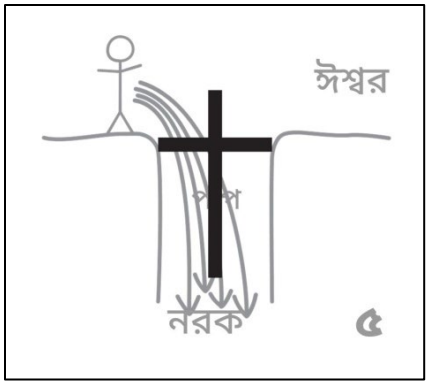

পর্ব ৬

"কিন্তু শুধু এটা জানাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিত্রাণ পাওয়ার এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার ব্যক্তিগত চাহিদা থাকতে হবে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে, যার মানে হল পাপের জন্য এতটাই লজ্জিত হওয়া যাতে সে তা বন্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি অনুতাপ করে, সে ঈশ্বরের কাছ প্রার্থনা করে ক্ষমা গ্রহণ করতে পারে।"

[তীরটি আঁকুন এবং "অনুতাপ" ও "গ্রহণ" শব্দ দুটি লিখুন।]

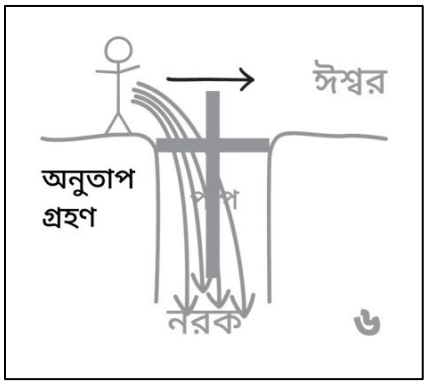

পর্ব ৭

"আপনি এই ছবিটিতে কোন অংশে আছেন বলে মনে হয়? আপনার জীবনে কি এমন কোনো বিশেষ সময় আছে যখন আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতাপ করেছিলেন, ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করা শুরু করেছিলেন; নাকি আপনি এখনও আপনার পাপের দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন?"

[একটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন। বহু লোকই স্বীকার করবে যে তারা এখনও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন।]

"আপনি কি এই পদক্ষেপটির জন্য প্রস্তুত – অনুতাপ করা, ক্ষমা গ্রহণ করা, এবং ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করা? এখন আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারলে আমার ভালো লাগবে।"

[নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা করতে পারেন।]

"প্রভু, আমি জানি আমি একজন পাপী এবং অন্তনকালীন শাস্তির যোগ্য। আমি আমার পাপের জন্য লজ্জিত এবং সেগুলি বন্ধ করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, এই কারণে নয় যে আমি এটার যোগ্য, বরং আসল কারণ

হল যিশু আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিত্রাণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এই সময় থেকে চিরকাল আমি তোমার জন্য জীবন যাপন করব।''

ব্যাখ্যা

পর্ব ১

উপস্থাপনার শুরুটি শ্রোতার কাছে প্রয়োগ করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যেতে পারে। ''সমস্যা ও কষ্টে পূর্ণ জীবন''-এর পরিবর্তে, সুসমাচার প্রচারক আরও নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ করতে পারেন যা শ্রোতার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত।

পর্ব ২

শ্রোতার জন্য এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে সে ব্যক্তিগতভাবে পাপের জন্য দোষী এবং ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন। আদমের পাপের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি কেবল সেটিতেই নেই।

পর্ব ৩

এই অবিশ্বাসীদের পরিস্থিতির সবচেয়ে গুরুতর দিকটি দেখায়।

পর্ব ৪

এই অংশটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শ্রোতাকে দেখানো যে তার কখনোই পরিত্রাণের জন্য ভুল জিনিসের ওপর বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই অংশটি শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেওয়া যেতে পারে। শ্রোতা যে বিষয়গুলির ওপর বিশ্বাস করে, সুসমাচার প্রচারক সেই জিনিসগুলির কথা উল্লেখ করার চেষ্টা করতে পারেন।

পর্ব ৫

প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল এটি বলা যে ''যিশু ক্রুশে একটি বলিদান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা ক্ষমা পাই।'' এই অংশের উদ্দেশ্য হল শ্রোতাকে বুঝতে সাহায্য করা যে তাকে ঈশ্বরের প্রদত্ত পরিত্রাণের উপর নির্ভর করতে হবে।

পর্ব ৬

সুসমাচার প্রচারক শ্রোতাকে সিদ্ধান্তের মুহূর্তের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শ্রোতাকে বুঝতে হবে যে তাকে অবশ্যই একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তাকে অনুশোচনার সঠিক সংজ্ঞা জানতে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে যে অনুতাপ অনুশোচনার চেয়ে বেশি এবং শুধু দুঃখিত বা লজ্জিত বলার চেয়েও বেশি কিছু। তাকে জানতে হবে যে তাকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

পর্ব ৭

এই মুহূর্তে, প্রচারক শ্রোতাকে তার পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করানোর চেষ্টা করেন। উপস্থাপনাটি পরিত্রাণ না পাওয়া ব্যক্তিকে এটি বুঝতে সাহায্য করার জন্য নকশা করা হয়েছে যে সে পরিত্রাণ পায়নি। প্রশ্নটিতে শব্দগুলি খুব সচেতনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনেক লোক মনে করে যে তারা পাপে জীবন যাপন করার সময় তাদের প্রতিদিন ক্ষমা চাওয়া উচিত।

প্রশ্নটি এমন এক বিশেষ সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যখন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় এবং একটি নতুন জীবন শুরু হয়। তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে যদি সে রূপান্তরের অভিজ্ঞতা না লাভ করে থাকে, তবে সে এখনও তার পাপের দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। তারপর প্রচারক তার সাথে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তাব দেন।

যদি শ্রোতা তার প্রয়োজন বুঝতে না পারে বা অনুতপ্ত হতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে প্রচারক তাকে প্রার্থনা করার জন্য চাপ দেবেন না। যদি সে সত্যিকারের অনুতাপ না করে এবং রূয়াপ্নতরিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ না করেই প্রার্থনা করে, তাহলে তার পরিত্রাণের মিথ্যা আশ্বাস থাকতে পারে বা সে বিশ্বাস করতে পারে যে তার জন্য রূপান্তর ঘটতে পারে না। ফলস্বরূপ, ভবিষ্যতে তার ঈশ্বরকে খোঁজার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে।

ছবি খুব তাড়াতাড়ি দেখানো যায়। আপনার কাছে যদি সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ থাকে, আপনি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখানোর জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন যেটা মূলত একটা বিষয়কে তুলে ধরে যেটিকে বাইবেল আপনি যে পরিত্রাণ পেয়েছেন সেটা জানার নিশ্চিত উপায় বলে থাকে?" এটা সেই ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেবে যে আপনি তার খুব একটা বেশি সময় নেবেন না। যদি সে আগ্রহী হয় এবং এই ব্যাপারে কথা বলতে চায়, তাহলে আপনি আরো কিছুটা সময় নিতেই পারেন।

সাধারণত, লোকে ছবিতে আগ্রহী হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচারক শেষ করার পরে সেই ব্যক্তি ছবিটি রেখে দিতে চাইবে।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

উপস্থাপনাটি পুনরায় বারবার উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনায় অতিরিক্ত কমেন্ট বা বাখ্যা দেবেন না কারণ যদি এটি সংক্ষিপ্ত থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা এটি সহজে শিখবে। বেশ কয়েকটি উপস্থাপনার পর, বিভিন্ন শিক্ষার্থী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গ্রুপের সামনে এটি উপস্থাপন করতে পারে, যেখানে গ্রুপের সদস্যরা তাদেরকে বিস্তৃতভাবে মনে রাখতে সাহায্য করবে। এরপর, শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হতে পরস্পরের মধ্যে এটি অনুশীলন করতে পারে।

৯ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) অন্তত তিনজন অবিশ্বাসীর কাছে ব্রিজ ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার করুন। প্রতিটি অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন এবং পরবর্তী ক্লাস সেশনে এটি নিয়ে বলার জন্য প্রস্তুতি নিন।

(২) পরবর্তী পাঠের প্রস্তুতির জন্য রোমীয় ১-৩, রোমীয় ৫, এবং রোমীয় ১০ পাঠ করুন এবং ধ্যান করুন।

পাঠ ১০
রোমীয় পথ বা রোমীয় পথ

কোলাস লিডারের জন্য নোট

শিক্ষার্থীরা আগে ব্রিজ ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে তাদের সুসমাচার উপস্থাপনার রিপোর্ট দেবে।

রোমীয় পুস্তকের ভূমিকা

পৌল রোমে ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি সেখানে সুসমচার প্রচার করতে (রোমীয় ১:১৫), বিশ্বাসীদের দৃঢ় করে তুলতে (রোমীয় ১:১১-১২), এবং স্পেনে একটি মিশন ট্রিপের জন্য রোমীয় মন্ডলী থেকে সহায়তা চেয়েছিলেন (রোমীয় ১৫:২৪)।

রোমীয়দেরকে লেখা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল পৌলকে পরিচিত করা এবং রোমীয় বিশ্বাসীদের কাছে তার পরিত্রাণ সংক্রান্ত তত্ত্বটি তুলে ধরা। পত্রটি পরিত্রাণের তত্ত্ব (theology of salvation) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মিশনারী কাজের ভিত্তিমূলটি প্রকাশ করে।

পৌল রোমের মন্ডলীটিকে স্পেনে একটি মিশনারী প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন, যা পশ্চিমে প্রাচীনতম রোমান উপনিবেশ এবং বিশ্বের সেই অংশে রোমান সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

পৌলের রোম সফর তার পরিকল্পনা মতো ঘটেনি। যিরূশালেমে তাকে গ্রেফতার করা হয়। যখন তার মনে হয়েছিল যে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন না, তখন তিনি সিজারের কাছে আবেদন করেন। ভেঙে পড়া সহ একটি বিপজ্জনক যাত্রার পর, তিনি ৬০ খ্রিস্টাব্দে বন্দী হিসেবে রোমে পৌঁছেছিলেন। তিনি বন্দী থাকলেও, তার দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করার অনুমতি ছিল; এবং, তার একটি পরিচর্যা ছিল যা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল (প্রেরিত ২৮:৩০-৩১)। পৌল বলেছিলেন যে রোমের ঘটনাগুলি সুসমাচারকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল (ফিলিপীয় ১:১২)। এমনকি সিজারের পরিবারেও রূপান্তরিত সদস্য ছিল। দুই বছর পর তিনি মুক্তি পান। তবে তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন কিনা তা অজানাই রয়ে গেছে।

পৌলের অনুরোধের প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন উঠে আসবে যে সেগুলি তার মিশনারী ট্রিপ শুরু করতে সাহায্য করবে। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, "কেন আপনাকেই যেতে হবে?" তাই, পৌল সুসমাচার প্রচারের প্রতি তার উৎসর্গের কথা উল্লেখ করে চিঠিটি শুরু করেছেন (রোমীয় ১:১)। পরে তিনি পরজাতিদের কাছে প্রেরিত হিসেবে তার বিশেষ আহ্বান এবং সাফল্য ব্যাখ্যা করেছেন (রোমীয় ১৫:১৫-২০)।

আরেকটি সম্ভাব্য প্রশ্ন হল, "কেন প্রত্যেকের সুসমাচার শোনা দরকার? হয়তো এই বার্তাটি সব জায়গায় প্রয়োজন নেই।" পৌল বিশ্বব্যাপী মানবজাতির জন্য সুসমাচারের সম্ভাব্যতা (রোমীয় ১:১৪-১৬, রোমীয় ১০:১২) এবং মিশনারী কাজের জরুরী প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন (রোমীয় ১০:১৪-১৫)। তিনি দেখিয়েছেন যে এই বার্তাটি বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য এবং প্রতিটি ব্যক্তির এটি আবশ্যিকভাবে শোনা প্রয়োজন।

রোমীয় পুস্তকের সেকাল ও একাল

পত্রটি এখনও মিশনারী কাজের জন্য একটি ভিত্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্যটি পরিবেশন করে। সেইসাথে, এটি আরো অনেক কিছু সম্পন্ন করে। পৌল যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন প্রত্যেকের বার্তা শোনা দরকার, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বার্তাটি কী এবং কেন মানুষ কেবল এইভাবেই উদ্ধার করা পেতে পারে। তিনি কিছু সাধারণ আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তিনি যে বার্তা প্রচার করেছিলেন তার এই ব্যাখ্যা এবং প্রতিরক্ষামূলক বক্তব্যই এই পুস্তকটির বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে এবং এটিই এর মূল কাঠামো।

রোমীয় পুস্তক হল পরিত্রাণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। পৌলের পরিত্রাণের তত্ত্ব ইহূদীবাদী বা জুডাইজারদের (Judaizers) বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা প্রদান করেছে; এবং এটি পরিত্রাণের মতবাদ সম্পর্কে আধুনিক ত্রুটিগুলিও সংশোধন করে।

উইলিয়াম টিন্ডেল (William Tyndale), রোমীয় পুস্তকের প্রস্তাবনায় বলেছিলেন যে পৌলের লক্ষ্য ছিল খ্রিষ্টের সুসমাচারের পুরো শিক্ষাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা এবং সমগ্র পুরাতন নিয়মের একটি ভূমিকা প্রস্তুত করা।[4]

ইতিহাসে দেখা যায়, ঈশ্বর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য রোমীয় কাছে পত্রটি ব্যবহার করেছেন যখন তারা সেগুলি ভুলে গিয়েছিল।

৩৮৬ সালে অগাস্টিন (Augustine) রোমীয় ১৩:১৩-১৪ পড়ার পর তার পাপের জীবন থেকে বিরতি নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন।

১৫১৫ সালে, মার্টিন লুথার (Martin Luther) রোমীয় ১:১৭-এর অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে ঈশ্বরের বিচার থেকে সেই ব্যক্তিই উদ্ধার পাবে যার সেই পরিত্রাণকারী বিশ্বাস আছে। এটি তাকে পরিত্রাণের নিশ্চয়তার ভিত্তি দিয়েছিল যা তিনি দীর্ঘকাল ধরে চেয়েছিলেন। এটা তার বার্তার মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে যে একমাত্র বিশ্বাসেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।

১৭৩৮ সালে জন ওয়েসলি (John Wesley) সেই ব্যক্তিগত পরিত্রাণের আশ্বাস পেয়েছিলেন যা তিনি বছরের পর বছর ধরে চেয়ে আসছিলেন। এটি ঘটেছিল যখন তিনি অন্যান্যদের সাথে মিটিংয়ে ছিলেন যারা শাস্ত্রীয় খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করার অধ্যয়ন করতে নিয়মিতভাবে জড়ো হতেন। তাদের মধ্যে একজন রোমীয় পুস্তকের লুথারের লেখা ভূমিকা পড়ার সময়ে, ওয়েসলি তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত অনুপ্রেরণা অনুভব করেছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "আমি অনুভব করেছি যে আমি আমার পরিত্রাণের জন্য একমাত্র খ্রিষ্টের উপর আস্থা রেখেছি: এবং আমাকে একটি আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তিনি আমার, এমনকি আমারও পাপ দূর করেছেন, এবং আমাকে পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে রক্ষা করেছেন।"[5]

এই তিনজনের জন্যই, রোমীয় পুস্তকের বার্তাটির জ্ঞানলাভ ছিল উদ্যোগী সুসমাচার প্রচারের প্রেরণা। বইটি এখনও পরিত্রাণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মিশনের জন্য একটি ভিত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পাদন করে।

[4] William Tyndale, "Prologue to Romans," *English New Testament*, 1534.
[5] John Wesley, *The Works of John Wesley,* (Kansas City: Nazarene Publishing House, n.d.), 103.

সমগ্র রোমীয় পুস্তকটি হল রোমীয় ১:১৬-১৮ পদে লেখা বিবৃতিটির একটি বিশ্লেষণ।

> "এই পত্রটির সাধারণ উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য বা আদেশ প্রকাশ করা, যা হল,, 'যে কেউ বিশ্বাস করে সে পরিত্রাণ পাবে: যে বিশ্বাস করে না সে শাপগ্রস্থ হবে।'"
> - জন ওয়েসলি (John Wesley)

১-১৪ পদে লেখা সবকিছুই ১৫ পদে লেখা বিবৃতিটির দিকে নিয়ে যায় যেখানে পৌল বলেছেন, "সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমি এত উৎসুক।" ১৬-১৮ পদ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করে যে সুসমাচার কী এবং কেন প্রত্যেকেরই এটি প্রয়োজন। সুসমাচার হল সেই বার্তা যেটি বলে পাপীরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হতে পারে। প্রত্যেকের এই বার্তার প্রয়োজনের কারণ হল তারা ঈশ্বরের ক্রোধের অধীন।

রোমীয় পুস্তকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করার আরেকটি উপায় হল যে এটি সুসমাচারের ব্যাখ্যা, ঈশ্বরের সেই আদেশের উপর ভিত্তি করে, যেখানে বলা হয় যে কেউ বিশ্বাস করে সে পরিত্রাণ পাবে এবং যে বিশ্বাস করে না সে বিনষ্ট হবে।

রোমীয় ১০:১৩-১৫-তে রোমীয় পুস্তকের চরমসীমাটি দেখা যায় যেখানে পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন প্রচারকদের জন্য সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ বিশ্বাসদের দ্বারা পরিত্রাণ পায়, কিন্তু তারা যতক্ষণ না শুনছে, ততক্ষণ বিশ্বাস করবে না।

রোমীয় পুস্তক থেকে একটি সুসমাচার উপস্থাপনা

কেবলমাত্র রোমীয় পুস্তক থেকে পদগুলি ব্যবহার করেই সুসমাচার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সুসমাচারের এই উপস্থাপনাটিকে কখনও কখনও "রোমীয় পথ" (Roman Road) বলা হয়।

প্রতিটি রেফারেন্সের জন্য প্রথম বাক্যটি মনে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

রোমীয় ৩:২৩

"কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে।"

প্রতিটি মানুষই ভুল জেনেও পাপ করেছে।

এই পদটি মানুষের আসল সমস্যাটিকে তুলে ধরে। তারা ঈশ্বরের বাধ্য হয়নি; তারা জেনেশুনে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে। কোনো মানুষই এর ব্যতিক্রম নয়। সর্বদা যা সঠিক তা করার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এই পয়েন্টটিতে আরো জোর দেওয়ার জন্য আপনি রোমীয় ৩:১০ ("ধার্মিক কেউই নেই, একজনও নেই") এবং রোমীয় ৫:১২ ("সব মানুষের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হল কারণ সকলেই পাপ করেছিল") ব্যবহার করতে পারেন।

রোমীয় ৬:২৩

"কারণ পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।"

পাপীরা অনন্ত মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে অনন্ত জীবনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই পদটি দেখায় যে কেন পাপ এতটা গুরুতর। পাপের কারণে, মৃত্যুর শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে। এটি হল অনন্ত মৃত্যু, ঈশ্বরের বিচার, যা প্রত্যেক পাপীর প্রাপ্য।

আমরা যে মৃত্যু অর্জন করেছি তার বিপরীতে, ঈশ্বরের জীবনের উপহার দিয়েছেন, যা আমরা অর্জন করিনি।

রোমীয় ৫:৮

"কিন্তু ঈশ্বর এভাবে তাঁর প্রেম আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন: আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।"

আমাদের জন্য ঈশ্বরের উপহার খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা প্রদান করা হয়েছে।

আমরা যে বিচারের যোগ্য তা আমরা ভোগ করি, এমন ইচ্ছা ঈশ্বরের ছিল না। যেহেতু তিনি আমাদের ভালোবাসেন, সেহেতু আমরা যাতে করুণা পেতে পারি তার জন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি উপায় জুগিয়েছিলেন। যিশু এক বলিদান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি। আমরা পরিত্রাণ লাভের জন্য কিছু করব সেই অপেক্ষায় ঈশ্বর থাকেননি – আমরা পাপী থাকা অবস্থাতেই এটি আমাদের কাছে এসেছে। পরিত্রাণ উত্তম ব্যক্তিদের জন্য নয়, বরং পাপীদের জন্য দেওয়া হয়েছে।

রোমীয় ১০:৯

"যদি তুমি...মুখে স্বীকার করো ও হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে...তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে।"

পাপীর জন্য পরিত্রাণের একমাত্র শর্ত হল যে সে নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করে এবং খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণ হিসেবে ঈশ্বরের ক্ষমার প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করে।

অনুতাপের বিষয়টি কি? যদি একজন ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে অন্যায় করেছে এবং ক্ষমা পেতে চায়, তাহলে সে বোঝায় যে সে তার পাপগুলি ত্যাগ করতে ইচ্ছুক।

রোমীয় ১০:১৩

"কারণ, যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে।"

পরিত্রাণের প্রস্তাব প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত।

কেউ এর বাইরে নয়। কোনো অন্য যোগ্যতার অস্তিত্ব নেই।

রোমীয় ৫:১

"অতএব, বিশ্বাসের মাধ্যমে যেহেতু আমরা নির্দোষ গণ্য হয়েছি, তাই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে।"

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করা আমাদের ঈশ্বরের বন্ধু করে তোলে, আর দোষী বলে গণ্য হই না।

ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির অর্থ হল আমরা আর তাঁর শত্রু নই; আমরা পুনর্মিলিত হয়েছি। যে পাপ ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পৃথক করেছিল তা পথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ধার্মিকগণিত হওয়ার অর্থ হল আর দোষী নয় বলে গণ্য হওয়া। বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়ার অর্থ হল আমাদের ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করা জরুরি।

রোমীয় ৮:১

"অতএব, এখন যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাদের প্রতি কোনও শাস্তি নেই।"

যেহেতু আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই আমরা যে পাপ করেছি তার জন্য আমরা আর দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নই।

খ্রিষ্ট এক পাপহীন জীবন যাপন করেছিলেন এবং ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর দ্বারা ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছিলেন। বিশ্বাসের দ্বারা আমরা তাঁর সঙ্গে চিহ্নিত হই, এবং পিতা ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হই। ঈশ্বর আমাদের এমনভাবে আচরণ করেন যেন আমরা কখনও পাপ করিনি।

উপসংহার

ব্যাখ্যা করুন যে একজন অবিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, নিজেকে একজন পাপী বলে স্বীকার করে, এবং যিশুর বলিদান ও পুনরুত্থানের ভিত্তিতে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারে।

শেখার এবং অনুশীলনের জন্য

এই পদ্ধতিটি শেখার এবং তা অনুশীলন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল, রোমীয় পুস্তকের যে পদগুলি ব্যবহার করবেন সেগুলি আপনার বাইবেলে গোল দাগ দেওয়া বা আন্ডারলাইন করা। এরপর, ব্যবহারের ক্রম অনুযায়ী প্রতিটির পাশে একটি নম্বর লিখুন। উদাহরণস্বরূপ, যে পদটি প্রথমে ব্যবহার করা হবে তার পাশে ১ নম্বর লিখুন।

সুসমাচার উপস্থাপন করা অনুশীলন করুন। প্রতিটি পদ পড়ুন এবং সেটির সঙ্গে যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা বলুন। প্রতিটি পদের (উপরে দেওয়া) পরে প্রথম বাক্যেটিতে যে ধারণাগুলি রয়েছে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপরে, যদি সহায়ক বলে হয়, যা কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন তার জন্য অন্যান্য বাক্য ব্যবহার করুন। এই পাঠে দেওয়া শব্দগুলি হুবহু ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

যতক্ষণ না আপনি কেবল বাইবেলের সাহায্য ছাড়া অন্য কিছু না দেখে এটি করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অভ্যাস করুন।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: দুই বা তিনজন শিক্ষার্থী সকলের সামনে রোমীয় পথের ব্যবহারটি উপস্থাপন করবে। বাকিরা আলোচনা করবে যে কীভাবে উপস্থাপনাটি আরো উন্নত করা যায়। তারপর, শিক্ষার্থীরা অনুশীলনের জন্য জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে যাবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদা আলাদা শ্রোতাদের কাছে দু'বার উপস্থাপনাটি অনুশীলন করতে হবে।

১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) রোমীয় পথ বা রোমীয় পথ ব্যবহার করে, অন্তত তিনজনের কাছে সুসমাচার উপস্থাপন করুন। প্রতিটি কথোপকথনের জন্য একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন এবং আপনি যখন পরবর্তী ক্লাস সেশনে আসবেন তখন এটির বিষয়ে বলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন।

(২) রোমীয় পথ বা রোমীয় পথ-এর শাস্ত্রীয় রেফারেন্স (কেবল আপনার বাইবেল ব্যবহার করুন) থেকে স্মরণ করে লেখার জন্য প্রস্তুতি নিন এবং পরবর্তী ক্লাস সেশনের শুরুতে প্রতিটির জন্য অন্তত একটি বাক্য ব্যাখ্যা করুন।

(৩) পরবর্তী অধ্যায়টি সুসমাচারভিত্তিক প্রচার (evangelistic preaching) সংক্রান্ত । এই পাঠের প্রস্তুতিতে, আপনি প্রচার করেছেন, আপনি শুনেছেন, বা আপনি তৈরি করতে চান এমন একটি সুসমাচারভিত্তিক প্রচারের একটি কাঠামো বা সারসংক্ষেপ লিখুন। পরবর্তী ক্লাস সেশনে সেটি আপনার সাথে নিয়ে আসুন।

১০ নং পাঠের পরীক্ষা

রোমীয় পথ বা রোমীয় পথ সুসমাচার উপস্থাপনায় ব্যবহৃত শাস্ত্রপদগুলি লিখুন। পদগুলির নীচে অন্ততপক্ষে একটি ব্যাখ্যামূলক বাক্য লিখুন। পদগুলি লিখবেন না।

(১) রোমীয় _____

(২) রোমীয় _____

(৩) রোমীয় _____

(৪) রোমীয় _____

(৫) রোমীয় _____

(৬) রোমীয় _____

(৭) রোমীয় _____

পাঠ ১১
সুসমাচারভিত্তিক প্রচার

ভূমিকা

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ করিন্থীয় ১:১৭-২৫ পড়বে। হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের পদ্ধতিটি কী?

ইহুদিরা তাদের জাতিকে উদ্ধার করার জন্য শক্তি খুঁজছিল। তারা ক্ষমতার চিহ্নসহ একটি শক্তিশালী বার্তা চেয়েছিল যা কার্যকরী হবে।

পরজাতিরা জীবনকে বোঝার জন্য এবং জগতে সফলতার জন্য জ্ঞান চেয়েছিল। তারা এমন একটি বার্তা চেয়েছিল যা ব্যাখ্যা করবে যে তারা যা চায় তা কীভাবে পেতে পারে।

ক্রুশ আত্মসমর্পণ এবং আত্মত্যাগের প্রতিনিধিত্ব করে। ইহুদিরা যারা ক্ষমতা চেয়েছিল, তাদের কাছে এটি দুর্বলতা স্বরূপ। পরজাতিরা যারা পার্থিব জ্ঞান চেয়েছিল, তাদের কাছে এটি ছিল মূর্খতা। বাস্তবে, খ্রিষ্টের মৃত্যুতে ঈশ্বরের শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছিল। ক্রুশকে ঈশ্বরের দুর্বলতা এবং মূর্খতার মতো মনে হলেও এটি মানুষের সেরা প্রচেষ্টার চেয়েও বড় বিষয় ছিল।

সুসমাচারের বার্তা মানব জীবনের স্বাভাবিক, পাপপূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। এটি অনুতাপ করার এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। এটি একটি মুর্খামির বার্তার মত মনে হয়, কারণ লোকেরা মূলত তারা নিজেরা যা চায় তা কীভাবে পেতে পারে সেটি জানার জন্য শুনতে চায়।

ঈশ্বর মানুষকে বাঁচানোর জন্য সুসমাচার ব্যবহার করার উপায়টি নির্বাচন করেছেন। তিনি বিশ্বাসীদেরকে যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব দিয়েছেন। *প্রচার* শব্দটি কেবল সেই একজন ব্যক্তিকে বোঝায় না যে জনতার সাথে কথা বলছে, কিন্তু বিভিন্ন রূপে সুসমাচারের সংযোগকে বোঝায়। এই প্যাসেজের বিষয়টি এই নয় যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ঈশ্বরের মনোনীত পদ্ধতি। মূল বিষয়টি হল যে সুসমাচার হল ঈশ্বরের পদ্ধতি।

► যারা বিশ্বাস করে না তাদের কাছে ক্রুশের প্রচার মুর্খতাস্বরূপ – এটির মাধ্যমে এই প্যাসেজটিতে কী বোঝানো হয়েছে?

সুসমাচারভিত্তিক প্রচারের সংজ্ঞা

প্রচার শব্দটিকে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি হিসেবে আরো বৃহত্তরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, এই অধ্যায়ে আমরা *প্রচার* শব্দটিকে এটির সাধারণ বা ব্যবহারিক অর্থেই ব্যবহার করব যেখানে মূলত একজন ব্যক্তি একদল লোকের সামনে ঈশ্বরের বাক্য তুলে ধরে।

সুসমাচারভিত্তিক প্রচার হল যখন একদল লোকের সামনে সুসমাচার উপস্থাপন করা হয়। এটি কেবল শাস্ত্রের যেকোনো বিষয় বা অংশের উপস্থাপনা নয়। এটি হল সুসমাচারের উপস্থাপনা।

সুসমাচারভিত্তিক প্রচারক সাধারণত তার শ্রোতাদের বার্তাটি শোনার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন, এই লক্ষ্য নিয়ে যে তারা অবিলম্বে রূপান্তরিত হবে। বার্তাটি তাদের সেই সিদ্ধান্তে আহ্বান করার জন্যই সাজিয়ে তোলা হয়।

একটি সুসমাচারভিত্তিক বার্তার তথ্য খুব সচেতনভাবে নির্বাচন করা হয়। বার্তার উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে শিক্ষাদান নয়। প্রচারক সেই তথ্য প্রদান করার চেষ্টা করেন যা শ্রোতাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন। এই তথ্যের মধ্যে সুসমাচারের প্রাথমিক ব্যাখ্যা, শ্রোতার কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত, এবং সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য পরিণতি অন্তর্ভুক্ত।

প্রচারটি একটি শান্ত, সুশৃঙ্খল পরিবেশে করা যেতে পারে যেমন একটি মন্ডলী গৃহে জমায়েতে বা অন্য এমন কোথাও লোকেদের ভিড়ে যেখানে তারা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। জনগণ বার্তার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারে, অথবা তা নাও করতে পারে।

► আপনি কোন কোন অবস্থায় সুসমাচার প্রচার হতে দেখেছেন?

সুসমাচারভিত্তিক প্রচারের নির্দেশিকা

যেহেতু একটি মন্ডলীতে প্রচার করা এবং একটি ভিন্ন ধরণের সমাবেশে প্রচার করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, সেহেতু আমরা প্রথমে সেই নির্দেশিকা দেব যা একটি মন্ডলীতে সুসমাচারভিত্তিক প্রচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই পাঠের আরও একটি বিভাগে, আমরা কিছু নির্দেশিকা দেব যা বাইরে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(১) শাস্ত্রের প্যাসেজটি ব্যাখ্যা করুন।

ঈশ্বরের বাক্য শক্তিশালী, তাই প্রচারককে এটি ব্যবহার করতে হবে। বিষয়টি দীর্ঘ হওয়ার বা প্রচারককে এটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। তাকে সুসমাচারের বার্তাটি সমর্থন করে এমন কিছু শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করতে হবে। তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিগুলি শাস্ত্রের উপর ভিত্তিশীল, যাতে ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি কার্যকর হয়। তিনি কোনো পদকে বা সেটির অংশকে এমন কোনো অর্থে ব্যবহার করার জন্য নির্বাচন করবেন না যা এর প্রসঙ্গের অর্থ থেকে ভিন্ন।

(২) তাকে *অনুতাপ* এবং *বিশ্বাস* শব্দ দু'টির সংজ্ঞা দিতে হবে দিতে হবে।

শ্রোতাদের এই শব্দগুলির অর্থ সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকতে পারে। তারা ভাবতে পারে যে অনুতাপ মানে তাদের জীবনকে সঠিক করে তোলা যাতে ঈশ্বর তাদেরকে গ্রহণ করেন। তাদের জানা দরকার যে অনুতাপ মানে হল নিজের পাপের জন্য এতটাই অনুতপ্ত হওয়া যে সে তা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক।

শ্রোতারা ভাবতে পারেন যে, বিশ্বাস মানে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করা বা ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা। তাদের জানা দরকার যে পরিত্রাণের জন্য খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখাই হল ত্রাণকারী বিশ্বাস।

(৩) জোর দিন যে একজন ব্যক্তি রূপান্তরিত হওয়ার মুহূর্তেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

খ্রিষ্টিয়ান বা খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার অর্থ কী এবং একজন ব্যক্তি কীভাবে তা হয় সে সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে। তারা অনুমান করতে পারে যে প্রচারক কেবল চান যে তারা আরো বেশি ধর্মীয় হয়ে উঠুক বা তার মন্ডলীতে যোগদান করুক।

তারা ভাবতে পারে যে তিনি কেবল চান যে তারা আরো কঠোর জীবনযাপন শুরু করুক। জোর দিন যে রূপান্তরে একজন পাপী অনুতপ্ত হয়, ক্ষমা পায় এবং ঈশ্বরের সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুরু করে।

(৪) খ্রিস্টান হওয়ার জন্য লোকেদের মনে যে ভুল কারণগুলি রয়েছে তা নিরসন করুন।

কিছু সমাজে, অধিকাংশ লোক মনে করে যে তারা খ্রিষ্টিয়ান। তারা মনে করতে পারে যে তারা খ্রিষ্টিয়ান কারণ তারা মন্ডলীতে যায়, ভালো কাজ করে, কিছু কিছু বিষয় বিশ্বাস করে বা কিছু আত্মিক অভিজ্ঞতাও লাভ করেছে। রূপান্তরের উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবন এবং অনুতাপের পরে আসা আনুগত্যের বর্ণনা দিন।

(৫) নিশ্চিত হন যে মন্ডলীতে না আসা লোকেরাও আপনার কথা বুঝতে পারছে।

এমন শব্দ ব্যবহার করবেন না যা কেবল ধর্মীয় লোকেরাই জানে। ধর্মীয় রীতিনীতির উল্লেখ করবেন না যা আপনার শ্রোতারা বুঝতে পারে না।

► আপনার মন্ডলীতে এমন কী কোনো কথা বলা হয় যা আপনার এলাকার লোকেরা সম্ভবত বুঝতে পারে না?

(৬) ক্ষমা, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক, এবং অনন্ত জীবনের প্রস্তাব দিন।

এগুলি হল নতুন জন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। অবিশ্বাসীদের উপর যে বিচার এবং অনন্ত শাস্তি আসবে তা বর্ণনা করে পাপীর অবস্থার গুরুতর বিষয়টি দেখান।

(৭) সুসমাচারে যে সুবিধাগুলির প্রতিজ্ঞা নেই সেগুলির প্রতিশ্রুতি দেবেন না।

যদি লোকেরা মনে করে যে পরিত্রাণের প্রস্তাবের মধ্যে ঈশ্বর বা মন্ডলী থেকে বস্তুগত সুবিধা, সমৃদ্ধি, অসুস্থতার নিরাময়, বা জীবনের পরিস্থিতির অন্য কোনো ধরনের উন্নতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাহলে তারা সত্যিই অনুতাপ না করে কেবল সুবিধাগুলি গ্রহণ করার চেষ্টা করতে পারে।

আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন যে ঈশ্বর যখন একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন তিনি তাদের সমস্যাগুলি থেকে রক্ষা করবেন, আশীর্বাদ করবেন এবং সাহায্য করবেন। তবে, আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয় যে তারা যদি খ্রিষ্টের অনুসারী হয়, তাহলে তাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কিছু লোকের ক্ষেত্রে, তাড়নার কারণে জীবন আরও কঠিন হতে পারে।

(৮) রূপান্তরকে স্থানীয় মন্ডলীর সদস্যতার সাথে যুক্ত করবেন না।

একজন ব্যক্তির সত্যিকারের অর্থে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে মন্ডলীর সদস্যপদ পাওয়া উচিত, তবে সদস্যতার শর্তাবলী রূপান্তরের পরে ব্যাখ্যা করা দরকার। একজন ব্যক্তিকে তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করার সময় মন্ডলীর সদস্যতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলবেন না। সুসমাচার প্রচারকের শ্রোতাকে ঈশ্বরের মুখোমুখি করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

► আপনার মন্ডলীর সদস্যপদের জন্য আবশ্যিক শর্ত কী কী, যেগুলি পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়?

(৯) রূপান্তরের জন্য এমন কোনো নিয়ম স্থির করবেন যা পরিপক্কতার মাধ্যমে আসে।

শ্রোতাকে তার জ্ঞাত পাপের জন্য অনুতাপ করার আহ্বান জানান। তাকে জীবনের বিবরণ সম্পর্কে এমন নিয়ম বলবেন না যা সে কিছুকাল বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারবে না। অনুতাপ ও বিশ্বাসের আহ্বান যথেষ্ট কঠিন। এমন কোনো কঠিন বিষয় যোগ করবেন না যা একজন ব্যক্তিকে সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

(১০) আপনি চান তারা কী করুক, তা ব্যাখ্যা করুন।

অনুমান করবেন না যে শ্রোতা জানে যে তার প্রার্থনা করা উচিত এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। অনুমান করবেন না যে সে জানে কীভাবে এগিয়ে আসতে হয় এবং নতজানু হতে হয়। আপনি যখন শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানানর আমন্ত্রণ জানান, তখন তাদের থেকে আপনি ঠিক কী চান তা ব্যাখ্যা করুন। ভীরু প্রকৃতির ব্যক্তিটির জন্য মন্ডলীর পরিবেশ কীভাবে যতটা সম্ভব সহজ করা যায় তা বিবেচনা করুন।

অন্বেষণকারীদের সাথে প্রার্থনা

মানুষ অনেক কারণে প্রার্থনা করতে একত্রিত হতে পারে। কখনো কখনো একজন পাস্টার মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। এখানে তালিকাভুক্ত নির্দেশিকাগুলি প্রার্থনার সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য নয়৷ এই নির্দেশিকাগুলি তাদের সাথে প্রার্থনা করার জন্য প্রযোজ্য যারা একটি সুসমাচারভিত্তিক প্রচারের পর আমন্ত্রণে সাড়া দেয়।

পাস্টারকে নিশ্চিত করতে হবে যে যারা পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করছে তাদের সাহায্য করার জন্য মন্ডলীর কিছু লোক প্রশিক্ষিত হয়েছে। তিনি যখন একটি সুসমাচারমূলক আমন্ত্রণ দেন তখন সাহায্য করার জন্য এই লোকেদেরকে প্রস্তুত করা আবশ্যিক।

কখনো কখনো লোকদের সাথে প্রার্থনা করার কাজে সাহায্য করতে চাওয়া কোনো ব্যক্তি সাহায্যের পরিবর্তে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাস্টারের সেই সমস্যার দিকে নজর রাখা এবং সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যদি একজন ব্যক্তি অবিবেচক আচরণ করে বা ভুল পরামর্শ দিয়ে প্রার্থনার সময় বাধা দেয়, তাহলে সমস্যাটি সংশোধন করার জন্য পাস্টারের যা যা করা দরকার তা করা উচিত।

আমরা বিশ্বাস করি যে একজন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে এবং রূপান্তর অনুভব করতে পারে। সেই বিশ্বাসই প্রার্থনাকারীদের সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য আমাদের নীতিগুলিকে পরিচালনা করে।

অন্বেষণকারীদের সাথে প্রার্থনা করার নির্দেশিকা

(১) অন্তত একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীর প্রার্থনারত প্রত্যেক অন্বেষণকারীকে সাহায্য করা উচিত।

একজন অন্বেষণকারীকে কোনো সাহায্য ছাড়া একা একা প্রার্থনা করতে ছেড়ে দেবেন না। আমরা চাই যেন অন্বেষণকারী একটি নিশ্চিত বিজয় লাভ করে।

(২) জানতে চান যে অন্বেষণকারীর কীসের জন্য প্রার্থনা করছে।

অনুমান করে নেবেন না যে তিনি পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করছেন। এমনকি একটি সুসমাচারভিত্তিক প্রচারের পরেও, লোকেরা বিভিন্ন কারণে প্রার্থনার জন্য আসে। এটি জরুরি নয় যে প্রার্থনারত অন্বেষণকারীকে বাধা দিতে হবে; কিন্তু একটি পর্যায়ে, যে

বিশ্বাসী তাকে সাহায্য করছে তার জিজ্ঞাসা করা উচিত, "আপনি ঈশ্বরের কাছে আপনার জন্য কী চান?" বিশ্বাসী তখন সেই ব্যক্তির যা কিছু প্রয়োজন সেই বিষয়ে তার সাথে প্রার্থনা করতে পারে।

(৩) অন্বেষণকারীকে সম্পূর্ণরূপে অনুতাপ করতে অনুপ্রাণিত করুন।

জিজ্ঞাসা করুন, "আপনি কি পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে ইচ্ছুক, এবং আপনি কি চান যে ঈশ্বর আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন?" ঈশ্বরের কাছে তার অনুতাপের কথা বলতে তাকে উৎসাহিত করুন। জরুরি নয় যে তাকে পাস্টার বা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে তার পাপ স্বীকার করতে হবে, যদি না ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অপরাধ থাকে।

(৪) অন্বেষণকারীকে নিশ্চিত করুন যে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন।

তাকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে এবং ঈশ্বরের ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখার কথা বলুন। যদি সে সন্দেহের সাথে লড়াই করছে বলে মনে হয় তবে তাকে একটি শাস্ত্রীয় প্রতিশ্রুতি দেখান (১ যোহন ১:৯, যোহন ৩:১৬, রোমীয় ৫:৮)।

যদি অন্বেষণকারী তার নিজের কথায় প্রার্থনা করতে অক্ষম বলে মনে হয়, সাহায্যকারী তাকে এমন প্রার্থনা দিয়ে সাহায্য করার প্রস্তাব দিতে পারে যা সেই ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করবে। এটি কিছুটা নিম্নলিখিত প্রার্থনাটির মতো হতে পারে:

"প্রভু, আমি জানি আমি একজন পাপী এবং অনন্ত শাস্তির যোগ্য। আমি আমার পাপের জন্য দুঃখিত এবং সেগুলি ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি – তার কারণ এই নয় যে আমি এটির যোগ্য, বরং আসল কারণটি হল যিশু আমার জন্য মারা গেছেন। পরিত্রাণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন থেকে, আমি তোমার জন্য জীবন যাপন করব।"

সাধারণত, যদি একজন অন্বেষণকারীর একটি নিশ্চিত বিজয়ের প্রার্থনা করতে অসুবিধা হয়, তবে এমন একটি পাপ রয়েছে যা সে ছাড়তে নারাজ। সে ক্ষমার জন্য বিশ্বাস করতে পারে না যতক্ষণ না সে সত্যিকারের অনুতপ্ত হয়।

(৫) রূপান্তরিত ব্যক্তিকে একটি সাক্ষ্য দিতে বলুন।

অন্বেষণকারী যদি বিজয় খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে কারোর তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "ঈশ্বর আপনার জন্য কি করেছেন?" তাকে একটি সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দিতে উৎসাহিত করুন। সে মন্ডলীর কাছে সাক্ষ্য দিতেই পারে, তবে তার অন্ততপক্ষে তাদের কাছে এটি বলা উচিত যারা তার সাথে প্রার্থনা করেছিল।

(৬) পরিত্রাণের একটি মুদ্রিত ব্যাখ্যা দিন।

রূপান্তরিত ব্যক্তিকে তার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিত্রাণের একটি মুদ্রিত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এটি তাকে কী ঘটেছে তা বুঝতে এবং অন্যদের কাছে সেটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে।

(৭) শিষ্যত্বের প্রথম ধাপটির আয়োজন করুন।

শিষ্যত্বের প্রথম ধাপটি সাধারণত একজন পাস্টার বা পরিপক্ক বিশ্বাসীর সাথে একটি মিটিংয়ের মাধ্যমে হবে। নিশ্চিত করুন যে রূপান্তরিত ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে যে তার জীবনে কী ঘটেছে। এর পরে, তিনি একটি ছোটো দলে যোগ দিতে পারেন বা নিয়মিত কারোর সাথে দেখা করতে পারেন।

কারোর তার পরিবারের সাথে দেখা করা, তারা রূপান্তর সম্পর্কে জানে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা এবং তাদের মন্ডলীতে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ থাকতে পারে।

► অন্বেষণকারীদের সাথে প্রার্থনার করার জন্য আপনার মন্ডলীতে কী কী রীতি রয়েছে? উপরে তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি যোগ করার জন্য আপনার কী করা প্রয়োজন?

বাইরে প্রচার করা

যারা মন্ডলীতে আসে না তাদের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই বাইরে প্রচার করা হয়। এটা কঠিন কারণ, শ্রোতারা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সেই জায়গায় আছে এবং তারা মনোযোগ নাও দিতে পারে। গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। সেখানে এমন পরিবেশ থাকে না যা একটি মন্ডলীগৃহে উপসনার দ্বারা তৈরি করা হয়ে থাকে।

বাইরে প্রচার করা একজন প্রচারকের জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা হল যে তার কণ্ঠস্বর এমন থাকতে হবে যা লোকেদের শোনার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী, অথবা তাকে অবশ্যই কোনো অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করতে হবে।

বাইরে প্রচারের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ হল মনোযোগ আকর্ষণ করা। এলাকার লোকজন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় তারা শুনতে চায়, নাকি চায় না। কেউ কেউ কয়েক মিনিটের জন্য শুনবে। তারা আগ্রহী কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনেকেই কেবল একটি বা দুটি বাক্যই শুনবে।

প্রচারককে অবশ্যই ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করতে হবে, এবং প্রতিটি বাক্যের মাধ্যমে অবশ্যই একটি উপযুক্ত বিবৃতি দিতে হবে। তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি বাক্যই হবে প্রথম বাক্য যা কিছু শ্রোতা শুনবে। প্রতিটি বাক্যের জন্য একটি পয়েন্ট তৈরি করা মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে। যদি তিনি একটি গ্রুপকে তার কথা শোনার জন্য সফলভাবে পান, তাহলে তিনি দৃষ্টান্তগুলি বলতে এবং পয়েন্টগুলি আরও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে পারেন।

যদি সম্ভব হয়, প্রচারকের সাথে বিশ্বাসীদের একটি দল থাকা উচিত। যারা পাশ দিয়ে যাচ্ছে তারা যদি অন্যদের শুনতে দেখে, তাদের থামার এবং শোনার সম্ভাবনা বেশি। যদি প্রচারের আগে গান গাওয়ার দল গান করে, তবে এটি সাধারণত লোকজনকে জড়ো করতে সাহায্য করে।

প্রচারকের শ্রোতাদের এগিয়ে আসার এবং পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

সাহায্যকারীদের এলাকার লোকেদের কাছে মুদ্রিত তথ্য বিতরণ করা উচিত।

► আপনার কাছাকাছি এলাকায় মুক্তস্থানে প্রচারের জন্য কী কী সম্ভাব্য ব্যবস্থা রয়েছে?

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

প্রত্যেক শিক্ষার্থী এখন তার সাথে নিয়ে আসা সুসমাচারভিত্তিক সারমনটি দেখবে। তাকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে এটি কীভাবে সুসমাচার প্রচারের জন্য ১০টি নির্দেশিকা পরিপূরণ করে। কীভাবে এটি সংশোধন করা যেতে পারে সেই বিষয়ে তার পরিকল্পনা করতে হবে।

ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সারমন নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময় নাও থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষার্থীদেরকে উদাহরণ দেওয়ার জন্য সেগুলির কয়েকটিকে ক্লাসে একত্রে করতে হবে।

পরবর্তী ক্লাস সেশনে কোনো পাঠ কভার করা হবে না। শিক্ষার্থীরা তাদের সুসমাচারভিত্তিক সারমনগুলি উপস্থাপন করবে এবং তারপর সেগুলি আলোচনা করবে। জরুরি নয় যে সারমনগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রচার করতে হবে, তবে ৫-৭ মিনিটের মধ্যে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে। অনুশীলন সেশনের পর পরবর্তী নির্ধারিত সেশনে ১২ নং পাঠ আলোচনা করবেন।

১১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এই পাঠের নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করে একটি সুসমাচারভিত্তিক সারমন তৈরি করুন। এই সারমনটি একেবারে পুরোপুরি গুছিয়ে লেখার দরকার নেই, তবে মূল বিবৃতিগুলি অবশ্যই লিখতে হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনে আলোচনার জন্য এটি নিয়ে আসুন।

পাঠ ১২
সুযোগের খোঁজ

ভূমিকা

► আমাদের কি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করা দরকার? বাইবেলের কোথায় আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে?

বাইবেলে এমন একটি পদ খুঁজে পাওয়া সহজ নয় যেখানে সরাসরি বলা হয়েছে যে অবিশ্বাসীদের রূপান্তরের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। আমরা যে পদগুলি বেশি দেখতে পাই সেগুলি বলে যে সুসমাচারের সক্রিয় বিস্তারের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত (২ থিষলনীকীয় ৩:১, ইফিষীয় ৬:১৯, কলসীয় ৪:৪, প্রেরিত ৪:২৯)।

আমরা জানি যে সুসমাচারের সাফল্যের পাশাপাশি আমাদের অবিশ্বাসীদের রূপান্তরের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। আমাদেরকে সকলের জন্য প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে সেই প্রার্থনাও অন্তর্ভুক্ত যাতে অবিশ্বাসীরাও রূপান্তরিত হয় (১ তিমথি ২:১)। আমাদের বলা হয়েছে মানুষকে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা করতে (২ তিমথি ২:২৫), এবং এই কাজে ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা উপযুক্ত হবে।

প্রথম প্রজন্মে সুসমাচার প্রচার

মন্ডলী যখন সর্বোত্তম অবস্থায় থাকে, তখন সুসমাচার প্রচার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে। প্রেরিত পুস্তকে মন্ডলীর প্রথম প্রজন্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সেখানে মনে হয় সবাই আনন্দের সাথে সুসমাচার প্রচার করছিল।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য প্রেরিত ২:৪৬-৪৭ পাঠ করবে।

স্পষ্টতই, মন্ডলীর সহভাগিতা এতটাই শক্তিশালী এবং জীবন্ত ছিল যে এটি স্বাভাবিকভাবেই অন্যদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। এটি আমাদের শেখায় যে যদি একটি মন্ডলী নতুন লোকেদের আকৃষ্ট না করে, তবে এর সহভাগিতা ততটা শক্তিশালী নয় যতটা হওয়া উচিত।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য প্রেরিত ৫:৪২ পাঠ করবে।

প্রেরিতরা এবং অন্যরা সর্বত্র এবং সর্বদা সুসমাচারের সুযোগ খুঁজে পেয়েছিল। কিছু মন্ডলী সুসমাচার প্রচার করছে না, এবং তারা নিশ্চিত নয় যে কীভাবে শুরু করবে। তারা জানে না কীভাবে সুসমাচারের সুযোগ খুঁজে পাওয়া যায়।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য প্রেরিত ৮:১-৪ পাঠ করবে।

অত্যাচারের কারণে অনেক বিশ্বাসী যিরূশালেম ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেছিল। তারা যে সমস্ত জায়গায় গিয়েছিল সেখানেই তারা সুসমাচার প্রচার করেছিল৷ তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা খ্রিষ্টীয় জীবনের অংশ ছিল।

মন্ডলী সম্পর্কে তর্কবিতর্ক

অবিশ্বাসীদের সামনে কখনো মন্ডলী নিয়ে তর্কবিতর্ক করবেন না। আপনি যখন সুসমাচার প্রচার করেন, তখন অন্য মন্ডলীর সমালোচনা না করার চেষ্টা করুন। আত্মিক যুক্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য অবিশ্বাসীদের মধ্যে আত্মিক বিচক্ষণতা নেই। বিশ্বের বহু মানুষ বলে যে মন্ডলীর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই তারা খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস করে না।

যদি কেউ ধর্মতত্ত্বগত পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য জোর করে, তাহলে তাকে শাস্ত্রীয় উত্তর দিন, সেইসাথে তাকে সুসমাচারের অগ্রাধিকারে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। আপনি বলতে পারেন, "এইরকম প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিত্রাণ পাওয়া এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।" যদি তারা আপনাকে তাদের পরিচিত কোনো খ্রিষ্টিয়ান ব্যক্তি সম্পর্কে বলে, হতে পারে কোনো আত্মীয় বা কোনো পাস্টার, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির মতবাদ সম্পর্কে সমালোচনামূলক কথা না বলার চেষ্টা করুন।

যদি আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হয় কেন আপনার মন্ডলী অন্যদের থেকে আলাদা, আপনি বলতে পারেন, "একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাপের অনুতাপ করা, ক্ষমা পাওয়া এবং ঈশ্বরের আনুগত্যে জীবনযাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মন্ডলী সেই অগ্রাধিকারের উপর জোর দেয়, তাই আমরা অন্য কিছুর উপর জোর দেয় এমন মন্ডলী থেকে আলাদা।"

কিছু কঠিন প্রশ্ন

কিছু বিশ্বাসী সুসমাচার প্রচার করতে ভয় পায়, কারণ তারা কঠিন প্রশ্নগুলিকে ভয় পায়। শিখতে থাকা ভালো ব্যাপার, কিন্তু আসল সত্য হল যে অধিকাংশ বিশ্বাসী জানেই না কীভাবে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আপনার সব উত্তর জানার দরকার নেই।

যদি কেউ এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যার উত্তর আপনি দিতে পারেন না, আপনি এইরকম কিছু বলতে পারেন: "আমি প্রশ্নটার সেরা উত্তরটা জানি না। তবে, আমাদের মন্ডলীর কেউ এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আমি বাইবেলকে বিশ্বাস করি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈশ্বরকে জানা এবং পরিত্রাণ পাওয়া। আমি জানি কীভাবে আপনি পরিত্রাণ পেতে পারেন।"

যদি কোনো ব্যক্তি বলে, "আমি বাইবেলকে বিশ্বাস করি না," বা "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না", তাহলে আপনি সেই কথোপকথনটি দুটি ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে পারেন। আপনি তাকে তার মতামতের কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তাকে কিছু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। অন্যথায় আপনি তাকে বলতে পারেন, "আপনি সম্ভবত এই বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, আপনি বাইবেলকে বিশ্বাস না করলেও, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসেবে আপনি বাইবেলের প্রাথমিক বার্তাটি জানতে চান। আমি কি সেটা আপনাকে দেখাতে পারি?" এটি করার মাধ্যমে আপনি তর্ক না করে সুসমাচার প্রচার করতে পারেন। ঈশ্বর পরে তাকে প্রভাবিত করার জন্য বার্তা ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি যখন সুসমাচার প্রচার করছেন, তখন আপনার এমন কারোর সাথে দেখা হতে পারেন যে শুধু তর্ক করতে চায়। আপনাকে তার সাথে বেশি সময় নষ্ট করা এড়াতে হবে। আপনি যদি সব সঠিক কথাও বলেন, তবুও তিনি সম্ভবত সত্য গ্রহণ করবেন না। সুসমাচারের মূল বিষয়গুলি বলার চেষ্টা করুন, তারপরে এগিয়ে যান এবং অন্য কারোর সাথে কথা বলুন।

সুসমাচারের পক্ষসমর্থন

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য তীত ১:৯-১১ পাঠ করবে। সুসমাচারের পক্ষসমর্থন করার কারণ হিসেবে এই অনুচ্ছেদটি কী বলে?

একজন পাস্টারের নিজের মধ্যে যে ক্ষমতাগুলি বিকাশ করা উচিত তার মধ্যে একটি হল জগতের দর্শনের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টীয় সত্যকে রক্ষা করার ক্ষমতা। এটি বিভিন্ন মন্ডলীর মতবাদ সম্পর্কে যুক্তির কথা বলা নয়, কিন্তু সুসমাচারের বিপরীতে বিশ্বের প্রতিরোধ।

যে কারণে আমাদের সত্যকে রক্ষা করতে হবে তা কেবল একজন তর্কপ্রিয় ব্যক্তিকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা নয়, বরং যারা তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদের সাহায্য করা। অনেকেই এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি যে তারা আসলে কী বিশ্বাস করবে। তাদের খ্রিষ্টীয় সত্যের পক্ষসমর্থন শোনা প্রয়োজন।

অধিকাংশ বিশ্বাসীই এই ধরনের তর্ক করতে পর্যাপ্তভাবে সক্ষম নয়। প্রত্যেক বিশ্বাসীর যতটা সম্ভব শেখা উচিত, কিন্তু কেউ কেউ বিশেষভাবে প্রতিভাশীল এবং সেই কাজের জন্য প্রস্তুত।

তর্ক করার সময়, আপনার উদ্দেশ্য দেখানো গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একটি প্রতিযোগিতায় জেতার চেষ্টা করছেন না। আপনি ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে সেই ব্যক্তির সাথে লড়াই করছেন না। আপনাকে দেখাতে হবে যে সত্য আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি লোকেদের বিষয়ে চিন্তা করেন। যদি সে সুসমাচার বিশ্বাস না করে, তবে তার আত্মা হারিয়ে যাবে। এজন্য আপনি তার মন পরিবর্তন করতে চান। আপনি অনেকটা এরকমভাবেও বলতে পারেন, "আমি চাই আপনি ঈশ্বরকে জানুন এবং পরিত্রাণ পান, এবং আমি চিন্তিত যে আপনি এমন কিছু বিশ্বাস করেন যা আপনাকে ঈশ্বরের কাছে আনবে না।"

সুযোগ তৈরি করার দক্ষতা বিকাশ

আমাদের কাছে বাইবেলের ইতিহাসে এমন কিছু রেকর্ড আছে যখন একজন সুসমাচার প্রচারক প্রচারের একটি বিশেষ সুযোগ খুঁজে পেয়েছিলেন।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য প্রেরিত ৮:২৬-৩৯ পাঠ করবে। অন্য একজন শিক্ষার্থী বাকিদের জন্য কাহিনীটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করবে। কীভাবে এই ঘটনায় ঈশ্বরের আত্মা সক্রিয় হয়েছিলেন? কীভাবে ফিলিপ সুসমাচারের সুযোগটি বুঝতে পেরেছিলেন?

সুসমাচারের সুযোগ বুঝতে পেরেছিলেন এমন আরেকজন সুসমাচার প্রচারকের উদাহরণ হলেন যিশু নিজেই।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য যোহন ৮:৭-১৪ পাঠ করবে। অন্য একজন শিক্ষার্থী বাকিদের জন্য কাহিনীটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করবে।

যিশু এবং শমরীয়া নারীর মধ্যে এই কথোপকথনে জাতিগত দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় বিবাদ, এবং জীবনের কর্তব্যের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। যিশু এই বিষয়গুলি খুব বেশি সময় ব্যয় করেননি, বরং সেই নারীর আত্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকে বেশি দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

যখন আপনি সুসমাচার উপস্থাপনা করার বিষয়টি শিখেছেন, এরপর আপনাকে এটি লোকেদের কাছে প্রচার করার সুযোগগুলি খুঁজতে হবে। কখনো কখনো কেউ আপনার কাছে সুসমাচার শুনতে চাইতে পারে, কিন্তু সুযোগ সাধারণত এতটা সচারচর নয়।

কিছু কিছু বিশ্বাসী মনে করে যে সুসমাচার প্রচার করা বেশ কঠিন ব্যাপার, কারণ তারা মনে করে যে লোকেরা এটি শুনতে আগ্রহী নয়। তারা মনে করে ধর্মের বিষয়ে আলাপচারিতা শুরু করার কঠিন ব্যাপার।

সুসমাচার মানুষের অনেক উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করে। তাই, একটি কথোপকথনে সুসমাচার নিয়ে কথা বলা কঠিন নয়।

এই পাঠে, আমরা এরপর সেইসব কারণগুলি নিয়ে কথা বলব যেগুলির জন্য মানুষ সুসমাচারের আগ্রহী হয়।

বিভিন্ন উদ্দেশ্য

পরিত্রাণের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার জন্য মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল উদ্দেশ্য থাকলেও, অনেক সঠিক উদ্দেশ্যও রয়েছে।

► আপনার সুসমাচার গ্রহণের কারণটি কী ছিল? একাধিক শিক্ষার্থীকে তাদের রূপান্তরের কারণ আলোচনা করতে বলুন।

এখানে মানুষের পরিত্রাণ চাওয়ার বিভিন্ন উদ্দেশ্য তুলে ধরা হল।

- নরকে না গিয়ে স্বর্গে যাবার জন্য (বা বিচারের ভয়)
- জীবনে পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য লাভের জন্য।
- নিরাপত্তা, মনের শান্তি এবং ভয় থেকে মুক্তি লাভের জন্য।
- ক্ষমা পাওয়ার জন্য, দোষমুক্ত হওয়ার জন্য (বিশুদ্ধ অন্তর)
- আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ এবং পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য
- ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা করার জন্য (ঈশ্বরকে জানা)
- খ্রিষ্টের অনুগামীদের সাথে সহভাগিতা করার জন্য
- আত্মিক চাহিদায় সন্তোষ লাভের জন্য (সত্যিকারের আনন্দ)
- পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।
- সত্য জানার জন্য।

এগুলি হল ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার সরাসরি সুবিধা। এগুলি কোনো জাগতিক বিষয় নয়, যা অন্তনকালীন মূল্যবোধের বিপরীত। একজন ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তার মধ্যে এগুলির অভাব দেখা যায়।

► এই তালিকাটি দেখুন এবং কোনগুলি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করুন। আপনি রূপান্তরিত হওয়ার আগে কোনগুলি আপনাকে আকর্ষণ করেছিল? আপনি রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোনগুলি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল?

একজন অবিশ্বাসী তার কথার মধ্যে দেখাতে পারে যে সে পরিত্রাণের এই সুবিধাগুলির মধ্যে একটির প্রয়োজন অনুভব করে। প্রচারক সেই প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সুসমাচার প্রচার করার জন্য তার পদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। বলুন, "মানুষের _____ না থাকার কারণ হল তারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। বাইবেল আমাদের বলে যে কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে ফিরে আসা যায়।"

এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা রূপান্তরিত হবে এমন কোনো ব্যক্তিকে জাগতিক সুখের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। যে ব্যক্তি এই কারণে খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয় সে সম্ভবত সত্যিই পাপের অনুতাপ করছে না এবং তাই সে পরিত্রাণের সুবিধা পাবে না। আমাদের জাগতিক সুখের প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার আরেকটি কারণ হল যে বাইবেল বিশ্বাসীদের জন্য ভালো পরিস্থিতির প্রতিশ্রুতি দেয় না; পরিবর্তে, এটি তাড়নার পূর্বাভাস দেয় (২ তিমথী ৩:১২)।

একজন ব্যক্তির খ্রিষ্টের অনুসারী হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সে তার অপরাধ এবং আসন্ন বিচার বুঝতে পারে। উপরের তালিকার অন্যান্য জিনিসগুলি একজন ব্যক্তিকে এইটা বুঝতে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যে সে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন।

কথোপকথনের মধ্যে সুযোগগুলি বুঝতে পারা

► সুসমাচার জানানোর জন্য আপনি কোন কোন সুযোগ ব্যবহার করেছেন?

► আপনার মধ্যে কারোর কি এটি ব্যবহার করে সুসমাচার প্রচারের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়েছে? কারণ হিসেবে আপনার কী মনে হয়?

কখনো কখনো সহজেই একটি সুযোগ আসে। এই ক্ষেত্রে, আপনি সহজভাবে সুসমাচার ব্যাখ্যা করা শুরু করতে পারেন। আপনি যদি তাদের শাস্ত্রের পদগুলি দেখাতে চান, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "বাইবেল খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার উপায় সম্পর্কে কী বলে তা বোঝানোর জন্য আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখাতে মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন?" আপনি যদি ব্রিজ ডায়াগ্রামটি দেখাতে চান, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আপনাকে একটা ছবি এঁকে দেখানোর জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেবেন যেটা মূলত একটা বিষয়কে তুলে ধরে যেটিকে বাইবেল আপনি যে পরিত্রাণ পেয়েছেন সেটা জানার নিশ্চিত উপায় বলে থাকে?"

বিভিন্ন বিষয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে রাস্তার তৈরি হয়। এখানে বর্ণিত কথোপকথনভিত্তিক উপায়গুলির মধ্যে যে কোনো একটিকে ব্রিজ ডায়াগ্রাম বা রোমান রোডের মতো শাস্ত্রাংশ থেকে একটি সুসমাচার উপস্থাপনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

► আপনাদের মধ্যে কতজন মানুষকে তাদের জীবনের কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ করতে শুনেছেন?

কখনো কখনো লোকেরা তাদের জীবনের কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করে। জিজ্ঞাসা করুন, "জীবন এত কঠিন কেন?" তারা উত্তর দেওয়ার পরে, বলুন "আমি কি আপনাকে এমন একটি ছবি দেখাতে পারি যেটি ব্যাখ্যা করে যে জীবন কেন এত কঠিন?" এই বলে শুরু করুন যে ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর সাথে সুসম্পর্কে থাকি এবং জীবন এখন যেমন আছে তেমনটি তিনি চাননি। পৃথিবী পাপের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবার ছবি দেখানো শুরু করুন।

সরাসরি শাস্ত্র থেকে একটি উপস্থাপনা ব্যবহার করতে, রোমান রোডের মতো, আপনি বলতে পারেন, "বাইবেল ব্যাখ্যা করে যে জীবন কঠিন কারণ প্রত্যেকেই পাপ করেছে। পাপ পৃথিবীতে অভিশাপ নিয়ে এসেছে।" রোমীয় পথ দিয়ে ক্রমাগত বলতে থাকুন।

যদি একজন ব্যক্তিকে ধার্মিক বলে মনে হয়, আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস কী। অথবা আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আপনার কী মনে হয় যে একজন ব্যক্তি কীভাবে জানতে পারে যে সে স্বর্গে

যাবে?" তার উত্তর শোনার পর, জিজ্ঞাসা করুন "আমি কি আপনাকে একটি ছবি দেখাতে মাত্র দু'মিনিট সময় নিতে পারি যেটি ব্যাখ্যা করে যে একজন ব্যক্তির স্বর্গে যাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বাইবেল কী বলে?"

► আপনি কি কখনো শুনেছেন লোকেরা পৃথিবীর খারাপ অবস্থা বা দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে? আপনি কীভাবে সেটিকে সুসমাচার প্রচারের একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করবেন?

যদি একজন ব্যক্তি দেশের সমস্যা, পৃথিবীর অভুক্ত অবস্থা বা দারিদ্র্য বা যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে কথা বলে, তাহলে জিজ্ঞাসা করুন, "আমি কি আপনাকে এমন কিছু শাস্ত্রাংশ দেখাতে পারি যা ব্যাখ্যা করে যে কেন পৃথিবী এমন অবস্থায় পরিণত হয়েছে?"

দেখান যে পৃথিবীর এইরকম অবস্থার কারণ হল অবিশ্বাসীরা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। ইঙ্গিত করবেন না যে পরিত্রাণ তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত সমস্যার সমাপ্তি ঘটাবে, তবে দেখান যে ব্যক্তিগত পরিত্রাণ হল ঈশ্বরের সমাধানের শুরু। একদিন একটি নতুন স্বর্গ এবং পৃথিবী হবে এবং যারা এখন ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়েছে, তাদের জন্য সেই সমস্যাগুলি আর থাকবে না।

শুরুর প্রশ্নের ব্যবহার

একটি কথোপকথন শুরু করার জন্য প্রশ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং তারপরেই আলোচনাটি সুসমাচারের জন্য একটি সুযোগের দরজা খুলে দেবে।

সহজতম প্রশ্নটি হল এটি জিজ্ঞাসা করা যে "আপনি কি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী?" বেশিরভাগ মানুষই এই প্রশ্নে বিব্রত হয় না। যদি সেই ব্যক্তি "না" বলে, তাহলে আপনি বলতে পারেন, "আমি কি আপনাকে বলতে পারি যে একজন ব্যক্তি কীভাবে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতে পারে সেই ব্যাপারে বাইবেল কী বলে?"

যদি সেই ব্যক্তি বলে, "হ্যাঁ, আমি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী", আপনি বলতে পারেন, "খুব ভালো। আপনি কীভাবে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়েছিলেন?" যদি উত্তরটি ভুল হয় বা ব্যক্তিটি বিভ্রান্ত বলে মনে হয়, তাহলে আপনি তাকে একজন ব্যক্তি কীভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয় সে সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা ব্যাখ্যা করার প্রস্তাব দিতে পারেন।

এই বিভাগে উপরের প্রশ্নটি কথোপকথন চলাকালীন অন্যান্য শুরু করার প্রশ্নের মতো ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে আরো কিছু প্রশ্নের উদাহরণ দেওয়া হল।

"আপনার মতে জীবনের উদ্দেশ্য কী?" ব্যক্তিটিকে তার মতামত দিতে দিন। তার বক্তব্যে যা কিছু ভালো তার সাথে সহমত হন। তারপর বলুন, "আমাদের উদ্দেশ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ঈশ্বরকে জানা। তিনি আমাদেরকে তার সাথে সম্পর্কে থাকার জন্য গড়ে তুলেছেন। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার উপায় সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা কি আমি আপনাকে দেখাতে পারি?"

"আপনার মতে আনন্দের চাবিকাঠি কী?" তারা যা কিছুই বলুক, আপনি বলতে পারেন, "অনেক লোক যাদের এটি আছে তারা খুব বেশি সময় খুশি বলে মনে হয় না। বাইবেল আমাদের বলে যে আনন্দ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে (গীতসংহিতা ১৬:১১)। আমি কি আপনাকে এমন একটি ছবি দেখাতে পারি যা ব্যাখ্যা করে যে একজন ব্যক্তি কীভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে?"

"আপনি কি মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করেন? আপনার এটা ঠিক কেমন মনে হয়?" তারপর বলুন, "বাইবেল বলে যে প্রত্যেক ব্যক্তি হয় স্বর্গ বা নরকে যাবে। কীভাবে স্বর্গে যেতে হয় সে সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা কি আমি আপনাকে দেখাতে পারি?"

"আপনার মতে বাইবেলের প্রাথমিক বার্তাটি কী?" এটি আপনাকে ৯ নং পাঠের ছবিগুলি দেখানোর সুযোগ করে দেবে।

► এগুলির সাথে মিল আছে এমন কোনো পদ্ধতি কি কেউ ইতমধ্যেই ব্যবহার করেছেন? এটি কীভাবে কাজ করেছিল?

ক্লাসের প্রত্যেক সদস্য এই পাঠে বর্ণিত প্রতিটি পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না। এটি সম্ভব যে একটি পদ্ধতি প্রতিটি সংস্কৃতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে।

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে তার নিজের পদ্ধতি গড়ে তোলার উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করা।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

পরবর্তী পাঠে সুসমাচারের ট্র্যাক্ট বিলি করার নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন যে বিতরণের জন্য কোথায় ট্র্যাক্ট পাওয়া যাবে। যদি সম্ভব হয়, পরবর্তী ক্লাস সেশনে ট্রাক্টের সরবরাহ নিয়ে আসুন।

শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন কোথায় ট্র্যাক্ট যদি সম্ভব হয়, পরবর্তী ক্লাস সেশনে নিয়ে আসুন।

১২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এই সপ্তাহে সুসমাচার প্রচার চালিয়ে যাওয়ার সময়, এই শুরুর প্রশ্নগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন বা আপনার নিজের মত করে কিছু তৈরি করুন। লক্ষ্য করুন কীভাবে এগুলি কাজ করে এবং তার বর্ণনা দিয়ে একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন। পরবর্তী ক্লাস সেশনে আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলার জন্য প্রস্তুতি নিন।

পাঠ ১৩
সুসমাচার প্রচারের মানানসই পদ্ধতিসমূহ

ভূমিকা

► আপনার কী মনে হয় নতুন নিয়মের সময়ের থেকে এখনকার সুসমাচার প্রচারের কাজ কতটা আলাদা?

► আপনার কী মনে হয় আপনার দেশে যখন মিশনারীরা প্রথম এসেছিল, সেই সময় থেকে এখনের সুসমাচার প্রচার কতটা আলাদা?

ইতিহাসে সুসমাচার প্রচার: জন ওয়াইক্লিফ এবং জন ওয়েসলি-র দৃষ্টান্ত

জন ওয়াইক্লিফ (John Wycliffe) ইংল্যান্ডের একজন পাস্টার ছিলেন। তার জীবনকাল ১৩২৪-১৩৮৪। সেই সময়, বাইবেল সাধারণত মানুষের ভাষায় পাওয়া যেত না। রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাদেরকে যা শিখত, লোকেদের তার উপরেই নির্ভর করতে হত। বেশিরভাগ লোকই সুসমাচার জানত না। এমনকি বহু ক্যাথলিক যাজক বাইবেল ভালো করে জানত না। যাজকরা সাধারণত ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করার জন্য এবং টাকা আদায় জন্য দেশের নানা জায়গায় যেত। বেশির ভাগ চার্চই এমন যাজকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যারা সুসমাচার প্রচার করত না। ওয়াইক্লিফ এবং তার সাহায্যকারীরা ইংরাজিতে বাইবেল অনুবাদ করেন। সেই সময় মেশিনে প্রিন্ট করা উপলব্ধ ছিল না, তাই তারা পুরোটাই হাতে লিখেছিলেন। তারা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সর্বত্র বিভিন্ন দল তৈরি করে বাইবেলের শিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকেরা তাদেরকে "গরীব যাজক" (poor priests) বলত কারণ তারা টাকা চাইতেন না।

সুসমাচার প্রচারের পদ্ধতি অবশ্যই একটি সমাজের পরিস্থিতির সাথে মানানসই হতে হবে। ওয়াইক্লিফ এবং তার সাহায্যকারীরা সুসমাচারের প্রাথমিক দিকটি বুঝেছিলেন; তারা বাইবেলের বার্তা সরাসরি লোকেদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

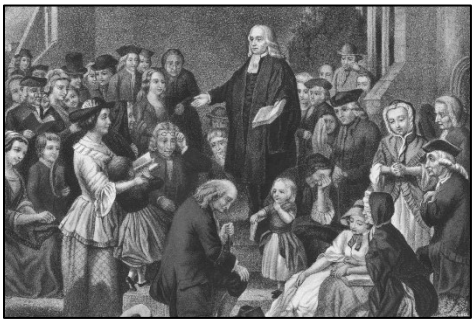

জন ওয়েসলি (John Wesley) ইংল্যান্ডে ১৭০৩-১৭৯১ জীবন কাটিয়েছেন।[6] সেই সময় অ্যাংলিকান চার্চ বিত্তশালী বা ধনী লোকদের মন্ডলী হয়ে উঠেছিল। তারা ধর্মীয় আচার পালনে বেশি গুরুত্ব দিত এবং সুসমাচারের স্পষ্ট শিক্ষা দিত না। দেশের বেশিরভাগ গরীব লোকেরই সেই চার্চগুলিতে ঢোকার অনুমতি ছিল না এবং তারা সুসমাচার জানত না। ওয়েসলি একজন অ্যাংলিকান যাজক ছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যেন লোকেরা সুসমাচার জানতে পারে। একদিন সকালে, তিনি এমন একটা জায়গায় গিয়েছিলেন যেখান দিয়ে কয়লা খনির শ্রমিকরা তাদের কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছিল। তিনি প্রচার করেছিলেন, এবং বহু লোক সেখানে থেমে গিয়ে তার প্রচার শুনেছিল।

[6] ছবি: "John Wesley preaching on his fathers grave", by Currier & Ives, retrieved from the Library of Congress Prints and Photographs Division, https://www.loc.gov/pictures/item/2002707689/, "কোনো নিষেধাজ্ঞা অজানা"

এরপর, তিনি তার বাকি জীবনের প্রায় প্রত্যেকদিনই বাইরে প্রচার করতেন। কয়েক হাজার লোক তার পরিচর্যার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছিল।

► আপনার এলাকায় কোন মিশনারী প্রথম সুসমাচার আনার জন্য স্মরণীয়?

মানানসই পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

২০০৩ সালে এক ভদ্রলোক তার পরিবারের সাথে লন্ডন যাচ্ছিলেন এবং সেই সময় তিনি বিশ্রামের জন্য একটি পার্কে থামেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে একজন মহিলা পার্কের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে একটি বাইবেল ছিল এবং তিনি কথা বলছিলেন। সেই ভদ্রলোক কাছে যান এবং শুনতে পান যে মহিলাটি কোনো ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে সেই মহিলার এক বন্ধু কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন, তা দেখে তিনি সেই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেখানে কী হচ্ছে। বন্ধুটি উত্তর দেন, "আমরা একটা দলের অংশ যেটা মূলত বাইরে প্রচার করার রীতি অনুসরণ করে চলেছে, ঠিক যেমন ওয়েসলি করতেন। কখনো কখনো, আমরা জনবহুল এলাকাতেও প্রচারের জন্য যাই।" তবে, সেই ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছিলেন যে মহিলাটি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখান দিয়ে খুব কম লোকই যাচ্ছিল, খুব বেশি লোক তার কথা শুনছিল না, এবং তার স্টাইল বাইরের লোকদের আকর্ষণ করার মতো খুব একটা কার্যকরও ছিল না। তিনি এই রেওয়াজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি সেই পদ্ধতিকে কার্যকর করার জন্য আসল সবকিছুরই অভাব ছিল।

পদ্ধতি সবসময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানানসই হতে হবে। কিছু কিছু সময় লোকেরা ধরে নেয় যে সুসমাচার প্রচারের কেবল একটিই পদ্ধতি রয়েছে, এবং তারা এমন একটা পদ্ধতির অভ্যাস করে যায় যা আর কার্যকর নয়। কিছু কিছু সময় লোকেরা এটাও মনে করে যে একটা পদ্ধতি যা কোনো একটি জায়গায় কার্যকর ছিল তা সব জায়গাতেই কার্যকর হবে, কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়।

বহু জায়গায় মন্ডলী বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং অপরিচিত লোকদের দরজায় কড়া নেড়ে সুসমাচার প্রচার করেছে। এই পদ্ধতির ফলে অনেক মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু এটি সব জায়গায় কার্যকর হবে না।

কিছু মন্ডলী বাস কিনেছে এবং লোকেদের মন্ডলীতে আসার প্রস্তাব দিয়েছে। রবিবার সকালে, তারা লোকেদের জড়ো করার জন্য আশেপাশের এলাকার মধ্যে দিয়ে বাসটি চালায়। বহু লোক এই বাস মিনিস্ট্রির মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু সেই পদ্ধতি সব জায়গায় কাজ করবে না।

বহু মন্ডলী রবিবারে মন্ডলীগৃহের কাছে আসা লোকেদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছে। তারা লোকেদেরকে বেদীর কাছে এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানায়। কয়েক হাজার লোক এই পদ্ধতির দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ অবিশ্বাসীই মন্ডলীতে আসে না। বেশিরভাগ লোকই সুসমাচার শুনবে না, যদি না কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে কথোপকথনের সময় সুসমাচার প্রচার করে।

প্রেরিত পৌল ছিলেন সুসমাচার প্রচারের মানানসই পদ্ধতি ব্যবহারের এক আদর্শ উদাহরণ। তিনি ইহুদীদের সিনাগগে কথা বলতে পারতেন কারণ তিনি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ইহুদি গুরু (রব্বি) ছিলেন, এবং তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যিশুই মশীহ। তিনি সেইসব জায়গাতেও প্রচার করতেন যেখানে বহু লোক তাদের দার্শনিক ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করতে সমবেত হতেন। কিছু কিছু সময় তিনি বাজার এলাকাতেও প্রচার করতেন। প্রায়শই, তিনি পারিবারিক জমায়েতে প্রচার করতেন।

কিছু আধুনিক পদ্ধতি

লোকেরা সুসমাচার সম্পর্কিত কথোপকথন শুরু করার জন্য বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করেছে। কিছু কিছু মন্ডলী সমীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যবহার করেছে। তারা বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে গেছে এবং এরকম কিছু প্রশ্ন করেছে: "আপনার কী মনে হয়, কমিউনিটির মধ্যে মন্ডলীর কী করা উচিত? খ্রিষ্টধর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস কী? আপনার কাছে একজন খ্রিষ্টিয়ানের বর্ণনা কী? একজন ব্যক্তি কীভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতে পারে?" একজন ব্যক্তির মতামতে ধৈর্য্য ধরে শোনার পর, একজন খ্রিষ্টিয়ান জিজ্ঞাসা করতে পারে, "আমি কি আপনাকে বলতে পারি যে বাইবেল একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী সম্পর্কে কী বলে?"

কিছু কিছু সময় সুসমাচার প্রচারকরা কোনো জনবহুল স্থানে এমন একটা ছবি বা ডায়াগ্রাম এঁকে লোকেদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যা সুসমাচারকে তুলে ধরে। কেউ কেউ চক দিয়ে ছবি আঁকে। আবার কোনো কোনো সুসমাচার প্রচারক গল্প বলতে বলতে একটা বোর্ডে রঙিন ছবি আটকায়।[7]

কিছু মন্ডলী তাদের কমিউনিটির লোকদের প্রয়োজনীয় কোনো বাস্তবিক বিষয়ে একটি সেমিনার করে থাকে। যেকোনো বিষয় হতে পারে, যেমন বিবাহ, সন্তান লালন-পালন, ব্যবসায়িক নীতি, স্বাস্থ্য বা কোনো ধরনের কাজের প্রশিক্ষণ। মন্ডলী যখন সমাজের চাহিদা পূরণ করে তখন তা একটি উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাইবেলের সত্য দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে প্রযোজ্য তা দেখানোর দায়িত্ব মন্ডলীর। সেমিনারে সুসমাচার সরাসরি উপস্থাপন নাও হতে পারে, তবে এটি বাইবেলের সত্য শিক্ষা দেয় এবং মন্ডলী ও পারিপার্শ্বিক এলাকার মধ্যে সম্পর্ক বিকাশ করে।

কিছু মন্ডলী একটি জনবহুল স্থানে একটি অস্থায়ী প্রার্থনা কেন্দ্র স্থাপন করেছে যেখান দিয়ে অনেক লোক যাওয়া-আসা করছে। তারা "প্রার্থনা কেন্দ্র" নামে একটি চিহ্ন রাখে এবং যারা পাশ দিয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে প্রার্থনা করার প্রস্তাব দেয়। তারা জিজ্ঞাসা করে, "আপনার কি এমন কোনো প্রয়োজন আছে যেটির জন্য আপনি চান যে আমি প্রার্থনা করি?" তারা প্রয়োজনের জন্য উদ্বেগ দেখায় এবং তর্ক শুরু করে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ থাকে।[8]

একটি সুসমাচার প্রচার পদ্ধতির সবচেয়ে মৌলিক অপরিহার্য উপাদান হল সুসমাচারটি সেইসব লোকদের কাছে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যাদের এটি শোনা প্রয়োজন। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে শক্তি দেন এবং পবিত্র আত্মা যারা শোনে তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন, তাই একটি সুসমাচার প্রচার পদ্ধতির কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যদি এটি সুসমাচারকে স্পষ্টভাবে এবং সরাসরি উপস্থাপন করে।

প্রতিটি জায়গায় এবং প্রত্যেকবার মন্ডলীর জন্য চ্যালেঞ্জ হল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং সমাজে সুসমাচারকে উপস্থাপন করার সঠিক উপায় খুঁজে বের করা।

► আপনার শহরের মন্ডলীগুলি কোন কোন পদ্ধতিতে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে? এই পদ্ধতিগুলি কি সুসমাচারকে তুলে ধরে?

[7] এই পদ্ধতির উদাহরণের জন্য, Open Air Campaigners- এর ওয়েবসাইট দেখুন: https://www.oacgb.org.uk/ and https://oacusa.org.
[8] ছবি এবং তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইটটি দেখুন: https://prayerstations.org

বন্ধুদের মাঝে সুসমাচার প্রচার

সুসমাচারের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি সুসমাচার প্রচার করে যাকে সে জানে এবং বিশ্বাস করে।

খ্রিষ্টের একজন অনুগামীকে সেই সময় সবচেয়ে বেশি কার্যকর হতে হয় যখন সে তার বন্ধু এবং পরিচিতদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছে কারণ তারা তার জীবনের উদাহরণ দেখেছে। যদি সে একটি ভালো উদাহরণ হয়, তাহলে তারা তার সাক্ষ্যকে সম্মান করবে। একজন বিশ্বাসীর কাছে তার বিশ্বাস তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ যাতে লোকেরা সবসময় জেনে রাখে যে সে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী। লোকেরা তাকে বাইবেল পড়তে বা প্রার্থনা করতে দেখলে তার কখনোই লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। যারা তাকে চেনে, তারা যখন জানবে যে সে একজন বিশ্বাসী, সেই সময় তাদের অবাক হওয়া উচিত নয়।

খ্রিষ্টের একজন অনুগামী স্কুলে বা কর্মক্ষেত্রে তার জীবনযাত্রার জন্য সম্মানিত হতে পারে, এমনকি সেইসব লোকদের কাছে যারা খ্রিষ্টধর্মকে পছন্দ করে না। এমনকি যেসব লোকেরা তাকে অপমান করেছে, তারাও তাকে সম্মান করবে যদি সে তার কাজ এবং আচার-আচরণে অবিচল থাকে। কিছু লোক তার কাছে প্রার্থনা এবং সাহয্যের জন্যও আসবে।

ব্যক্তিগত সংযোগ

কিছু লোক মনে করে যে একজন ব্যক্তির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার আগে তার সেই ব্যক্তিকে অন্তত কিছুদিনের জন্য চেনা-জানা হওয়া উচিত। এটি সত্য যে একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর কথা শুনতেই বেশি পছন্দ করে। তবে, যাইহোক, অবিলম্বে একজন ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক উদ্বেগ এবং আগ্রহ দেখানো সম্ভব। আমরা যদি আমাদের সাথে দেখা লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে না শিখি, তাহলে আমরা কার্যকর হওয়ার অনেক সুযোগ হারাব। "সুযোগের খোঁজ" সম্পর্কিত পূর্ববর্তী পাঠটি সুসমাচারের জন্য কথোপকথন শুরু করার পদ্ধতিগুলি শেখায়।

এক ব্যক্তি বলেছিলেন, "যখন আমি কোনো লোকের সাথে কিছুক্ষণের জন্য একা কথা বলি, আমি সেটাকে ঈশ্বরের দেওয়া সুযোগ বলে মনে করি।" তিনি বলতে চেয়েছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর তাঁক সুসমাচার প্রচারের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেন।

মুদ্রিত সুসমাচার

আপনি সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এমন কিছু করতে পারেন যা প্রেরিত পৌল করতে পারেননি।

আমাদের কাছে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার একটি পদ্ধতি আছে যা বহু শতাব্দী ধরে মন্ডলীর কাছে উপলব্ধ ছিল না: তথ্য মেশিনের মাধ্যে কাগজে মুদ্রিত হতে পারে।

► আপনার কী মনে হয় প্রিন্টিং ব্যবস্থা উপলব্ধ হওয়ার আগে পরিচর্যার কাজ কতটা আলাদা ছিল?

মুদ্রণ বা প্রিন্টিংয়ের আগের চেষ্টা সময়ে পরিচর্যার কথা কল্পনা করার করুন। একটি বইয়ের প্রতিটি কপির জন্য একজন শিক্ষিত ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণ দিন লাগত কারণ এটাকে হাতে লিখতে হত। আপনার মনে হতে পারে যে এখন বই খুবই দামী, কিন্তু ভেবে দেখুন একটা বইয়ের জন্য যা দিচ্ছেন তা আপনাকে একজন দক্ষ পেশাদার ব্যক্তিকে ১০দিনের মধ্যে কাজ করার জন্য নিয়োগ করার জন্য দিতে হত।

প্রায় কারোর আকছেই তাদের শাস্ত্রের নিজস্ব কপিটি থাকত না। এমনকি পাস্টারের কাছেও সম্পূর্ণ বাইবেলটি থাকত না। ভেবে দেখুন যদি আপনার কাছে বাড়িতে বসে বাইবেল পড়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকত।

পাস্টারদের প্রশিক্ষণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখে মুখে হত, এবং তারা যা শুনেছে তা তাদেরকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হত। মুদ্রিত প্রশিক্ষিণ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রিন্ট ছাড়া, কোনোকিছুই লিখিত হত না এবং বহুল পরিমাণে বিলি করা যেত না।

► কোন কোন উপায়ে প্রিন্টিং সুসমাচারের বিস্তারের ক্ষেত্রে সাহায্য করে?

ট্র্যাক্ট হল মুদ্রিত ছোটো নিবন্ধ যা সাধারণত সুসমাচারকে তুলে ধরে। বিশ্বাসীরা তাদের সাথে আলাপ হওয়া লোকদেরকে এটা দিতে পারে। একটা জনবহুল স্থানে এগুলি অনেক বেশিও বিলি করা যেতে পারে। এগুলি এমন জায়গাতেও রেখে আসা যেতে পারে যেখানে লোকজন এগুলি পড়বে।

যদি কোনো ব্যক্তি অপরিচিতদের কাছে বেশি সুসমাচার প্রচার করতে না পারে, তাহলে ট্র্যাক্ট দেওয়া সেই কাজটি শুরু করার একটি ভালো উপায়।

> ভারত, উগান্ডা এবং অন্যান্য স্থানের মিশনারীদের বিরুদ্ধে রূপান্তরিতদের অর্থ, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, শিক্ষাগত সুবিধা এবং চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে বা তাদের পছন্দের অন্য কোনো পরিষেবা দেওয়া মাধ্যমে 'ক্রয়' করার অভিযোগ রয়েছে।
>
> - জে. হারবার্ট কেন (J. Herbert Kane, "The Work of Evangelism")

ট্র্যাক্ট রঙিন হওয়া উচিত এবং তার একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম থাকা আবশ্যিক। যখন রাস্তায় বা অন্য কোনো জনবহুল স্থানে লোকজনের মধ্যে ট্র্যাক্ট বিলি করছেন, তখন মুখে হাসি রাখুন এবং তাদেরকে অভিবাদন করুন। আপনি বলতে পারেন, "হ্যালো, আপনি এগুলির মধ্যে কোনোটা কি কখনো পেয়েছেন?" এই বিষয়টি তাদেরকে বস্তুটি কী তা দেখার জন্য আগ্রহী করে তুলবে।

হতেই পারে যে আপনি যে ট্র্যাক্টগুলি দিয়েছেন সেগুলিতে বেশিরভাগ লোকোই আকৃষ্ট হল না। বহু লোক সেগুলো না পড়েই ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। তবে, ভালো ফলাফলও আছে। একটি ট্র্যাক্টে লেখা বার্তার সাহায্যে মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণত, আপনি যে ট্র্যাক্টগুলি দিয়েছেন আপনি তার ফলাফল জানতে পারবেন না।

বাস্তবিক চাহিদা পূরণ

কিছু কিছু সময় মানুষ জীবনের কিছু বাস্তবিক চাহিদা নিয়ে চিন্তিত থাকে। সেগুলি হতে পারে, পর্যাপ্ত খাবার বা থাকার জায়গা বা চিকিৎসার অভাব। তারা মনে করে যে সেগুলি তাদের আত্মিক চাহিদার চেয়েও বেশি জরুরী। মন্ডলী সুসমাচার প্রচার করার একটি উপায় হিসেবে বাস্তবিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতে পারে। যে সম্ভাব্য সমস্যাটি হতে পারে তা হল মন্ডলীর মনোযোগ আত্মিক চাহিদার চেয়ে জাগতিক চাহিদার ওপর বেশি থাকবে, ঠিক পরিত্রাণ না পাওয়া লোকদের মতো।

মন্ডলীর বাস্তবিক চাহিদা পূরণের দিকে নজর দেওয়া উচিত কিন্তু কিছু অভ্যাস বা অনুশীলন বজায় রাখা উচিত যা আত্মিক অগ্রাধিকারের উপর জোর দেয়।

১। তারা যখন চাহিদা পূরণের কাজটি করছে, তখন তাদের ব্যাখ্যা করা উচিত যে তারা ঈশ্বরের প্রেম শেয়ার করছে।

২। মন্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ না করে বরং তাদের একসাথে বিশ্বাসের একটি পরিবার হিসেবে কাজ করা উচিত।

৩। তাদের লোকজনকে মন্ডলীতে সহভাগিতায় আসার আমন্ত্রণ জানানো উচিত যেখানে পারস্পরিক খেয়াল রাখা হয়।

৪। তাদের সুসমাচার প্রচার করা উচিত, শেখানো উচিত যে অনন্ত জীবন এবং আশীর্বাদ ঈশ্বরকে জানার ফলে আসে।

বহু মিনিস্ট্রি এমন অনেক প্রোগ্রাম করে যার উদ্দেশ্য থাকে বস্তুগত চাহিদা পূরণ করা। তারা লোকজনের চাহিদা ততক্ষণই পূরণ করতে পারে, যতক্ষণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত সংস্থান আছে। তাদের উদ্দেশ্য হল সুসমাচার প্রচারের সুযোগ তৈরি করা। তারা মনে করে যে বাস্তবিক উপায়ে লোকজনকে সাহায্য করলে তা বন্ধুত্ব তৈরি করবে এবং সুসমাচারের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ফর্মুলাটি হল প্রোগ্রাম, তারপর সম্পর্কস্থাপন, তারপর সুসমাচার প্রচার ।

সাহায্যের এই প্রোগ্রামগুলি ভুল হওয়ার জন্য অনেক উপায় রয়েছে। সাহায্য দাতা/গ্রহীতা সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। কখনো কখনো সুসমাচার প্রদত্ত জিনিস থেকে আলাদা বলে মনে হয়, এবং লোকজন সুসমাচারে আগ্রহী না হয়েও সাহায্য পেতে পারে। এমনকি সেই প্রোগ্রামে কর্মরত লোকেরাও সাহায্য প্রদানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সুসমাচার প্রচার করে না।

এই ফর্মুলাটি উল্টো হওয়া উচিত। মন্ডলীর সবসময় প্রত্যেকে সাথে প্রথম সংযোগের ক্ষেত্রে সুসমাচারকেই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

যখন একটি মন্ডলী জগতের সামনে সুসমাচার উপস্থাপন করে, তখন তাদের মন্ডলীতে একটি নতুন জীবনের বর্ণনা কী তা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। পরিত্রাণ কোনো ব্যক্তিগত, ব্যক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত নয় যা একজন ব্যক্তিকে একা একটি অচেনা, নতুন জীবনে এনে ফেলে। অবিশ্বাসীরা সাধারণত সুসমাচার গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাসের সেই সম্প্রদায়ের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে যা সুসমাচারকে তুলে ধরে।

যিশু এবং প্রেরিতদের পরিচর্যাতে, আমরা দেখেছি যে সুসমাচার হল ঈশ্বরের রাজ্যের সুসংবাদ। এটির বার্তাটি হল যে একজন পাপী ক্ষমা পেতে পারে এবং ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্কে বাস করতে পারে। সে পাপের ক্ষমতায় থেকে মুক্ত এবং এক নতুন সৃষ্টিতে পরিণত। সে বিশ্বাসের পরিবারে প্রবেশ করেছে যেখানে তার আত্মিক ভাই এবং বোনেরা তাকে উৎসাহিত করে এবং তার প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করে।

মন্ডলীর সুসমাচার প্রচারকেই তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা উচিত। মন্ডলীর সেই বিষয়টিতে ক্রমাগত কাজ করে চলা আবশ্যিক। প্রত্যেকের জানা উচিত যে মন্ডলীর মূল উদ্দেশ্য হল আত্মাদের পরিত্রাণের জন্য কাজ করা। এরপর, মন্ডলী সঠিক ব্যক্তিদের আকর্ষিত করে। এটি সেইসব লোকদের আকর্ষিত করে যারা সুসমাচারের আগ্রহী। এইসব লোকেরা মন্ডলীর সাথে সম্পর্কে যুক্ত হয়, সুতরাং সুসমাচারের পরিচর্যা একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলে।

এরপর, মন্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত সেইসব লোকদের মন্ডলী সাহায্য করে। হতে পারে যে তাদের মধ্যে সকলেই এখনো বিশ্বাসী হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তারা একটি সুসম্পর্কে রয়েছে এবং মন্ডলীর সুসমাচার পরিচর্যার দ্বারা আকর্ষিত।

সুতরাং, বিপরীত ফর্মুলাটি হল সুসমাচার, তারপর সম্পর্কস্থাপন, তারপর সাহায্য (কোনো প্রোগ্রাম নয়)। মন্ডলীর এমন একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত নয় যা কেবল সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচীর প্রস্তাব দেয়। পরিবর্তে, মন্ডলী হল একদল লোক যারা তাদের সাথে সম্পর্কে থাকা লোকদের সাহায্য করে। যদি তারা প্রোগ্রাম শুরু করে, তাহলে লোকেরা সম্পর্ক ছাড়াই প্রোগ্রামের জন্য আসবে।

১৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) আপনার স্থানীয় মন্ডলীগুলি কীভাবে সুসমাচার প্রচার করে সেই পদ্ধতিটি পর্যবেক্ষণ করুন। মন্ডলীর বাইরে কি সেই পদ্ধতিগুলি লোকেদের আকর্ষণ করতে সফল হয়? তারা কি সুস্পষ্টভাবে সুসমাচার প্রচার করে? ২-৩ পাতায় আপনার পর্যবেক্ষণটি লিখুন।

(২) অন্তত ১০০টি ট্র্যাক্ট বিলি করুন। কয়েকটি বাক্যে আপনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখুন।

পাঠ ১৪
শিশুদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ

ভূমিকা

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ১৮:২-৬, ১০-১৪ পড়বে। এই পদগুলিতে আমরা কী কী সতর্কতা দেখতে পাই? ঈশ্বর শিশুদের মধ্যে যা দেখেন তার গুরুত্ব আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

মাঝে মাঝে লোকজন বলে যে শিশুরা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা পরবর্তী প্রজন্ম, মন্ডলীর ভবিষ্যত, আগামীর নেতৃত্ব। সবকিছুই সত্যি, কিন্তু সবার আগে, শিশুরা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা মানুষ। কখনো কখনো বড়রা ভুলে যায় যে শিশুরা হল সেই মানুষ যাদের মধ্যে অনন্ত আত্মা এবং অজানা সম্ভাবনা রয়েছে।

> "একবার এক পর্যটক একটি গ্রামে থেমেছিলেন। রাস্তার ধারে এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমি এই গ্রামের কথা কখনো শুনিনি। কোনো মহান ব্যক্তি কি এই গ্রামে জন্মেছেন?" বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিয়েছিলেন, "না, কেবল শিশুরা জন্মেছে।""

শিশুদের মধ্যে পরিচর্যা কাজের জন্য ঈশ্বরের আদেশ

ঈশ্বর প্রাচীন ইস্রায়েলের লোকেদের একটি চুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি তাদের আশীর্বাদ এবং যত্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি তাদের মেনে চলার জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর চেয়েছিলেন সমস্ত প্রজন্ম সেই চুক্তি মেনে চলুক। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, "এসব আদেশ যা আজ আমি তোমাদের দিচ্ছি তা যেন তোমাদের অন্তরে থাকে। তোমাদের সন্তানদের তোমরা সেগুলি বারবার শেখাবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৬-৭)।

ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তানদের লালনপালন করা চুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ঈশ্বরের বেশিরভাগ আশীর্বাদই শর্তসাপেক্ষ এবং তাঁর লোকদের ক্রমাগত বাধ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল। যদি পরবর্তী প্রজন্ম ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত না থাকার সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে তারা তাঁর সাথে একটি সম্পর্কে যুক্ত থাকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হত। এটার অর্থ শিশুদেরকে সতর্কভাবে সঠিক শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক ছিল।

► আপনার কী মনে হয় ইস্রায়েলিরা তাদের সন্তানদের ঈশ্বরকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কী করত?

ঈশ্বর তাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য তাদেরকে কিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

> সেগুলি তোমাদের সন্তানদের শেখাবে, ঘরে বসে কথা বলার সময় আর যখন তাদের সঙ্গে হাঁটবে, যখন শোবার সময় ও বিছানা থেকে উঠবার সময়। সেগুলি তোমাদের বাড়ির দরজার চৌকাঠে ও তোমাদের দ্বারে লিখে রাখবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৯-২০)।

ঈশ্বর কী বলতে চেয়েছিলেন? তাদেরকে মাঝে মাঝে নয়, বরং সযত্নে, ক্রমাগত, এবং ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। তারা যাতে স্মরণে রাখার জন্য দৃশ্যমান জায়গায় ঈশ্বরের বিধান দেখতে পায় সেই কথা বলা হয়েছে। তারা যেন

সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় শাস্ত্র দেখতে পায় সেই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা যেন কোনোভাবেই ঈশ্বরের আদেশ ভুলে না যায় বা অমান্য না করে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাদান বলতে বোঝানো হয়েছে যে তাদের কাছে এমন কোনো মতবাদ বা বিনোদন বা আচরণের জায়গা ছিল না যা ঈশ্বরের বিধানের বিরোধী।

সুতরাং, এই পদগুলি জোর দিয়ে দেখায় যে অভিভাবক বা বাবা-মায়েরাই তাদেরকে সন্তানদেরকে ঈশ্বরের মূল্য ক্রমাগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং যেসব শিক্ষা বা উদাহরণ এর বিপরীত তা থেকে রক্ষা করার জন্য দায়বদ্ধ।

► এই আদেশটি অভিভাবকদের দেওয়া হয়েছিল। মন্ডলীর পরিচর্যার কাজে কোন ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি করা উচিত?

প্রথমত, আমরা জানি যে শিশুদের প্রশিক্ষণ বাবা-মায়েদের প্রথম দায়িত্ব। মন্ডলীর উচিত অভিভাবকদের শিক্ষা দেওয়া যে তারা কীভাবে তাদের সন্তানদের শেখাবে। আমাদের কখনোই এমন ভেবে নেওয়া উচিত নয় যে শিশুদের আত্মিক নির্দেশনা কেবল মন্ডলী থেকে পাওয়া উচিত কারণ বাবা-মায়েরা এটা করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, মন্ডলীর উচিত যতটা সম্ভব শিশুদের মধ্যে তাদের পরিবারের প্রেক্ষাপটে পরিচর্যা কাজ করা। তাদের বাবা-মায়েদের সাহায্য করার মাধ্যমে শিশুদের সাহায্য করুন। যখন সুসমাচার প্রচারের কাজ করা হচ্ছে, তখন মন্ডলীর পরিবারগুলিকে মন্ডলীর প্রতি আকর্ষিত করে তোলা উচিত।

কিছু কিছু শিশু নন-খ্রিষ্টিয়ান পরিবার থেকে মন্ডলীতে আসে এবং খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতে শুরু করে। যখন এরকম হয়, তখন মন্ডলীর সেই পরিবারটির মধ্যে পরিচর্যা কাজ করা উচিত। যদি সেই অভিভাবকেরা সাড়া না দেয়, তাহলে সেই মন্ডলীকেই সেই শিশুদের আত্মিক পরিবার হয়ে উঠতে হবে। মন্ডলীর সদস্যদের পুরনো আত্মীয়দের মতো হয়ে উঠতে হবে যাদের কাছ থেকে তারা আত্মিক যত্ন পাবে।

শিশুদের মধ্যে মন্ডলীর পরিচর্যা কাজের মূল্যায়ন

► কীভাবে আপনি একটি নির্দিষ্ট মন্ডলীতে চিল্ড্রেন মিনিস্ট্রির সাফল্য মূল্যায়ন করতে পারেন?

শিশুদের মধ্যে আপনার পরিচর্যা আবশ্যিকভাবে সফল নয় যদিও...

- আপনার শিক্ষকদের অসাধারণ দক্ষতা থাকে।
- শিশুদের এবং শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
- শিশুরা বাইবেলের শিক্ষায় বেড়ে উঠতে থাকে।
- শিক্ষকেরা উচ্চ-গুণমানের বইপত্র/ উপকরণ ব্যবহার করে থাকে।
- শিশুরা পরিচর্যা উপভোগ করতে থাকে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান হওয়া উচিত যদি শিশুদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ সফল হয়। যদি একটি মিনিস্ট্রিতে এগুলির অভাব থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। তবে, একটি মিনিস্ট্রির কাছে এগুলির মধ্যে কয়েকটি, বা সবগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সেটি ব্যর্থ হওয়া সম্ভব।

শিশুদের মধ্যে আপনার পরিচর্যা কাজ তখনই সফল যদি...

- শিশুরা রূপান্তরিত হয় এবং পরিত্রাণের নিশ্চয়তা থাকে।
- শিশুরা ধীরে ধীরে আত্মিকভাবে পরিপক্ক হয়ে উঠছে।
- শিশুরা বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে খ্রিষ্টীয় নীতি অনুসরণ করছে।

আপনার পরিচর্যা সেই শিশুটির ক্ষেত্রে সফল নয় যে...

- খ্রিষ্টের একজন অনুগামী নয়।
- জগতের রোল মডেলদের বেছে নিয়েছে।
- বড় হওয়ার সাথে সাথে খারাপ বিনোদন এবং সম্পর্ক অনুসরণ করছে।
- তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করেছে এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্খা অনুসরণ করছে।

ঈশ্বরের সত্যের সাথে মানানসই করে তোলার জন্য একটি জীবনকে আকৃতিদান করাই হল শিষ্যত্বের কাজ। এটি হল মূলত একজন ব্যক্তিকে খ্রিষ্টের একজন পরিপক্ক অনুগামীতে পরিণত করা। রূপান্তরের মুহূর্তটি ঈশ্বরের সত্যকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজন ব্যক্তির ভাবনার ধরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুমান, এবং জীবনধারার মধ্যে একীভূত করে না। সত্যের এই মেলবন্ধন বা সংহতি সময়সাপেক্ষ। সেটাই হল শিষ্যত্বের আসল কাজ।

শিশুদের মধ্যে পরিচর্যা কাজের প্রথম প্রয়োজনীয়তা

► আপনার কী মনে হয় শিশুদের মধ্যে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রথম কোন জিনিসটি আপনার প্রয়োজন?

একটি চিল্ড্রেন মিনিস্ট্রি খুব দ্রুত একটি গ্রুপ তৈরি করে যেখানে অংশগ্রহণকারী হিসেবে শিশুরা এবং প্রাপ্তবয়স্করা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সেই গ্রুপের কিছু সহজাত লিডার থাকে, যারা অন্যদেরকে তাদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রভাবিত করে, এমনকি যদি তারা কোনো অফিশিয়াল পদে নাও থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এবং শিশুদের মধ্যে সহজাত লিডাররা থাকে।

এই পরিচর্যার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয়তাটি হল একটি ইতিবাচক আত্মিক আবহ সহ একটি খ্রিষ্টীয় পরিবেশ। সেখানে আপনি সেইসব খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের লালন-পালন করতে পারেন যারা মানসিক, শারীরিক, আত্মিক, এবং সামাজিকভাবে অপরিপক্ক।

এর অর্থ হল যে প্রাপ্তবয়স্করাই সেই ব্যক্তি যারা আত্মিক দৃষ্টান্ত। আপনি চিল্ড্রেন মিনিস্ট্রির জন্য এমন লোকদের ব্যবহার করতে পারেন না যারা ঐকান্তিক বিশ্বাসী নয়। আপনি এমন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না যারা দৃঢ়ভাবে অন্যদেরকে আপনার কথা অগ্রাহ্য করার জন্য প্রভাবিত করে।

শিশুদের মধ্যে আপনার পরিচর্যা কাজ ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেছে যদি...

- যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা পরিচর্যার কাজে সাহায্য করছে তারা ভালো আত্মিক উদাহরণ না হয়ে কোনো বিশেষ ক্ষমতা বা অন্য কারণে সেই কাজ করে থাকে।
- শিশুরা আত্মিক বিষয়ে আগ্রহী না হয়ে কথোপকথনকে এবং গ্রুপে সামাজিক সংযোগকে দাবিয়ে রাখে।
- শিশুদের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছাড়া সমস্ত আত্মিক ক্রিয়াকলাপ কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে।

- কেবল কিছু শিশুই সহযোগিতা করতে এবং আত্মিক আগ্রহ দেখাতে চায়, এবং তারা বাকিদের মধ্যে বেশিরভাগের দ্বারা সামাজিকভাবে গৃহিত না হয়।

শিশুদের গ্রুপের দিকে তাকান এবং এই প্রশ্নগুলি নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি একটি নতুন ছেলে আমাদের মিনিস্ট্রিতে আসতে শুরু করে, তাহলে গ্রুপের মধ্যে কোন শিশুদের সে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করতে চাইবে? যদি একটি নতুন মেয়ে আসত, তাহলে তার মধ্যে কাকে অনুসরণ করার ঝোঁক থাকত? এই প্রভাবগুলি কি ভালো হত নাকি খারাপ?

মিনিস্ট্রির প্রথম প্রয়োজনীয়তাটি হল একটি ইতিবাচক খ্রিষ্টীয় পরিবেশ। চিল্ড্রেন'স মিনিস্ট্রি আবশ্যিকভাবে এই প্রথম প্রয়োজনীয়তাটিকে গুরুত্ব দিয়েই শুরু হওয়া উচিত। যদি মিনিস্ট্রি ইতিমধ্যেই সেটিকে হারিয়ে ফেলে, তাহলে এটি আবার নতুন করে পুরোটা শুরু করতে পারে, নয়তো সেই পরিচর্যা কোনোদিনই তার সঠিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না।

জীবন সংযোগের নীতি (Principle of Communicating Life)

ঈশ্বরের জ্ঞান আসে সম্পর্কের মাধ্যমে।

যখন ঈশ্বর যাকোবের সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেননি, "আমি মহাবিশ্বের ঈশ্বর," বা, "আমিই সেই ঈশ্বর যে জগত সৃষ্টি করেছে;" যদিও এই দু'টি বিবৃতিই সত্য। তিনি বলেছিলেন, "আমি সেই সদাপ্রভু, তোমার পূর্বপুরুষ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর" (আদিপুস্তক ২৮:১৩)। ঈশ্বর নিজেকে মানুষের পরিচয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন।

অব্রাহাম একজন বিশ্বাসের ব্যক্তি হয়েছিলেন, এবং অন্যেরা তার কারণেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিল। তার দাস ইলিশায়ের তার প্রভু অব্রাহামের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল (আদিপুস্তক ২৪:১২)।

এমন লোকেদের থাকা উচিত যারা ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে জানতে পারে কারণ তিনিই আপনার ঈশ্বর।

কখনো কখনো আমরা অনুমান করে নিই যে শিষ্যত্ব হল লোকেদের শুধু বলা যে কোনটা জানা প্রয়োজন আর কোনটা করা উচিত। এটা আসলে তা নয়। প্রথমে, আপনাকে তাদেরকে সেই জীবনটা দেখাতে হবে যা তারা অনুসরণ করতে চায়। যদি তারা আপনার মতো জীবন অনুসরণ করতে চায়, তাহলে কী করা উচিত সেই সম্পর্কে তারা আপনার নির্দেশনা শুনবে।

শিষ্যত্ব হল জীবনের একটি সংযোগ। উদ্দেশ্য এবং মূল মূল্যবোধ সহ একটি জীবনধারা যা একজন শিষ্যের কাছ থেকে আর একজন শিষ্যের কাছে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

জীবন স্থানান্তরের নীতিটি (principle of life transference) **বলে যে শিষ্যত্ব তখনই ঘটে যখন একজন শিক্ষক উদ্দেশ্য এবং মূল মূল্যবোধ সহ তার জীবনধারা একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে রোপণ করেন।**

প্রথম শতকের ইহুদি রব্বি বা গুরুরা বুঝতে পেরেছিলেন যে শিষ্যত্বের মানে হল জীবন স্থানান্তর । যখন কোনো যুবক ব্যক্তি কোনো রব্বির শিষ্য হতে চাইত, তখন সে সেই রব্বিকে তাকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাত। যদি গৃহিত হত, তাহলে তাকে সেই রব্বির জীবনধারা অনুসরণ করতে হত। তাকে সেই রব্বির সাথে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হত, কেবল তার মতবাদ শেখার জন্য নয় বরং জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি শেখার জন্য।

যিশু শিষ্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই সময়ের প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এমন লোকেদের শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন যারা তাঁর শিষ্য হওয়ার অনুরোধ জানাই নি। কিন্তু, তিনি জীবন স্থানান্তরের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একসাথে জীবনযাপন করে শিষ্যত্বের নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন।

যিশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পর, তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সেই বিচারসভাতেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যা যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলে। বিচার-পরিষদ (Sanhedrin) সম্ভবত মনে করেছিল যে যিশুকে সরিয়ে দেওয়ার পর তাদের সমস্যা একপ্রকার মিটে গেছে। তারা মনে করেছিল যিশুর অনুগামীদের দমন করা এবং চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য একটু ভয় দেখানোই যথেষ্ট। যখন তারা শিষ্যদের পরীক্ষা করছিল, তারা দেখতে পেয়েছিল যে তারা কোনোভাবেই উচ্চশিক্ষিত লোক ছিল নয়া, বরং নিশ্চিতভাবে বিচারসভার যেকোনো সদস্যের চেয়েই কম শিক্ষিত ছিল। কিন্তু, শাস্ত্র বলে যে বিচার-পরিষদ তাদের বিষয়ে উপলব্ধি করেছিল যে তারা যিশুর সঙ্গে ছিল (প্রেরিত ৪:১৩)। যিশু তাদের উপরে তাঁর জীবন মুদ্রাঙ্কিত করে দিয়েছিলেন।

তারা সেই শিষ্যদের মধ্যে যিশুর কী দেখতে পেয়েছিল? তাঁর আচরণ, নাকি তাঁর কথা বলার ধরণ? হয়ত তাই; কিন্তু তার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। তারা সেই সাহস দেখতে পেয়েছিল যা ঐশ্বরিক আহ্বানের বোধ থেকে আসে। তারা যেকোনো মূল্যে সত্যের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখতে পেয়েছিল। তারা কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান, কিন্তু আপোস ও ভন্ডামীর প্রতি প্রত্যাখ্যান দেখতে পেয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই সেই দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিবিদ এবং ভন্ড ধার্মিকদের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল, কারণ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে তাদের সমস্যা আসলে সবেমাত্র শুরু হয়েছে। যিশু শিষ্যত্বের মাধ্যমে তাঁর প্রভাবকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন এবং স্থায়ী করেছিলেন।

ডাক্তার পল ব্র্যান্ড (Dr. Paul Brand)-এর কিছু ডাক্তার ছাত্র যখন ভারতের একটি হাসপাতালে রোগীদের পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা অনুশীলন করছিল, তখন তিনি তাদেরকে বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি দেখেন যে তাদের মধ্যে একজন এক রোগীর সাথে খুব নম্রভাবে আচরণ করছে, এবং তিনি একজন ইন্টার্নের চোখে-মুখে এরকম অভিব্যক্তি দেখে বেশ অবাক হয়ে যান। এই অভিব্যক্তি সার্জেন ডাক্তার পিলচার (Dr. Pilcher)'র সাথে যথার্থভাবে মিলে যায়, যিনি ডাক্তার ব্র্যান্ডকে ইংল্যান্ডে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। ডাক্তার ব্র্যান্ড ইন্টার্নদের কাছে খুবই বিস্মিতভাবে এটা বর্ণনা করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে ডাক্তার পিলচার কখনোই ভারতে আসেননি, এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে সেই ইন্টার্ন কীভাবে তার থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে। অবশেষে, তাদের মধ্যে এক ইন্টার্ন বলে, "আমরা কোনো ডাক্তার পিলচার-কে জানি না, কিন্তু ডাক্তার ব্র্যান্ডকে জানি, আর আপনাকেই ও অনুসরণ করছিল।" [9]

যখন আপনি কিছুই শেখানোর চেষ্টা না করেন তখন সেটাই আপনি আসলে শেখান যেটির সবচেয়ে বেশি প্রভাব থাকবে। আপনি তখনই সবচেয়ে বেশি জিনিস শেখান যখন কিছুই শেখানোর চেষ্টা করছেন না। ঠিক যেমন একজন বলেছিল, "আপনি যা বলেন তার দ্বারা কিছুটা শেখান, যা করেন তার দ্বারা আরেকটু শেখান, এবং আপনি যেমন সেটির দ্বারা সবচেয়ে বেশি কিছু শেখান।"

আপনার নিজের উদাহরণের ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। আপনি সব সময়েই কিছু না কিছু শেখাচ্ছেন। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি শিষ্যত্ব করে থাকেন।

[9] Paul Brand and Philip Yancey, *In His Image*. (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 18-19

আপনি কীভাবে আপনার সমস্যায় প্রতিক্রিয়া জানান তার মাধ্যমে আপনি একজন শিষ্যকে দেখান যে কীভাবে তার সমস্যায় প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।

শিশুদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে নম্রতা, সৌজন্য, এবং ধৈর্য্য গুরুত্বপূর্ণ। কিছু লোক অন্যদের তুলনায় শিশুদের প্রতি নম্র, সৌজন্যপরায়ণ, এবং ধৈর্য্যশীল হতে বেশি সক্ষম।

আপনি যদি একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন তাহলে আপনি প্রকাশ করেন যে আপনি একজন ব্যক্তিকে মূল্য দেন। যখন আপনি অন্যদিকে মুখ ঘোরাচ্ছেন, আপনার পরবর্তী কাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার কথা বলার সময়ে অন্য কোনো কাজ করছেন, বা অন্যকিছুর প্রতি আপনার মনোযোগ সরাচ্ছেন, তখন আপনার শারীরিক ভাষা কী প্রকাশ করছে তা বিবেচনা করুন।

ভালো শ্রোতা হওয়ার অভ্যাস অনুশীলন করুন। ভালো শ্রোতা হওয়ার কয়েকটি লক্ষণ হল দৃষ্টি সংযোগ, একটি মনোযোগী অভিব্যক্তি, অস্থির বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া, এবং বক্তার হাস্যকৌতুক বা অন্যান্য আবেগের প্রত্যুত্তর দেওয়া।

যদি আপনার সত্যিই কোনো তাড়া থাকে এবং আপনার কাছে শোনার জন্য থামার কোনো উপায় না থাকে, আপনি তা ব্যাখ্যা করতে পারেন। এটায় তারা দুঃখ পাবে না যদি আপনি এমনিতে তাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি আপনি সব সময়তেই তাদের জন্য সময় দিতে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকেন, ভেবে থাকেন যে আপনাকে অন্য কোনো কাজ আগে করতে হবে, তাহলে আপনার থামা প্রয়োজন এবং বিবেচনা করে দেখা উচিত যে আপনার আসল কাজ কোনটি।

► কোন শিশুরা আপনার জীবনের অংশে রয়েছে? কী কী উপায়ে আপনি তাদের দেখাতে পারেন যে তারা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার এমন কোনো অভ্যাস আছে যা আপনি পরিবর্তন করতে চান?

আমাদের দক্ষতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ঈশ্বরের কাছে আমরা কতটা উপলভ্য। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমতার চেয়েও বেশি আমাদের সময় চান। ঈশ্বর তাঁর আহ্বান পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেবেন।

ছোটোদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অস্থির থাকার ঝোঁক থাকে। একদিনের মধ্যেই তারা আত্মিক থেকে জেদী, উদার থেকে স্বার্থপর, বা পরিপক্ক থেকে শিশুমনস্ক হয়ে উঠতে পারে। এটার কারণ নয় যে তারা ভন্ড। তারা এখনও বিকাশের মধ্যে রয়েছে, এবং তাদের ব্যক্তিত্ব দৃঢ়বদ্ধ নয়।

ছোটোরা মূলত অস্থির, কিন্তু তাদের যা প্রয়োজন তা হল আপনার চাহিদায় আপনার নিজেকে দৃঢ় রাখা। যদি তাদের খারাপ সময়ে আপনি তাদেরকে বলেন যে তারা অপদার্থই থেকে যাবে, তাহলে আপনি তাদের সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা কমিয়ে দিচ্ছেন। তারা এখনও জানে না তারা কী হতে চলেছে, এবং আপনার মূল্যায়ন প্রভাবিত করে যে তারা কী হয়ে উঠবে।

> "যখন কোনো ব্যক্তির ছোটোদের প্রতি কোনো সহানুভুতি থাকে না, তখন পৃথিবীতে তার প্রয়োজনীয়তা একপ্রকার শেষ হয়ে যায়।"
> - জর্জ ম্যাকডোনাল্ড
> (George MacDonald)

তাদের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনা সম্পর্কে বেশি করে কথা বলুন। তাদেরকে বলুন যে ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য দিয়েছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার ক্ষেত্রে যে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় সেই ব্যাপারে কথা বলুন।

লিডারশিপ বা নেতৃত্বের ক্ষমতা থাকা একজন কমবয়সী ব্যক্তির অনেক ভাবনা-চিন্তা থাকতে পারে, কিন্তু মন্দকে বাতিল করার ক্ষেত্রে সে উপযুক্ত নয়। পরিপক্কতার একটি দিক হল ভালো এবং মন্দ ভাবনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারা। তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিক্ষায় সাহায্য করুন, কিন্তু তাকে নানারকম ধারণা উদ্ভুত করা থেকে নিরুৎসাহিত করবেন না।

সবকিছুর উপরে, মনে রাখবেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের চূড়ান্ত পরিকল্পনা রয়েছে, এবং তিনি তা প্রকাশ করার জন্য কাজ করে চলেছেন। বিচক্ষণতার জন্য প্রার্থনা করুন যাতে আপনি শিক্ষার্থীর জন্য ঈশ্বরের বিকাশ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। শিক্ষার্থীর জীবনে অনুগ্রহ এবং দূরদর্শিতার অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন যা তাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতিসাধন

► একটি ভালো শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? যখন আপনি কাউকে শিক্ষাদান করতে দেখেন, তখন কীভাবে বোঝেন যে সে একজন ভালো শিক্ষক?

শিক্ষকের কাছে শিক্ষণ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ আছে। শিক্ষণ পদ্ধতির বেশ কিছু দিক আছে যা একজন শিক্ষক সতর্কভাবে পরিকল্পনা করতে পারে।

(১) নির্দেশনার হার

মানুষ অনেকটা সরু মুখওয়ালা কলসীর মতো। আপনি যদি খুব তাড়াতাড়ি ঢালেন, তাহলে বেশ কিছুটা পরিমাণ ভেতরে ঢুকবে না। যদি আপনি খুব তাড়াতাড়ি কিছু শেখান, তারা সেটা শিখবে না। যখন কোনো ব্যক্তি নতুন কোনো তথ্য শেখে, তখন সে ইতিমধ্যেই যা জানে, তার সাথে সেটির সংযোগ করার চেষ্টা করে। সে আবশ্যিকভাবে এটাও ভাবে যে কীভাবে সেই তথ্য তার জীবনে প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির কিছুর শেখার গতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

একসাথে অনেক পয়েন্ট কভার করতে গেলে তারা ভুলে যাবে, তার চেয়ে ভালো এমন উপায়ে একটিই পয়েন্টকে ব্যাখ্যা করা যা তারা ভুলবে না। তারা যে তথ্যগুলিতে কোনো গুরুত্বই দেখতে পায় না, সেগুলি শোনার চেয়ে একটা প্রধান ধারণা কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা শেখা তাদের জন্য উত্তম।

(২) দলগত আলোচনা (Group Discussion)

বহু লোকেরই তাদের শেখার সময় অন্যদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন পড়ে। তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং তাদের নিজেদের মতো করে একটি ধারণা পুনরাবৃত্তি করার জন্য সক্ষম হতে হবে। যদি কোনও শিক্ষকের শিক্ষাদানের শৈলী শ্রোতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে না পারে, তাহলে তারা ততটা শিখবে না।

আপনি একটা ধারণাকে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে পারেন, যেমন "...-তে কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?" "...-এর সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আপনি জানেন?" পরিচায়মূলক আলোচনায় বেশি সময় নষ্ট করবেন না, বরং এটিকে তাদের আগ্রহী করে তুলতে ব্যবহার করুন।

কিছুটা তথ্য উপস্থাপন করার পর, আপনি এমন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন যা তাদেরকে তাদের নিজেদের মতো করে উত্তরটি ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবে। উদাহরণস্বরূপ, "কাহিনীতে লোকটা এমন কী ভুল করেছিল যা তাকে...?" বা "এটা কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ...?" শুধু "হ্যাঁ" অথবা "না"-তে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন না করে, সেই ধরণের প্রশ্ন করুন

যেগুলির উত্তর ব্যাখামূলক হবে। প্রশ্নগুলি এতটাই সহজ হওয়া আবশ্যিক যাতে বেশিরভাগ শিশুই ভালো উত্তর দিতে পারে। তাদের উত্তর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল হলে তারা নিরাশ যাবে বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

- কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য চাপ দেবেন না। পরিবর্তে, এমন পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করুন যে সে নির্দ্বিধায় ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে পারবে।
- কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তিরাই কথা বলতে পারে এমন পরিবেশ তৈরি করবেন না। আপনি সরাসরি একজন শান্ত সদস্যকে প্রশ্ন করতে পারেন: "চন্দন, তোমার কী মনে হয়?" আপনি অন্যদের অংশগ্রহণকেও অনুপ্রাণিত করুন: "বাকিদের এই ব্যাপারে কী মতামত?"
- লক্ষ্য রাখবেন যেন ক্লাসে তারা গ্রুপকে উপেক্ষা করে নিজেদের আলাপ-আলোচনা না করে।
- কাউকে মাঝখানে কথা বলার অনুমতি দেবেন না, এমনকি যদি কোনো শিশুও সেই কাজ করে, তাকে থামাবেন।
- সমালোচনা করার আগে প্রতিটি মতামতকে সম্মতি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যদি সংশোধন প্রয়োজন হয়, পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সেটিকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন।

(৩) প্রাসঙ্গিকতা (Relevance)

সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করুন, "এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কেন?" যদি আপনি না জানেন, তাহলে তারাও জানবে না। এটি তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন নিয়ে আসবে? এমন কোনো বিশেষ ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে যা তাদের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত? যদি আপনি এগুলোর মধ্যে কোনোটা ভেবে না দেখেন, সম্ভবত তারাও ভেবে দেখবে না।

যদি তারা দেখে যে বিষয়টি তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক, তারা ভালো মনোযোগ দিয়ে শুনবে। ক্লাসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেয়ে বিষয়টিকে আগ্রহী করে তোলার দিকে বেশি গুরুত্ব দিন।

(৪) তাৎপর্যপূর্ণতা (Significance)

আপনি যে সত্যের শিক্ষা দিচ্ছেন তার ফলাফল দেখান। যখন কেউ সত্য জানে এবং তা অনুসরণ করে তখন কী হয়? যখন কেউ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তখন কী হয়?

মহান কাহিনীর মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করুন। ছোটো ছোটো বিষয়ে বেশি সময় কাটাবেন না। আপনি যে সত্যের কথা বলছেন সেই সত্যের উপর জীবন যাপন করা অন্যদের কাহিনী বলুন। তারা আপনার নীতিকথা মনে রাখবে না, কিন্তু আপনার বলা কাহিনীগুলি মনে রাখবে।

তাদের কাছে নায়কদের কথা বলুন। তারা সম্মান করার এবং অনুকরণ করার লোক খোঁজে। তাদের কাছে বিশ্বাসের নায়কদের কথা বলুন–শুধু তাঁদের কথা নয় যারা মহান অলৌকিক কাজ দেখেছিলেন, বরং তাদের কথা বলুন যারা ঈশ্বরের শক্তিতে বড় বড় কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করুন যে মন্ডলীর মূল উদ্দেশ্য সুসমাচার প্রচার করা এবং শিষ্যত্ব তৈরি করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং সবচেয়ে বেশি সফল কাজ।

(৫) দৃশ্যমানতা (Visuals)

যদি সম্ভব হয়, তাহলে গল্প বলার সময় রঙিন ছবি ব্যবহার করুন। যখন কোনো ধারণার শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন মূল শব্দ এবং বিবৃতিগুলি একটা বোর্ডে লিখুন। তারা বিষয়গুলি বেশি ভালো করে মনে রাখবে যদি তারা এগুলি দেখে এবং শোনে।

(৬) কার্যকলাপ (Action)

মানুষ কাজ করার মাধ্যমে শেখে। শিশুরা কোনোকিছু তৈরি করার মাধ্যমে বা কোনো কাহিনী অভিনয় করার মাধ্যমে শেখে। একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা পড়ানোর সময় তাদেরকে বাইবেলে কাহিনী অভিনয় করার নির্দেশনা দিতে পারেন। এটিতে সময় লাগে, ফলত আপনার কাছে প্রত্যেকবার পুরো কাহিনীটির অভিনয় করানোর সময় নাও থাকতে পারে, কিন্তু আপনাকে উপায় ভাবতে হবে যাতে আপনি প্রত্যেকবার অন্তত কিছুটা করে অভিনয় করাতে পারেন।

► কিছু সদস্য এমন কোনো সাম্প্রতিক পাঠ বা সারমন নিয়ে কথা বলতে পারে যা তারা উপস্থাপন করেছে এবং বর্ণনা করতে পারে যে কীভাবে তারা পদ্ধতির এই দিকগুলিকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে। কেউ কেউ বর্ণনা করতে পারে যে এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করার জন্য তারা ইতিমধ্যে কী করছে।

শিশুদের জন্য একটি সুসমাচার পদ্ধতি: শব্দহীন বই (Wordless Book)

ওয়ার্ডলেস বুক বা শব্দহীন বইয়ের প্রতিটি পাতা বিভিন্ন রঙের হয় এবং সুসমাচারের অংশকে তুলে ধরে।

নিচে প্রতিটি পৃষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ঠ বার্তার সারাংশ দেওয়া হল যখন আপনি শব্দহীন বই ব্যবহার করছেন, তখন আপনি যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং শিশুদের সংযোগ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিন।[10]
নোট: কেউ কেউ প্রথমে সোনালী, তারপর কালো, এবং তারপর এখানে উল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী বাকিগুলিকে রাখে।
কালো: কালো আমাদেরকে পাপের কথা, আমাদের করা সমস্ত খারাপ জিনিসের কথা মনে করায়। বাইবেল বলে যে প্রত্যেকেই পাপ করেছে। পাপের কারণে, আমরা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। (এইক্ষেত্রে, আপনি শিশুটিকে স্বীকারোক্তি দেওয়ার কথা বলতে পারেন যে সে একজন পাপী।)

লাল: সুসংবাদটি হল যে যিশু, ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি। লাল যিশুর রক্তকে উপস্থাপন করে। যিশু মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যু থেকে উঠেছিলেন এবং আমাদের জন্য স্বর্গে জায়গা প্রস্তুত করছেন।

সাদা: যখন ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন তিনি আমাদের হৃদয় পরিচ্ছন্ন করে তোলেন। তিনি আমাদের সমস্ত পাপ দূর করেন। তুমি প্রার্থনা করতে পারো এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে পারো। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত যদি তুমি তোমার পাপের জন্য দুঃখিত হও।

সোনালী: সোনালী স্বর্গকে উপস্থাপন করে, সেই জায়গা যা ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রস্তুত করছেন। যখন এখানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে বাস করা শুরু করব যেখানে কোনো দুঃখ, যন্ত্রণা, বা মন্দতা নেই।

---

[10] শব্দহীন বইটি ব্যবহার করার সময় কী বলতে হবে সেই সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন:
http://berean.org/bibleteacher/wb.html
http://www.abcjesuslovesme.com/ideas1/bible/bible-themes/1150-wordless-book.
কীভাবে একটি শব্দহীন বই বা অনুরূপ জিনিস তৈরি করা যায়, সেই সম্বন্ধে তথ্যের জন্য এই লিঙ্কটি দেখুন:
http://www.teenmissions.org/resources/wordless-book-bracelet/.

সবুজ: যখন তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে, তখন থেকে তুমি ঈশ্বরের সন্তান। তুমি তাঁর সাথে তোমার সম্পর্কে বেড়ে উঠবে। সবুজ বৃদ্ধিকে উপস্থাপন করে। তুমি ঈশ্বরের ব্যাপারে আরো জানতে পারবে এবং জানতে পারবে তিনি তোমার জীবন কেমন করতে চান। তোমার প্রতিদিন বাইবেল পড়া, প্রার্থনা করা উচিত, এবং যারা জানে কীভাবে ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সম্পর্কে থাকতে হয়, তাদের কথা শোনা উচিত।

১৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই পাঠে *"জীবন সংযোগের নীতি"* শিরোনামের অধীনে লেখা বিষয়বস্তুটি আবার পড়ুন। কেবল পড়ানোর সময় নয়, বরং আপনি যখনই শিশুদের সাথে সময় কাটান, তখন তা বিবেচনা করুন। আপনার কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন? এমন কারোর সাথে কথা বলুন যিনি আপনাকে খুব ভালো করে জানেন। সেই ব্যক্তিকে (পুরুষ বা মহিলা) উপকরণটি দেখান এবং নিজের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করুন। তার অকপট মতামত জানতে চান। আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে যে আপনি এই অ্যাসাইনমেন্টটি করেছেন, তবে আপনার মূল্যায়নের বিষয়ে আপনি বিস্তারিত তথ্য দেবেন কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন।

(২) শিশুদের জন্য একটি পাঠ বা সারমন তৈরি করুন। স্টাইলের ছয়টি দিক ব্যবহার করার জন্য সতর্কভাবে এটি ডিজাইন করুন। আপনি এটি কীভাবে ডিজাইন করেছেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

(৩) ওয়ার্ডলেস বুক বা শব্দহীন বই কেনার বা তা তৈরি করার একটি উপায় খুঁজে বের করুন। উপস্থাপন করা শিখুন এবং এটি অন্তত তিনজনের কাছে উপস্থাপন করুন। প্রতিটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন।

পাঠ ১৫
মন্ডলীর গঠনশৈলী

ভূমিকা

জয়ন্ত তার মন্ডলীর শুরুর দিকের কথা বলতে পছন্দ করে। "আমরা পার্কে মিটিং শুরু করেছিলাম, যাদেরকেই দেখতে পেতাম, তাদেরকেই আমন্ত্রণ জানাতাম। ঠান্ডা পড়লে আমরা একটা পুরনো বাসের ভেতর মিলিত হতাম। আমাদের কোনো বাথরুমও ছিল না। পরের দিকে, আমরা কিছুদিনের জন্য একটা শরীরচর্চার জিমে মিলিত হতাম, তারপর একটা পুরনো চার্চ বিল্ডিং ভাড়া নিয়েছিলাম।"

জয়ন্তর মন্ডলী বেশ কয়েক বছর ধরে বেড়ে উঠেছিল। ওই মন্ডলীতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিরা বিল্ডিংয়ের প্রতি আকর্ষিত ছিল না। তারা একদল মানুষের দ্বারা আকর্ষিত ছিল।

এই পাঠে, আমরা মূলত কীভাবে মন্ডলী গঠন করতে হয় সেই বিষয়ে কথা বলছি, আমরা এখানে কোনো বিল্ডিং নিয়ে কথা বলছি না। অনেক বিখ্যাত মন্ডলীরই কঠিন পরিস্থিতিতে শুরু করার ইতিহাস রয়েছে।

কিছু কিছু মন্ডলী বলে যে তারা লোকেদের আকর্ষিত করতে পারে না কারণ তাদের বিল্ডিংটি যথেষ্ট ভালো নয়। সত্য হল এই যে তাদের এমন কিছুর অভাব রয়েছে যা আসলে একটি বিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ডলীতে আমন্ত্রণের অর্থ

বিশ্বাসীরা সর্বত্র লোকেদেরকে তাদের মন্ডলীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তারা আশা করে যে লোকেরা তাদের মন্ডলীকে পছন্দ করবে এবং নিয়মিত আসতে ইচ্ছুক হবে। তারা আশা করে যে লোকেরা সুসমাচারের সাড়া দেবে।

► আপনি যখন কাউকে মন্ডলীতে আমন্ত্রণ জানান, তখন সেই আমন্ত্রণের অর্থ কী? আপনি কীসের প্রস্তাব দিচ্ছেন?

আমরা তাদেরকে কোনো ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করার কথা বলছি না, যাতে মনে হয় যে সেটি কোনো চাহিদা বা কর্তব্য পূরণ করবে। আমরা বিশ্বাস করি না যে বিশ্বাস ছাড়া ধর্মীয় রীতি-নীতিতে অংশগ্রহণ কোনো ব্যক্তির জন্য কার্যকর হতে পারে।

আমরা আশা করি না যে তারা অরূপান্তরিত অবস্থায় ঈশ্বরের আরাধনা বুঝবে।

আমরা আশা করি যে তারা মন্ডলীর লোকেদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ পছন্দ করবে এবং তাদের সাথে আবার মিলিত হতে চাইবে।

আমরা আশা করি যে তারা সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেবে।

কিছু মন্ডলী তাদের অনুষ্ঠানগুলিকে কোনোরকম আত্মিক আকর্ষণ ছাড়াই লোকেদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে। তারা আশা করে যে যদি লোকেরা অনুষ্ঠানটি উপভোগ করে, তাহলে তারা ক্রমাগত আসতে থাকবে। সমস্যাটি হল যে যদি বিনোদনটি সফল হয়, তাহলে তা একদল লোককে সঠিক আগ্রহ ছাড়াই আকর্ষণ করে। মন্ডলী একটি মিশ্রিত দল হয়ে ওঠে যেখানে এমন বহু লোক অন্তর্ভুক্ত হয় যারা আরাধনায় আগ্রহী নয় কিন্তু বিনোদনটি উপভোগ করে। আরাধনার লিডার

এবং মিউজিশিয়ানরা পারফরমার বা মনোরঞ্জনকারীতে পরিণত হয়। অবশেষে, আরাধনার লিডাররা এমন ব্যক্তিতে পরিণত হয় যারা আরাধনাতে আগ্রহীই নয়। আরাধনা বিকৃত হয়ে যায়।

► এই প্রশ্নটি আরেকবার বিবেচনা করুন। আপনি যখন কাউকে মন্ডলীতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, তখন আপনি কীসের প্রস্তাব দিচ্ছেন? আপনার কীসের প্রস্তাব দেওয়া উচিত?

যখন একজন ব্যক্তি রূপান্তরিত হয় তখন যে অভাবনীয় পরিবর্তনটি হয় তা নিয়ে ভেবে দেখুন। সে তার আগের ধর্ম ত্যাগ করে, যা তাকে সম্ভবত তার পরিবার এবং বন্ধুদের থেকেও পৃথক করে। সে পাপের জন্য অনুতাপ করে, যার অর্থ হল সেইসব জিনিস ত্যাগ করা যেগুলিকে সে এতদিন উপভোগ করত। সে ঈশ্বরের কাছে তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ সমর্পণ করে।

রূপান্তরের সময় হওয়া সেই অভাবনীয় পরিবর্তনের কারণে, একজন ব্যক্তি সাধারণত সে যে সম্প্রদায়কে ছেড়ে আসছে আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সে প্রবেশ করবে, সেই দুটির ব্যাপারে চিন্তা না করে রূপান্তরকে গ্রহণ করে না। একজন ব্যক্তি যদি একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসীর সাক্ষ্য দ্বারা আকৃষ্ট হয় তবে সে বিশ্বাসের সম্প্রদায়কে দেখতে চায় যেটিকে সেই বিশ্বাসী প্রতিনিধিত্ব করে। সে দেখতে চায় কীভাবে আসলে বিশ্বাসে জীবন যাপন করতে হয়। সে ধরে নেয় যে, যে বার্তা সে শুনছে তা ইতিমধ্যেই বিশ্বাসের এক সম্প্রদায় গঠন করে রেখেছে যেখানে সে রূপান্তরিত হলে প্রবেশ করবে। এটা অনেকটা এরকম যেন সে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় সেই লোকেরা যারা এই বার্তায় বিশ্বাস করে এবং এটির দ্বারা জীবন যাপন করে। সেই দলে থাকা আমার জন্য কেমন হবে?"

যিশু রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন এবং প্রায়শই স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে কথা বলতেন। তিনি লোকেদের বলতেন যে ঈশ্বরের রাজ্য তাদের কাছে এসে গেছে (লূক ১০:৯)। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা লোকেরা ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করেছিল, তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিল, এবং একসাথে জীবন কাটিয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্য তাদেরকে বিশ্বাসের একটি সম্প্রদায় করে তুলেছিল।

যেহেতু লোকেদের দেখা প্রয়োজন যে বিশ্বাসের সম্প্রদায় সুসমাচার দ্বারা তৈরি হয়, তাই সুসমাচার প্রচারের কাজ কেবল ব্যক্তিবিশেষে ব্যক্তিভিত্তিক ভাবে করা যায় না। এর মানে হল যে স্থানীয় মন্ডলীর প্রয়োজন। স্থানীয় মন্ডলীকে আবশ্যিকভাবে বিশ্বাসের একটি সম্প্রদায় হিসেবে আকর্ষণীয় হতে হবে।

► বিশ্বাসের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার আগে একজন ব্যক্তি কী দেখতে চায়?

> "যিশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একটি মন্ডলীর কাঠামো তৈরি করেছেন যেটি মৃত্যু এবং নরকের সমস্ত শক্তির বিরোধীতা করবে এবং জয়লাভ করবে। এটি একটি ছোটো সর্ষে দানার মতো আকারে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এটি আকারে এবং শক্তিতে বৃদ্ধি পাবে..."
> - রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman, *The Master's Plan*)

মন্ডলীর ঈশ্বরের পরিকল্পিত একটি প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের প্রদত্ত একটি উদ্দেশ্য (মিশন) আছে। প্রত্যেকটি স্থানীয় মন্ডলীকে ঈশ্বরের মাপকাঠি অনুযায়ী এটির সম্ভাব্য পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য আমাদের কখনোই মন্ডলীকে অন্যকিছুতে পরিণত করা উচিত নয়। আমাদের কখনোই মন্ডলীকে এটির আসল অবস্থা থেকে আলাদা কিছু হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয়।

যদি মন্ডলী ঈশ্বরের প্রদত্ত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে, তাহলে এটি সঠিক লোকেদের আকর্ষণ করবে এবং একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গোষ্ঠী গঠন করবে।

একটি আকর্ষণীয় স্থানীয় মন্ডলীর বৈশিষ্ট্য

(১) সদস্যরা প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক আসল এবং সন্তোষোজনক। ঈশ্বরের সাথে একজন অবিশ্বাসীর কোনো সম্পর্ক থাকে না। যখন সে দেখে যে ঈশ্বরের সাথে জীবন কেমন হয়, তখন সে একটি চাহিদা অনুভব করে। সদস্যরা ঈশ্বরকে জানার আনন্দের সাক্ষ্য দিয়ে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জীবনযাপনের মাধ্যমে এটি প্রকাশ করে থাকে। একজন সদস্য যদি মন্ডলীতে না থাকা অবস্থায় পাপে জীবন যাপন করে, তাহলে সে দেখায় যে সে ঈশ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট নয়।

(২) সত্য এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের শর্ত উভয় হিসেবেই মন্ডলী ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করে। আমরা ধর্মতত্ত্ব শেখাই কারণ এটি সত্য। কিন্তু কেবল সত্য বলেই নয়, ধর্মতত্ত্ব এমন কিছু যা আমাদের জানা দরকার কারণ আমরা ঈশ্বরের সাথে থাকতে চাই। বিবাহ যেমন প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, তেমনই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে আমরা কীভাবে সম্পর্কের মধ্যে থাকি।

(৩) মন্ডলী ঈশ্বরের আরাধনার আনন্দকে প্রকাশ করে। আরাধনার আনন্দ বিনোদনের আনন্দের মতো নয়। যারা সত্য ঈশ্বরের আরাধনা করে না তারা তাঁকে আরাধনা থেকে পাওয়া আনন্দ অনুভব করতে পারে না। আমরা আরাধনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট; তাই একজন অবিশ্বাসী যখন আনন্দপূর্ণ আরাধনা দেখে, তখন সে তার চাহিদা অনুভব করবে।

(৪) মন্ডলীর সদস্যরা অনন্তকালের দৃষ্টিকোণ দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। খ্রিষ্টের অনুসারীদের তাদের জীবন তাৎপর্যপূর্ণ কিনা তা নিয়ে ভাবতে হবে না। জীবনের কঠিন সময়ে তাদের স্বস্তি ও সাহস থাকে। অবিশ্বাসীরা জীবনের জন্য একটি সন্তোষজনক উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সংগ্রাম করে, এবং তারা জানে না কীভাবে মৃত্যু এবং অনন্তকালের মুখোমুখি হতে হয়।

(৫) মন্ডলী স্বার্থপর লক্ষ্যের পরিবর্তে সম্পর্কের অগ্রাধিকার দেখায়। মন্ডলী তার সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুসমাচার প্রচার করে না বা তার সংগঠনের যত্ন নেয় না। জগতের মানুষ সম্পর্ককে অবহেলা করে বা স্বার্থপর লক্ষ্যে সম্পর্ককে ব্যবহার করে।

(৬) মন্ডলীর বার্তা গভীর আত্মিক চাহিদা পরিপূরণ করে। পরিত্রাণ না পাওয়া ব্যক্তির একটি আত্মিক ক্ষুধা থাকে যা জাগতিক বিষয় দ্বারা পূরণ হতে পারে না। মন্ডলীর প্রচার এবং শিক্ষা এবং পরামর্শ মানুষের বাস্তব চাহিদার সাথে মেলে।

(৭) মন্ডলী হল বিশ্বাসের একটি পরিবার যেটি তার সদস্যদের ভালোবাসে এবং খেয়াল রাখে। অন্যান্য ধরণের গোষ্ঠী তাদের সদস্যদের কিছু প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু কেবল খ্রিষ্টের অনুসারীরাই সত্যিকারের খ্রিষ্টীয় সহভাগিতা পেতে পারে।

► কোন কোন নির্দিষ্ট উপায়ে মন্ডলী এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করতে পারে? সঠিক অগ্রাধিকারগুলিকে আরো ভালোভাবে দেখানোর জন্য একটি মন্ডলীর কী কী করা উচিত?

সুসমাচার প্রচারের কাজের জন্য মন্ডলীর প্রস্তুতি

মন্ডলীকে আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত হতে হবে যে এটির সমস্ত অনুষ্ঠান এবং সংস্থা সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বের কাজে এটির উদ্দেশ্য (মিশন) পূরণে সাহায্য করে। মন্ডলী যা কিছুই করুক না কেন, তা সেই অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

অতিথিদের স্বাগত

মন্ডলীকে অতিথিদের স্বাগত জানাতে এবং তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কিছু লোক মন্ডলীর রীতি-নীতির সাথে পরিচিত নয়। তারা যখন একটি মন্ডলীতে যায়, তারা জানে না কী আশা করা উচিত। তারা জানে না তাদের কাছ থেকে কী আশা করা হচ্ছে। একটি মন্ডলীতে তাদের আসার প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে, তারা হয় তাদের আসার কারণে খুশি হবে বা ভাববে না এলেই ভালো হত। অতিথিদের স্বাগত জানাতে মন্ডলীর তার লোকেদের প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

মন্ডলীর কখনোই দরিদ্রতার কারণে কাউকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। মন্ডলীতে লোকেদের কাছে যেমন পোশাক প্রত্যাশা করা হয়, দরিদ্র হওয়ার কারণে কেউ সেক্ষেত্রে অবহেলিত হওয়া উচিত নয়।

যেসব শিশুরা অভিভাবক ছাড়াই মন্ডলীতে আসে তাদেরকে পরিচর্যা করার জন্য মন্ডলীর প্রস্তুত থাকা উচিত। যেসব শিশুরা মন্ডলীতে আসে তাদের দেখাশোনা করা জন্য মন্ডলীর প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করার উচিত।

একজন অতিথিকে একটি স্মল গ্রুপ মিটিং বা বাড়ির সহভাগিতায় আসার আমন্ত্রণ জানানো উচিত যেখানে সে শিখতে পারে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে।

বাইরে পৌঁছানো

মন্ডলীর প্রথম দায়িত্ব হল সংগঠনের অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্যদের খেয়াল রাখা। তবে, মন্ডলীকে অবশ্যই সবসময় আশেপাশের এলাকার লোকেদের কাছে পৌঁছাতে হবে। মন্ডলীর এমন কিছু কার্য্যকলাপ থাকতে হবে যা নিশ্চিত করে যে মন্ডলীর বাইরের লোকেরা মন্ডলীর সেই কাজ দেখছে এবং সুসমাচার শুনছে। এরকম কিছু কার্য্যকলাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা যেতে পারে। লিডারদেরকে অন্যান্য কাজও আয়োজন করতে হবে। সক্ষম সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং এই ধরণের কাজের জন্য প্রশিক্ষিত করতে হবে।

মন্ডলীকে তার পারিপার্শ্বিক এলাকায় চাহিদা পূরণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন করা এবং বাইবেলের নীতি প্রকাশ করাই সবসময়ের অগ্রাধিকার হতে হবে।

স্মল গ্রুপ মিনিস্ট্রি

যখন একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পায়, তখন তার শুধু একটি আরাধনা সভায় আমন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। একটি তাৎক্ষণিক শিষ্যত্বের পরিবেশে তার আমন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। এটি একজন পাস্টারের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে শুরু হতে পারে। সে এমন কোনো ছোটো গ্রুপে আমন্ত্রিত হতে পারে যারা প্রতি সপ্তাহে সাক্ষাৎ করে।

একটি ভালো মন্ডলীতে সাধারণত কিছু ছোটো গ্রুপ থাকে যেখানে আত্মিক জীবন টিকে থাকে। এই গ্রুপগুলি বাড়ির ফেলোশিপ, সানডে স্কুলের ক্লাস বা অন্যান্য ধরণের গ্রুপ হতে পারে। আত্মিক দায়িত্ব এবং জীবন পরিবর্তন সাধারণত ছোটো

গ্রুপে ঘটে। মন্ডলীর লিডারদের নিশ্চিত করা উচিত যে ছোটো গ্রুপগুলি এই সকল উদ্দেশ্য সম্পাদন করছে। মন্ডলীর বিদ্যমান কাঠামো যদি আত্মিক জীবনকে সক্ষম না করে, তবে পরিবর্তন প্রয়োজন।

দৃশ্যমান মেম্বারশিপ

যারা মন্ডলীর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে চায় তাদের জানা প্রয়োজন যে এই অঙ্গীকার বলতে আসলে কী বোঝায়। কিছু মন্ডলী কোনোরকম মেম্বারশিপ না থাকার দাবী করে, কিন্তু প্রতিটি মন্ডলীরই তার সদস্য কারা তা জানার কিছু উপায় রয়েছে। প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন যে মন্ডলী কোন লোকেদের নিয়ে গঠিত।

প্রত্যেকের জানা উচিত যে মেম্বারশিপের জন্য অঙ্গীকার জরুরী। একজন সদস্য হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং তার প্রক্রিয়ার বর্ণনা মুদ্রিত থাকা উচিত।

একজন রূপান্তরিত ব্যক্তি যে মন্ডলীর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত, তার দ্রুত মন্ডলীকে সাহায্য করার জন্য সক্ষম হওয়া উচিত। তার মানে এই নয় যে তাকে কোনো পদ বা নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তার পক্ষে এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ যে সে মন্ডলীর একটি অংশ।

নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিদের প্রতি দ্রুত প্রতিবেদন

শিষ্যত্ব শুরু হয় রূপান্তরে। একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তির বিভিন্ন জরুরী চাহিদা থাকে। ঈশ্বরের সাথে যে সম্পর্ক সে সবেমাত্র শুরু করেছে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, তার জানা প্রয়োজন কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় এবং কীভাবে বাইবেল পড়তে হয়। তার একটি নতুন বন্ধুগোষ্ঠীও প্রয়োজন কারণ সে তার বহু পুরনো বন্ধুকে হারাবে। জীবনযাপন সংক্রান্ত বহু সমস্যাতে তার সঠিক পরিচালনা প্রয়োজন।

একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তির শিষ্যত্বের কাজ মন্ডলীকে অবিলম্বে শুরু করতে হবে। *অবিলম্বে* মানে সামনের রবিবার নয়। এটির মানে হল যখন সে পরিত্রাণের প্রার্থনা শেষ করবে। কাউকে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য সেই রূপান্তরিত ব্যক্তির সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ করার দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় মন্ডলীতে তার অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথেও সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। সে যেন তার জীবনে যে যে পরিবর্তনগুলি হচ্ছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার এবং প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

সেই রূপান্তরিত ব্যক্তিকে কোনো ছোটো গ্রুপে আমন্ত্রণ জানানো প্রয়োজন যেখানে সে প্রশ্ন করতে পারবে এবং উৎসাহিত হবে। যদি সম্ভব হয়, প্রথম সাক্ষাতের আগে কয়েকদিন ধরে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যান্য সদস্যরা তার বন্ধু হয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে তাকে ফোন করতে পারে এবং তাকে গ্রুপে স্বাগত জানাতে পারে। এটি একটি কমিউনিটিতে যুক্ত হওয়ার অনুভূতিকে গড়ে তোলে।

একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিকে পরবর্তী মিটিংয়ে গ্রুপে যোগ দিতে হবে। পাঠগুলি এমনভাবে পুনরাবৃত্ত করা উচিত যাতে যেকোনো সদস্য যেকোনো সময় যোগ দিলেই তা বুঝতে পারে। এইভাবে নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি দ্রুত একটি সহায়ক গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়। সদস্যরা যখন সবকটি পাঠ শেষ করে তখন তারা পৃথক পৃথক ভাবে কোর্স থেকে স্নাতক হয়।

প্রয়োজনের খেয়াল রাখা

মন্ডলীকে অবশ্যই তার কংগ্রীগেশনের লোকেদের আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বেশিরভাগ প্রয়োজনীয়তাই মন্ডলীর নেতাদের পরিচালনা ছাড়াই পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে মেটানো উচিত। যদি বেশিরভাগ সদস্য অন্যদের সাহায্য করার দায়িত্ব অনুভব না করে, তবে তারা এখনও একটি পরিপক্ক মন্ডলী গঠন করতে পারেনি।

মন্ডলীর ডিকন থাকা উচিত যারা নিশ্চিত করে যে চাহিদাগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। প্রেরিত পুস্তকে মন্ডলী এই উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্যই প্রথম ডিকনদের নিয়োগ করেছিল।

প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয়। মানুষের দেখতে পাওয়া উচিত যে মন্ডলী হল একটি বিশ্বাসের পরিবার যেখানে সদস্যরা একে অপরের খেয়াল রাখে।

১৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

একটি মন্ডলীকে কল্পনা করুন যেটি এই পাঠে বর্ণিত সমস্ত কাজ করে। একজন কাল্পনিক ব্যক্তির ব্যাপারে লিখুন যিনি মন্ডলীতে এসেছেন, রূপান্তরিত হয়েছেন, এবং মন্ডলীর একজন অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্য হয়েছেন। এই সবকিছু কীভাবে ঘটবে তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ১৬
প্রকৃত শিষ্য

যিশুকে অনুসরণ করা

► যিশুর শিষ্য হওয়া বলতে কী বোঝায়?

কিছু লোক মনে করে যে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হল একজন ভালো মানুষ। আবার কেউ কেউ মনে করে যে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার মানে হল কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস করা। এদের মধ্যে অনেকেরই কাছে, বিশ্বাস তাদের জীবনে খুব একটা পার্থক্য করে না।

অন্যেরা সত্যের কাছাকাছি থাকে। তারা জানে যে রূপান্তরের একটি সময় থাকা আবশ্যিক, যখন একজন ব্যক্তি খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়। তারা বিশ্বাস করে যে এটি তখন ঘটেছিল যখন একজন ব্যক্তি কোনো একটি মুহূর্তে বিশ্বাস করেছিল যে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে যে একজন সত্যিকারের রূপান্তরিত ব্যক্তি রূপান্তরিত হওয়ার পরে যা-খুশি করলেও তার স্বর্গের নিশ্চয়তা আছে।

এটা সত্য যে রূপান্তর প্রকৃত হতে হবে। এটা সত্য যে ক্ষমা বিশ্বাসের উত্তর হিসেবে অনুগ্রহ দ্বারা প্রদত্ত হয়। এটা সত্য যে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে জীবনযাপন করে। কিন্তু যিশুর একজন শিষ্য হওয়ার অর্থ কেবল এইটুকুই নয়।

আমরা দেখতে পাই যে ঠিক কী ঘটে যখন বিশ্বাসের মুহূর্তকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি করা হয় - এটি নীতি-বিরোধিতা (antinomianism)-র দিকে নিয়ে যায়, যা শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের আদেশ একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অনুগ্রহ বিনামূল্যে হওয়ার পরিবর্তে, এটি একটি কাল্পনিক অনুগ্রহে পরিণত হয় যা পাপকে ন্যায্য বলে দাবী করার ভান করে।

যে মন্ডলীগুলি কাল্পনিক অনুগ্রহের বিজ্ঞাপন দেয় তাদের এমন কিছু সদস্য রয়েছে যারা মন্ডলীতে আসে কিন্তু প্রকাশ্য পাপের জীবন যাপন করে। তাদের যাজক এবং অন্যান্য নেতারা সংগঠনের সদস্যদের চেয়ে তুলনামূলক ভালো জীবন যাপন করেলও তাদের পাপপূর্ণ অভ্যাস থাকতে পারে। তারা বলে যে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য দ্বারা জীবনযাপন করার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা অনুগ্রহে পরিত্রাণ পেয়ে গেছি। মানুষকে খ্রিষ্টের আজ্ঞার আনুগত্যে নিয়ে আসা – মন্ডলীকে দেওয়া খ্রিষ্টের এই কর্মভার তারা হারিয়ে ফেলেছে। মন্ডলীর বিশেষ কাজ হল অবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের পবিত্র উপাসকে পরিণত করা, এবং এটি ছাড়া মন্ডলীর অস্তিত্বের আর কোনো উত্তম কারণ নেই।

এমনকি যেসব মন্ডলী ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখে সেখানে কিছু লোক রয়েছে যারা অন্যমাত্রায় ত্রুটিতে জীবন যাপন করে। তারা তাদের জীবনকে সেই প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করেছে যেগুলিকে তারা সঠিক বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাদের মধ্যে খ্রিষ্টসাদৃশ্য আত্মা নেই। তারা কঠোর এবং ক্ষমা করতে পারে না। তারা নম্র এবং সদয়ভাবে ক্ষমা চাইতে পারে না। তারা দ্রুত অন্যদের বিচার করে। খুব কম মানুষের প্রতিই তাদের আস্থা আছে। তারা কখনোই তাদের নিজেদের ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে না। তাদের কাছে প্রতিটি সমস্যার উত্তর আছে এবং যারা তাদের সাথে

একমত নয় তাদের প্রতি কোনো সম্মান নেই। হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে জেতার জন্য তাদের মধ্যে কোনো উদ্যম নেই, কিন্তু তারা তাদের মতামত রক্ষার জন্য যথেষ্ট উদ্যমী। তারা নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট, এবং তারা পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনা করে না।

এই সমস্ত লোকেরা কি সত্যিই যিশুকে জানে এবং তাঁর মতো হতে চায়?

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার অর্থ হল যিশুর একজন শিষ্য হওয়া।

একজন শিষ্য হওয়ার অর্থ কী? খ্রিষ্টের বাধ্য হওয়া? নিশ্চিতভাবেই এটি অন্তত এই বিষয়টিকে বোঝায়। মহান নিযুক্তি (Great Commission)-র সময়, যখন যিশু প্রেরিতদেরকে সর্বত্র গিয়ে শিষ্য তৈরি করতে বলেছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সেই নতুন শিষ্যদের সেই সমস্ত আদেশ মান্য করা শেখানোর আদেশ দিয়েছিলেন যা তিনি তাদেরকে আজ্ঞা হিসেবে দিয়েছিলেন (মথি ২৮:১৯-২০)। যিশুর আদেশ পালন করাই কেবল শিষ্য হওয়ার অর্থ নয়।

ইহুদি রব্বি বা গুরুদের শিষ্যরা তাদের সাথে জীবনের সহভাগিতা করেছিল, কেবল তাদের শিক্ষাই নয়, তাদের জীবনধারাও শিখেছিল। তারা তাদের মনোভাব এবং অগ্রাধিকার শিখেছিল।

যখন যিশু শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন, "এসো এবং আমাকে অনুসরণ করো,"[11] – তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি এখনও সুসমাচারের মাধ্যমে শিষ্যদের আহ্বান করছেন।

কীভাবে একজন ব্যক্তি শিষ্য হয়ে ওঠে?

> "যিশু খ্রিষ্ট আমাদেরকে দুনিয়ার কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য জোর দেন যেখানে অন্য কোনো দেবতা আগে রাজত্ব করেছিল, এবং সিংহাসন দখল করেছিল। এটি আনুগত্যের আমূল পরিবর্তন যা রূপান্তর গঠন করে, বা অন্তত সেটি শুরু করে। তারপর একবার খ্রিষ্ট তার সঠিক স্থানটি গ্রহণ করলে, অন্য সব কিছুর স্থানান্তর শুরু হয়।"
> - Lausanne Committee for World Evangelization, *The Willowbank Report*

প্রথমে, আপনাকে অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে – আপনি যদি তাঁকে বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনার কাছে তাঁকে অনুসরণ করার কোনো কারণ নেই।

আপনি যে দিকে যাচ্ছেন তা পরিবর্তন করতে হবে। কেউ যিশুর অনুসারী হিসেবে শুরু করে না - আমরা আমাদের নিজস্ব পথে চলতে শুরু করি। আপনাকে নিজের পথের পরিবর্তে যিশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার মানে হল আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার নিজের পথে কিছু ভুল আছে। এটি অনুতাপের সাথে শুরু হয় অনুসরণ - আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে পারবেন না। আপনি যদি আপনার পাপ ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট দুঃখিত না হন তবে আপনি এখনও নিজের পথে চলেছেন।

আপনি তাঁর ক্ষমা অনুভব করুন এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক শুরু করুন। আপনি তাঁকে আরও জানতে শুরু করুন এবং তাঁর মতো হতে চান।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ১৬:২১-২৫ পড়বে।

[11] মথি ৪:১৯, মথি ৯:৯, মথি ১৬:২৪, মথি ১৯:২১, যোহন ১:৪৩

তাঁর শিষ্যদের সাথে এই কথোপকথনে, যিশু তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বর্ণনা করেছিলেন। যিশুর কথায় পিতর হতবাক হয়ে গেছিলেন। পিতরের কোনোভাবেই দুঃখকষ্ট এবং মৃত্যুকে যিশুর জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়নি। তিনি যিশুর সাথে তর্ক করতে শুরু করেছিলেন, তাঁকে মৃত্যুর চিন্তা প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

যিশু পিতরকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে সে ঈশ্বরের বিষয়গুলি বুঝতে পারেনি। যিশু বলেছিলেন যে তাঁর শিষ্য হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করতে হবে, ক্রুশ তুলে নিতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। এর অর্থ ছিল নিজের মৃত্যুকে মেনে নেওয়া। তিরস্কারটি ছিল স্ব-তৃপ্তি, আত্মমগ্নতা এবং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতার মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধে যা সত্যিকারের শিষ্যত্বকে প্রতিরোধ করে।

► কেন মানুষের সত্ত্বা স্বভাবতই শিষ্যত্বের প্রতিরোধী?

শিষ্যরা দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুকে নিজেদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে দেখেনি। তারা একটা সময় পর্যন্ত পুরোপুরি বুঝতে পারেনি যে তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ কী। ক্ষমা পাওয়ার জন্য আপনার কিছু মূল্য দিতে হবে না, কিন্তু খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার জন্য আপনার সবকিছু খোয়াতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করার ফলে ক্রমাগত হৃদয়ে অনুসন্ধান, নম্রতা এবং পরিবর্তন আসে।

► বিবৃতিটি বর্ণনা করুন, "খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার জন্য আপনার সবকিছু খোয়াতে হবে।"

ক্রুশ তুলে নেওয়া মানে ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবনের জন্য এক ধরনের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। এটা নিজের মৃত্যু, নিজের সর্বস্বের মৃত্যু। এটি কেবল বাহ্যিক সমর্পণ নয়, এটি হৃদয়ের মাধ্যমে হয়। এটি একটি নম্রতা যেটিকে যিশু তাঁর রাজ্যে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সেই প্রথম শিষ্যদের মতো, আজকে অনেকেই শিষ্য হওয়ার অর্থ কী তা বোঝে না। মন্ডলী এমনও লোকেদের অনুগ্রহের প্রস্তাব দেয় যারা অনুতাপ করেনি। এটি সঠিক পথে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে না বা যা হতে চলেছে তার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে না। এটি প্রকৃত খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন থেকে এতটাই আলাদা যে এটি সেই একই পথ নয়।

ডিট্রিচ বনহোফার (Dietrich Bonhoeffer) ছিলেন একজন জার্মান পাস্টার যাকে অ্যাডলফ হিটলারের শাসনকালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর *দ্য কস্ট অফ ডিসাইপলশিপ* বইতে এই লাইনগুলি লিখেছেন।

> মূল্যবান অনুগ্রহ হল মাঠে লুকানো সম্পদের মতো; এর জন্য একজন মানুষ আনন্দের সাথে যাবে এবং তার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে দেবে। এটি একটি মহামূল্য মুক্তো যা কিনতে একজন ব্যবসায়ী তার সমস্ত পণ্য বিক্রি করে দেবে। এটি খ্রিষ্টের রাজত্বের শাসন, যার জন্য একজন মানুষ তার চোখ উপড়ে ফেলবে যা তার হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়; এটি যিশু খ্রিষ্টের আহ্বান যেখানে শিষ্য তার জাল ফেলে দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে... এই ধরনের অনুগ্রহ ব্যয়বহুল কারণ এটি আমাদেরকে অনুসরণ করতে আহ্বান করে।

তাঁকে অনুসরণ করার মানে হল তাঁর মতো হওয়া। এটি হল নিজের কাছে মৃত হওয়া, কারণ তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্পিত করেছিলেন। এটা কেবল কিছু ভুল কাজ করা ছেড়ে দেওয়া নয়, কিন্তু যিশু হলে সেগুলি করতেন না বলে সেগুলি ছেড়ে দেওয়া। যিশু তাঁর বিশুদ্ধতা, সহানুভূতি, দয়া এবং ক্ষমাতে যা করবেন আমরা সেটাই করার চেষ্টা করি।

আমাদের হৃদয় যখন কোনোকিছুর বিরোধিতা করে, তখন এমন নয় যে আমরা শুধু সেটাই করি যা সঠিক। আমরা আমাদের হৃদয় তাঁর মতো করতে চাই। তিনি কাউকে ঘৃণা করতেন না। এমন লোক ছিল যারা তাঁর শত্রু হওয়ার পথ বেছে নিয়েছিল, কিন্তু তিনি কারোর শত্রু ছিলেন না। এমনকি ক্রুশেও তিনি ক্ষমা করেছিলেন।

তাঁর প্রকৃত অনুসারীরা বিদ্বেষপূর্ণ নয়। তাদের সাথে যারা দুর্ব্যবহার করে তাদের প্রতিও ভালো আচরণ করে। তারা আশীর্বাদ করে এবং অভিশাপ দেয় না। তারা তাদের ক্ষমা সীমাবদ্ধ করে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ছেড়ে দেয় এবং পরিবর্তে সেবা করে।

এই আত্মসমর্পণ থেকে দূরে থাকার কোন জায়গা নেই। যে তার আত্মাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে সে এটি হারাবে—যে এটি সমর্পণ করে সে এটি রক্ষা করবে (মার্ক ৮:৩৫)।

► এমন কোন উপায়ে আমরা মানুষকে পরিত্রাণে আহ্বান করতে পারি যা তাদেরকে শিষ্যত্বের জন্য প্রস্তুত করবে?

আত্মিক গঠন

আত্মিক গঠন[12] (spiritual formation)-এর একটি পদ্ধতি রয়েছে যা একজন বিশ্বাসীকে আত্মিক পরিপক্কতায় নিয়ে আসে।

একজন বিশ্বাসীকে সারা জীবন ধরে পরিপক্ক হয়ে উঠতে হয়, তবে পরিপক্কতার একটি স্তরে সে পৌঁছাতে পারে যাকে বলা যেতে পারে আত্মিক প্রাপ্তবয়স্কতা। প্রেরিত পৌল বলেছিলেন যে বিশ্বাসীদের এমন একটি স্তরে পৌঁছাতে হবে যাতে তারা আর শিশু না থাকে (ইফিষীয় ৪:১৪)।

শিক্ষালাভের মাধ্যমে আত্মিক গঠন আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। এই কারণেই প্রেরিত পৌল বলেছিলেন যে অপরিপক্কতার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তারা উন্নত ধর্মতত্ত্বের জন্য প্রস্তুত ছিল না (১ করিন্থিয় ৩:১-২। আরও দেখুন ইব্রীয় ৫:১২-১৪।)। তিনি বলেছেন, পরিপক্কতার একটি বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বাসীদের ধর্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কারণ শিক্ষালাভ আত্মিক গঠনের অংশ, শিক্ষাদান শিষ্যত্বের কাজের অংশ।

আত্মিক গঠন কেবল শিক্ষালাভ দ্বারা সম্পন্ন হয় না।

প্রেরিত বলেছিলেন যে আত্মিক পরিপক্কতা হল খ্রিষ্টীয় ঐক্যে থাকা, ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞান থাকা এবং খ্রিষ্টের মতো হওয়া (ইফিষীয় ৪:১৩)। এই পরিপক্কতা জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি, এবং এটি শুধুমাত্র জ্ঞান থেকে তা আসে না।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ২ পিতর ১:২-১১ পড়বে।

এই অংশটি আত্মিক বিকাশ সম্বন্ধীয়। এই প্যাসেজের মূল পয়েন্টগুলি লক্ষ্য করুন।

৩ পদ: ঈশ্বর আমাদের ধার্মিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে খ্রিষ্টীয় গুণাবলীর প্রতি আহ্বান করেছেন।

[12] "আত্মিক গঠন হল অন্যদের জন্য যিশু খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার এক কল্যাণময় প্রক্রিয়া।" M. Robert Mulholland Jr., *Invitation to a Journey* (Downers Grove: InterVarsity Press), 12-এর সংজ্ঞা অবলম্বনে।

৪ পদ: ঈশ্বর রূপান্তরের অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করে এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্র দান করে।

৫-৭ পদ: আমাদের কখনোই পরিত্রাণকারী বিশ্বাসে থেমে যাওয়া উচিত নয়, বরং আরো বেশি খ্রিষ্টীয় চরিত্র বিকাশ করা উচিত।

৮ পদ: এই চরিত্রগুলি আমাদেরকে আত্মিক ফল লাভ করতে সাহায্য করবে।

পদ ৯: যে ব্যক্তি এই চরিত্রগুলি বিকাশ করে না সে মূলত পাপ থেকে তার উদ্ধার অব্যাহত রাখছে না, এবং সে কোন পথে চলছে তা দেখতে পায় না।

১০-১১ পদ: খ্রিষ্টীয় গুণাবলী বিকাশের জন্য কাজ না করে পরিত্রাণের আশ্বাসে থেমে যাবেন না। এগুলি আপনাকে পরিত্রাণে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আপনাকে মহান বিজয়ের সাথে ঈশ্বরের শাশ্বত রাজ্যে নিয়ে আসবে।

২ পিতরের ২য় অধ্যায়টি সেইসব মানুষদের ব্যাপারে কথা বলে যারা আত্মিক বিকাশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা কেবল খ্রিষ্টধর্মের নামটি চায়। যেহেতু তারা আত্মিকতার অগ্রগতিকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা পাপকে সমর্থন করে। তারা তাদের আচরণকে সমর্থন করার জন্য মিথ্যা মতবাদ তৈরি করে। তাদের ভ্রান্ত মতবাদ নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিদের পাপের ক্ষমতার অধীনে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং যদি সেই ব্যক্তিরা কখনো পরিত্রাণের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা না লাভ করে থাকে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায় (২ পিতর ২:১৮-২২)।

এই পত্রটি একটি সাবধানবাণী দিয়ে শেষ হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা মতবাদের দ্বারা পাপে ফিরে যাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে, অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে (২ পিতর ৩:১৭-১৮)।

যিশু মহান নিযুক্তির ক্ষেত্রে বলেছেন যে শিষ্যত্বের কাজ হল মানুষকে তাঁর প্রতি আনুগত্যে নিয়ে আসা। স্পষ্টতই, যে ব্যক্তি শিখছে তাকে অবশ্যই সেই সত্য মানতে হবে যা সে শিখেছে; অন্যথায়, সে এগোতে পারে না। জ্ঞানের উদ্দেশ্য হল তাকে দেখানো যে কীভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয় এবং তার চরিত্রের বিকাশের পথে পরিচালনা করা। যদি একজন ব্যক্তি শিখতে থাকে কিন্তু আনুগত্য অব্যাহত না রাখে তবে সে শিষ্য নয়। মন্ডলীতে এমন বহু লোক আছে যাদের অনেক ধর্মীয় জ্ঞান আছে, কিন্তু একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীর জীবন তারা প্রদর্শন করে না।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ফিলিপীয় ১:৯-১১ পড়বে।

ফিলিপীয় মন্ডলীটি একদল অসাধারণ বিশ্বাসীদের মন্ডলী ছিল, এবং তাদেরকে লেখা পৌলের চিঠিতে একটি আনন্দের পরিবেশ রয়েছে।

এই পদগুলিতে, পৌল ফিলিপীয়দের জন্য আত্মিক বৃদ্ধি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য কারণ এটি জ্ঞান, বিচক্ষণতা, প্রেম, এবং আচরণকে সংযুক্ত করে।

পৌল প্রার্থনা করেছেন যেন তাদের প্রেম বৃদ্ধি পায় এবং সেই প্রেম তাদের সঠিক বিচক্ষণতার মধ্যে প্রদর্শিত হয়, যাতে তারা শ্রেষ্ঠ মনোভাব এবং আচরণ বেছে নিতে পারে। যখন যিশু ফিরে আসবেন, তখন এই জীবন ঈশ্বরের সামনে কলঙ্কহীন হবে। তাদের জীবন আত্মিক ফলে পরিপূর্ণ হবে যা ঈশ্বরের গৌরব করবে।

► আমরা যা অধ্যয়ন করলাম তার উপর ভিত্তি করে, যিশুর শিষ্য বলতে কী বোঝায়?

যিশুর শিষ্য হল এমন একজন বিশ্বাসী যে তার শেখা সত্যের প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ভালোভাবে বোঝার জন্য আন্তরিকভাবে আকাঙ্খী, এবং খ্রিষ্টীয় চরিত্র ও আচরণ বিকাশের জন্য ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

► এখন আমরা আত্মিক গঠন বুঝতে পেরেছি, আপনি কীভাবে এমন একজন ব্যক্তিকে বর্ণনা করবেন যিনি অন্যদের মধ্যে শিষ্যত্বের কাজ করেন?

তিনি বাইবেলের সত্য শিক্ষা দেন। তিনি যিশুর প্রতি আনুগত্যের একটি উদাহরণ। তিনি অন্যদের শেখার, অনুগত হওয়ার, এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজকে অনুমতি দানের জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

অনুগ্রহের ক্ষমতা

আগের বিভাগে আমরা ২ পিতর ১:২-১১ অধ্যয়ন করেছি। সেখানে, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর আমাদেরকে অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা করেছেন যা আমাদের পাপপূর্ণ আকাঙ্খা থেকে উদ্ধার করে এবং একটি পবিত্র স্বভাব প্রদান করে। সেই জ্ঞান আমাদের আত্মিক বৃদ্ধিকে পরিচালনা করে।

কিছু লোক বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। তারা বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তির পবিত্র হৃদয় থাকা অসম্ভব। এই ধারণাগুলি শিষ্যত্ব সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতার উপর প্রভাব ফেলে।

শিষ্যত্ব মানে খ্রিষ্টের আদেশ শেখা এবং তা মেনে চলা। যদি আমরা বিশ্বাস না করি যে সম্পূর্ণ আনুগত্য সম্ভব, তাহলে আমরা একটি আত্মিক অবস্থা মূল্যায়ন করার জন্য অন্য কোনো উপায় খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকি।

জন ওয়েসলি বিশ্বাস করতেন যে সামর্থী অনুগ্রহ (enabling grace) ব্যতিরেকে কেউ ঈশ্বরের আদেশগুলি পূরণ করতে পারে না, তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে সামর্থী অনুগ্রহ প্রতিটি ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। ওয়েসলি বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক পাপীর তার নিজের প্রকৃতির দ্বারা নয় বরং সামর্থী অনুগ্রহের মাধ্যমে সুসমাচারের প্রস্তাবে সাড়া দেয়। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে খ্রিষ্টের প্রতিটি অনুসারীকে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আনুগত্যে জীবনযাপন করার জন্য অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে।

ওয়েসলিলীয় ঈশতত্ত্ব (Wesleyan theology) থেকে একটি শাস্ত্র ব্যাখ্যার নীতি উঠে আসে যেটিকে "প্রতিজ্ঞা নীতি" (Promise Principle) বলা হয়। ওয়েসলিবাদীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর যা কিছুর আদেশ দিয়েছেন, তা পূরণ করার জন্য তিনি তাঁর লোকদের সক্ষম করবেন। এটির মানে হল যে শাস্ত্রের প্রতিটি আজ্ঞাকে অনুগ্রহের একটি প্রতিজ্ঞা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

প্রতিজ্ঞা নীতি

নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফগুলি হল এই নীতিটির বিষয়ে ওয়েসলি'র ব্যাখ্যা।[13]

> একটি সাধারণ আপত্তি হল যে ঈশ্বরের বাক্যে এটির [খ্রিষ্টীয় সিদ্ধতার] কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। কিন্তু একটি খুব স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে আমরা সকলেই আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসব। আমরা পড়ি, "তোমরা যাতে তোমাদের সমস্ত মন ও তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালোবেসে বেঁচে থাকো সেইজন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের হৃদয়ের সুন্নত [ছিন্নত্বক] করবেন" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬)। আমাদের প্রভুর বাক্য একইভাবে সুস্পষ্ট, **যেটি প্রতিজ্ঞার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, যদিও এটি একটি প্রতিজ্ঞার আকারে রয়েছে:** "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে" (মথি ২২:৩৭)। কোনো কথাই এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে পারে না; কোনো প্রতিজ্ঞাই এর চেয়ে বেশি নির্দিষ্ট হতে পারে না। একইভাবে, "তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মতোই প্রেম করবে" (মথি ২২:৩৯), এটিও একটি আজ্ঞার পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা।
>
> সুসমাচারের যুগে সবচেয়ে প্রধান সেই সীমাহীন প্রতিজ্ঞা, "আমি তাদের মনে আমার বিধান স্থাপন করব, তাদের হৃদয়ে সেসব লিখে দেব," (ইব্রীয় ৮:১০) **সমস্ত আজ্ঞাকে প্রতিজ্ঞায় পরিণত করেছে;** যার মধ্যে এটিও রয়েছে, "খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল, তোমাদেরও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত" (ফিলিপীয় ২:৫)। **এই আজ্ঞাটি একটি প্রতিজ্ঞার সমান, এবং আমাদেরকে এটি প্রত্যাশা করার কারণ প্রদান করে যে তিনি আমাদের থেকে যা চান তার জন্য তিনি আমাদের মধ্যে কাজ করবেন।**
>
> **"কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনই সমস্ত আচার-আচরণে পবিত্র হও,"** (১ পিতর ১:১৫) **সাধু পিতরের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রদত্ত এই আজ্ঞাটিতে একটি প্রতিজ্ঞা আরোপিত রয়েছে যে আমরা পবিত্র হব**, যদি আমরা তা হতে অনিচ্ছুক না হই। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কোনোকিছুরই ঘাটতি থাকতে পারে না। তিনি যেমন আমাদেরকে পবিত্রতায় আহ্বান করেছেন, তেমনই এই পবিত্রতাকে আমাদের মধ্যে কাজ করানোর জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ইচ্ছুক, এবং সেই সঙ্গে সক্ষম। **কারণ যা দিতে তিনি কখনোই ইচ্ছুক নন তা পাওয়ার জন্য আমাদের ডাকার মাধ্যমে তিনি তার অসহায় সৃষ্টিকে উপহাস করতে পারেন না।** তিনি যে আমাদের পবিত্রতায় আহ্বান করেন তা অনস্বীকার্য; তাই, তিনি আমাদেরকে তা দেবেন যদি আমরা স্বর্গীয় আহ্বানের প্রতি অবাধ্য না হই।
>
> "কিন্তু আমরা দেহে থাকাকালীন কি তিনি আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা করেছেন?" নিঃসন্দেহে করেছেন। কারণ **ঈশ্বরের প্রতিটি আজ্ঞায় প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত রয়েছে**, যেটি হল, "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে" (মথি ২২:৩৭)।

[13] John Wesley, "Christian Perfection," from *A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century* থেকে অভিযোজিত। Edited by Stephen Gibson. (Nappanee: Evangel, 2006) দ্বারা সম্পাদিত।

ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা উচিত। আমরা আশা করি যে ঈশ্বর যা আদেশ করেন তিনি তা পালন করতে সক্ষম করবেন, কারণ তাঁর আদেশগুলি আন্তরিক এবং অন্য কোনো উপায়ে তা পূরণ করা যায় না।

> "যদি তাঁর উদারতা তাঁর ন্যায়বিচারের সমান হয়, তবে তাঁর অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতিগুলিকে তাঁর ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বুঝতে হবে। তিনি যদি প্রাপ্তির মতোই প্রদানেও খুশি হন, তবে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলিকে তাঁর প্রয়োজনীয়তার ভাষা হিসেবে বুঝতে হবে।"
> - চার্লস ফিনি)Charles Finney, *Systematic Theology*(

আমরা সমস্ত শাস্ত্রকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারি। আমাদের কখনোই বাইবেলের বিবৃতিগুলির সরল অর্থকে বিকৃত করা উচিত নয়। প্রতিশ্রুতি নীতি হল ঈশ্বরকে সম্মান করা, কারণ এটি আশা করে যে ঈশ্বরের শক্তি এবং ইচ্ছা আছে বিশ্বাসীর মধ্যে সেই পবিত্রতার জন্য কাজ করার যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেন। শাস্ত্রের সতর্কবাণী, প্রতিশ্রুতি এবং প্রার্থনা উপেক্ষা করা উচিত নয়। একটি ভালো তত্ত্ব তখনই ভালো হিসেবে প্রমাণিত হয় যখন এটি শাস্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে ব্যবহার করে।

একটি পবিত্র জীবন যাপন করা কি সম্ভব?

> সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেন আত্মাকে শরীরে থাকা অবস্থায় পবিত্র করতে পারেন না? তিনি কি আপনাকে পবিত্র করতে পারেন না যখন আপনি এই বাড়িতে থাকেন, বা বাইরে খোলা হাওয়ায় রয়েছেন? ইঁট বা পাথরের দেয়াল কি তাকে আটকাতে পারে? এমনকি এই রক্ত-মাংসের দেয়ালগুলিও তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রকৃত করতে বাধা দিতে পারে না। তিনি আপনাকে শরীরের বাইরের মতো শরীরের সমস্ত পাপ থেকেও সহজে রক্ষা করতে পারেন। "কিন্তু তিনি কি দেহে থাকাকালীন আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?" নিঃসন্দেহে দিয়েছেন। একটি প্রতিজ্ঞা সমস্ত আজ্ঞায় আরোপিত রয়েছে, যার মধ্যে বলা হয়েছে, "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে" (মথি ২২:৩৭)। এটি এবং বাকি সমস্ত আজ্ঞা যা দেওয়া হয়েছে, তা মৃতদের জন্য নয়, বরং জীবিতদের জন্য। এটি উপরে পাঠ করা কথাগুলিতে প্রকাশ করা হয়েছে, যে আমরা "যেন তাঁর সামনে পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় আমরা তাঁর সেবা করে যাই" (লূক ১:৭৩-৭৫)।[14]

অনেক মানুষই বহু বছর ধরে নিজেদেরকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে দাবি করে, কিন্তু তারা কখনোই প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না। তারা জ্ঞানে এবং পরিচর্যার দক্ষতায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নয়।

বাইবেল খুব স্পষ্টভাবে শেখায় যে বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের মাপকাঠি হল যে সে পাপের উপর জয়লাভ করেছে এবং তার একটি পবিত্র হৃদয় আছে (তীত ২:১১-১২, প্রেরিত ১৫:৯, ১ যোহন ৩:২-১০, ১ যোহন ৩:২-১০, ১ যোহন ৫:১-৪)। যদি একজন বিশ্বাসী বুঝতে পারে যে ঈশ্বর তাকে যেমনভাবে দেখতে চান সে তেমন নয়, তাহলে তাকে অবিলম্বে এবং গুরুত্ব সহকারে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা আমূল পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের কাজের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

[14] John Wesley, "Christian Perfection," from *A Timeless Faith: John Wesley for the 21st Century* থেকে অভিযোজিত। Edited by Stephen Gibson. (Nappanee: Evangel, 2006) দ্বারা সম্পাদিত।

শিষ্যত্বের পরিচর্যাতে একজন ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে তার অগ্রাধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট থাকতে হবে। পাপের উপরে বিজয় হল প্রথম অগ্রাধিকার। যদি একজন ব্যক্তি পাপে পতিত হয়, তাহলে অন্য কিছু সম্পন্ন করার আগে শিষ্যত্বকারীকে অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে অনুতাপ এবং বিজয়ের দিকে পরিচালিত করতে হবে।

১৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

নিচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য কয়েকটি প্যারাগ্রাফ লিখুন:

- যদি কোনো ব্যক্তি যিশুর শিষ্য হতে চায় তাহলে তার কী প্রত্যাশা করা উচিত?
- আত্মিক বৃদ্ধি সম্পর্কে পিতর যে কেন্দ্রীয় সত্যের কথা বলেছে তা আপনি কীভাবে ব্যাখা করবেন?
- "প্রতিজ্ঞা নীতি" কী?

পুরো লেখাটি সর্বোচ্চ দু'পাতার মধ্যে লিখতে হবে।

পাঠ ১৭
আত্মিক পরিপক্কতার পথে

মন্ডলীর শিক্ষাদানের পরিচর্যা কাজ

মন-পরিবর্তন বা রূপান্তরের সময় একটি পরিবর্তন ঘটে। রূপান্তরিত ব্যক্তির নতুন চাহিদা এবং অগ্রাধিকার থাকে—এই পরিবর্তন এতই অনন্য যে বাইবেল তাকে একটি নতুন সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করে। (২ করিন্থীয় ৫:১৭)

কিন্তু, কিছু জিনিস সময়সাপেক্ষ, রূপান্তরিত ব্যক্তি মোটেই অবিলম্বে বুঝতে পারে না যা কীভাবে তার জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে খ্রিষ্টীয় নীতি প্রয়োগ করতে হবে। তাকে আগে নীতিগুলি শিখতে হবে, তারপর সে সেগুলি প্রয়োগের উপায়গুলি দেখবে।

এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আত্মিক পরিপক্কতার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি খ্রিষ্টে একজন শিশু।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ করিন্থীয় ৩:১-২ পড়বে। এই পদগুলি অনুযায়ী, একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ইব্রীয় ৫:১৩-১৪ পড়বে। এই পদগুলিতে দুধ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? মাংস কী? আত্মিক পরিপক্কতার একটি বৈশিষ্ট্য কী?

এই কোর্সের প্রথমদিকে, আমরা মহান নিযুক্তি (Great Commission)-র বিষয়ে দেখেছিলাম যে দায়িত্ব যিশু মন্ডলীকে দিয়েছেন। এটা নিয়ে আরো একবার আলোচনা করা যাক।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ২৮:১৮-২০ পড়বে। এই অংশে, যিশু সুসমাচার প্রচারের বাইরে কোন দায়িত্বটি দিয়েছেন?

মহান নিযুক্তি প্রদানের আগে, যিশু বলেছিলেন যে স্বর্গে এবং পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর কাছে রয়েছে। এরপর তিনি মন্ডলীকে লোকেদের তাঁর কর্তৃত্বের আনুগত্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেন।

তিনি তাঁর শিষ্যদের কেবল সুসমাচার প্রচার নয়, বরং সেই সমস্ত কিছু শেখানোর কথা বলেছিলেন যা তিনি তাদের আজ্ঞা হিসেবে দিয়েছিলেন। সুসমাচার প্রচার কেবল কাজের প্রথম অংশ। রূপান্তরিতদেরকে যিশুর সমস্ত আদেশ মানতে শেখানোই হল শিষ্যত্বের প্রক্রিয়া। শিষ্যত্বে ব্যর্থ হওয়া সুসমাচার প্রচারে ব্যর্থ হওয়ার মতোই গুরুতর।

মন্ডলীর শিক্ষাদানের পরিচর্যা কাজটি হল রূপান্তরিতদের আত্মিক পরিপক্কতায় নিয়ে আসা।

ইফিষীয়তে আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরিচর্যা কাজের বিশেষ ভূমিকায় লোকেদের আহ্বান করেছেন, যাতে সেই বিশ্বাসীরা আর শিশু অবস্থায় না থাকে (ইফিষীয় ৪:১১-১৪)। তাদের আত্মিক পরিপক্কতায় পৌঁছানোর ফলাফল হল তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি স্থায়িত্ব।

একজন পাস্টার শিষ্যত্বের কাজের জন্য বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। পৌল তিমথিকে বলেছেন, "আমি না আসা পর্যন্ত প্রকাশ্যে শাস্ত্র পাঠ, প্রচার ও শিক্ষাদানে নিজেকে নিযুক্ত রাখো" (১ তিমথি ৪:১৩)। তিনি প্রাথমিকভাবে তিমথির ব্যক্তিগত অধ্যয়নের কথা বলেননি; তিনি পরিচর্যার বিষয়ে বলেছিলেন। তিমথির পরিচর্যার মূল বিষয়বস্তু ছিল শাস্ত্রপাঠ এবং বিশ্লেষণ, আত্মিক নির্দেশনা প্রদান, এবং খ্রিষ্টীয় তাত্ত্বিক মতবাদের শিক্ষাদান। একজন পাস্টারের অন্যতম যোগ্যতা হল তাকে শিক্ষাদানে সক্ষম হতে হবে (১ তিমথি ৩:২)।

যেহেতু শিক্ষালাভ আত্মিক গঠনের একটি অংশ, তাই শিক্ষাদান হল শিষ্যত্বের কাজের একটি অংশ। শিক্ষকেরা মন্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ, এবং মন্ডলীকে অবশ্যই সর্বদাই শিক্ষকদের গড়ে তোলার কাজ করে যেতে হবে।

"আর বহু সাক্ষীর উপস্থিতিতে তুমি আমাকে যেসব বিষয় বলতে শুনেছ, সেগুলি এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করো, যারা অন্যদের কাছে সেগুলি শিক্ষা দিতে সমর্থ হবে" (২ তিমথি ২:২)। এই আদেশটি পৌল তিমথিকে দিয়েছিলেন, যা মূলত একজন অভিজ্ঞ সুসমাচার প্রচারক এবং পাস্টারের একজন তরুণ পরিচর্যাকারীকে দেওয়া আদেশ। পৌল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না যে বিশ্বাস কেবল প্রচারের মাধ্যমেই বাহিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ প্রচেষ্টার সাথে প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি এই ধরনের প্রশিক্ষণ মন্ডলীতে প্রচার করার মাধ্যমে সম্পন্ন না হয়, তাহলে এই বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের আলাদাভাবে বা ছোটো দলে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

অনেক কিছুই শেখানোর আছে। কোন পাস্টারের কাছে এই সবকিছু করার সময় আছে, বিশেষ করে যেখানে সবাই একই সময়ে একই নির্দেশের জন্য প্রস্তুত নয়? ইফিষীয় ৪:১১ বলে না, "তিনি একজন পালক দিয়েছেন" (কেবল একজন ব্যক্তি এবং কেবল একটিই ভূমিকা)। পরিবর্তে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিরা রয়েছেন। ঈশ্বর শিক্ষকদের আহ্বান করেন, তাদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা দেন এবং মন্ডলীর মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদানের পরিচর্যার জন্য সুসজ্জিত করে তোলেন।

> "যিশুর পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এমন ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করা যারা তাঁর জীবনের সাক্ষ্য বহন করতে পারবে এবং পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়ার পর তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।"
> - রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman, The Master's Plan)

খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় এবং আত্মিক দায়বদ্ধতা

প্রকৃত শিষ্যত্ব তথ্য শিক্ষার চেয়েও বেশি কিছু; এটির মধ্যে মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনধারার গঠন অন্তর্ভুক্ত। এই প্রক্রিয়া কেবল আত্মিক দায়বদ্ধতাযুক্ত একটি খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘটতে পারে।

আদমের একা থাকা উচিত নয়, ঈশ্বরের এই বিবৃতি দিয়ে শুরু করে সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে আমরা দেখি যে ঈশ্বর চেয়েছেন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করুক (আদিপুস্তক ২:১৮)।

সম্প্রদায়ের কিছু সুবিধা উপদেশক ৪:৯-১০-এ বর্ণিত আছে:

> একজনের চেয়ে দুজন ভালো, কারণ তাদের কাজে অনেক ভালো ফল হয় [।] যদি একজন পড়ে যায়, তবে তার সঙ্গী তাকে উঠাতে পারে। কিন্তু হায় সেই লোক যে পড়ে যায় আর কেউ তাকে উঠাবার জন্য নেই।

ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে তারা যাজকদের এক রাজ্য এবং একটি পবিত্র জাতি হবে (যাত্রাপুস্তক ১৯:৬)। এই ঐতিহ্যটি পরিবারের মধ্য দিয়ে বাহিত হওয়ার ছিল, যাকে "মহান আদেশ" হিসেবে বর্ণনা করা হয় (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৯)।

পবিত্র আত্মা নতুন নিয়মের লেখকদের নতুন নিয়মে সেই শব্দগুলি মন্ডলীকে উল্লেখ করার জন্য ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন (১ পিতর ২:৯)।

ঈশ্বর সবসময় তাঁর লোকেদের জন্য চেয়েছেন যে যারা তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত, তারা যেন একে অপরের সাথেও সুসম্পর্কযুক্ত থাকে। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমাদেরকে বিশ্বাসের একটি সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক অঙ্গীকারের আহ্বান করে, ঠিক তেমনভাবেই ঈশ্বরের লোকেদের সাথে আমাদের সম্পর্কও অঙ্গীকারের আহ্বান করে। একজন মানুষের যদি ভাবে যে সে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের লোকেদের সাথে নয়, তাহলে সে ভুল ভাবছে।

পৌল মন্ডলীতে সদস্যদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্য দেহের রূপকটি ব্যবহার করেছেন (১ করিন্থীয় ১২)। কোনো সদস্যই সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না যদি সে দেহ থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। সদস্যদেরকে অবশ্যই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে হবে, অন্যথায় দেহের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। যদি একজন সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে সকলেই ভুগবে। একজন সদস্যদের কাজ সমগ্র দেহকে প্রভাবিত করে। পৌল এই কথাটি বলেছিলেন যখন তিনি একটি অনৈতিক সম্পর্কে থাকা এক ব্যক্তির পরিস্থিতি সামলাচ্ছিলেন, যদিও তিনি পরিবর্তে রুটির রূপক ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা কি জানো না যে, সামান্য খামির ময়দার সমস্ত তালকেই খামিরময় করতে পারে?" (১ করিন্থীয় ৫:৬) আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে একটি খ্রিষ্টীয় কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

নতুন নিয়মের বহু আজ্ঞাই সম্প্রদায়ের বোধ ছাড়া মেনে চলা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পূরণ করার জন্য, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আবশ্যিকভাবে একে অপরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। এর অর্থ হল খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় আত্মিক দায়বদ্ধতার পথে নেতৃত্ব দেয়।

আমরা বাইবেলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই যেখানে খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় আত্মিক দায়বদ্ধতার সাথে সংযুক্ত।

> তোমাদের নেতাদের নির্দেশ মেনে চলো ও তাদের কর্তৃত্বের বশ্যতাধীন হও। যাদের জবাবদিহি করতে হবে, এমন মানুষের মতো তাঁরা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁদের আদেশ পালন করো, যেন তাদের কাজ আনন্দদায়ক হয়, বোঝাস্বরূপ না হয়, তা না হলে, তা তোমাদের পক্ষে লাভজনক হবে না (ইব্রীয় ১৩:১৭)।

এই পদটি বিশ্বাসীদেরকে আত্মিক কর্তৃত্বের অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি অনুগত হতে বলে। এই আজ্ঞাটি আত্মিক নেতৃত্বপদে থাকা ব্যক্তিদেরকেও একটি মহান দায়িত্ব দেয়। তাদের দায়িত্ব কেবল ক্ষমতা দ্বারা নেতৃত্ব প্রদান নয়, বরং তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা আত্মাদের পর্যবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র আত্মিক পরিচালনা দানের জন্য তাদের লোকেদের সাথে তাদেরকে যথেষ্ট পরিচিত হতে হবে এবং তাদের অবশ্যই তাদের লোকেদের সাথে এমন সম্পর্ক থাকতে হবে যা এই ধরনের নির্দেশনাকে সম্ভব করে তোলে।

এই অংশটিতেও খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় এবং আত্মিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে:

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ইব্রীয় ১০:২৪-২৬ পড়বে। এই অংশে কী আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে?

আমাদেরকে এখানে অন্য বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং তাদেরকে সঠিক কাজটি করার জন্য অনুপ্রাণিত করার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

► এই দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বাসীদের মধ্যে যে সম্পর্ক আবশ্যক তা বর্ণনা করুন।

আমাদের অনুপ্রেরণা কার্যকরী হবে না যদি আমরা অন্যদের সাথে সঠিক সম্পর্কে না থাকি। আমাদের তাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে এবং তাদের জন্য ভালোবাসা ও চিন্তা দেখাতে হবে। অন্যথায়, তারা ব্যক্তিগত পরামর্শ দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে।

> ভাইবোনেরা, দেখো, তোমাদের কারও হৃদয়ে যেন পাপ ও অবিশ্বাস না থাকে, যা জীবন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রতিদিন পরস্পরকে উৎসাহিত করো, যতক্ষণ আজ বলে দিনটি অভিহিত হয়, যেন পাপের ছলনায় তোমাদের কারও হৃদয় কঠিন হয়ে না পড়ে (ইব্রীয় ৩:১২-১৩)।

আমাদের পরস্পরের কাছে জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে। এখানে উপদেশ দেওয়া অবশ্যই সমগ্র মন্ডলীর সংস্থার নির্ধারিত সভাগুলির বাইরে হতে হবে, কারণ আমাদেরকে প্রতিদিন উৎসাহিত করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটির ক্ষেত্রে একটি পৃথক বা ছোটো ছোটো দল ভিত্তিতে ফেলোশিপ প্রয়োজন। এই ধরনের ফেলোশিপ কেবল একসাথে খাওয়া-দাওয়া করা বা দেখা করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং একটি আত্মিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হতে হবে। এই উদ্দেশ্যটি সম্পন্ন করার জন্য, আমাদের অবশ্যই সেই অগ্রাধিকারের সাথে আলোচনা এবং ছোটো ছোটো গ্রুপ মিটিংয়ের পরিকল্পনা করতে হবে।

যেভাবে আমরা একে অপরের থেকে উপকৃত হই তা হিতোপদেশ ২৭:১৭-এ দেখানো হয়েছে:

> লোহা যেভাবে লোহাকে শান দেয়, মানুষও সেভাবে অন্যজনকে শান দেয়।

আত্মিক দিকনির্দেশনা এবং উৎসাহ দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে উপকৃত করার আগে একজন ব্যক্তির সেই ব্যক্তির উচ্চতর অবস্থানের দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে, নম্রভাবে প্রদত্ত আত্মিক নির্দেশনা গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশি।

> সেই কারণে, তোমরা পরস্পরের কাছে পাপস্বীকার করো ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমরা আরোগ্য লাভ করতে পারো। ধার্মিকদের প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকরী (যাকোব ৫:১৬)।

ব্যক্তিগত পাপস্বীকার সাধারণত বড় দলে ঘটবে না; তাই, এই আজ্ঞাটি সহজে মন্ডলীর সভায় সম্পন্ন করা হয় না। প্রসঙ্গত আজ্ঞার কারণটি হল: যারা ভুল করেছে তাদের যাতে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

> প্রত্যেকে একে অপরের ভারবহন করো, এভাবে তোমরা খ্রীষ্টের বিধান পূর্ণ করবে (গালাতীয় ৬:২)।

প্রায়শই একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী মনে করে যে সে যেই পরিস্থিতিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কারোর বিশেষ চিন্তা নেই। অন্যান্য পরিচিত খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা অবশ্যই তা নিয়ে চিন্তা করবে যদি তারা সত্যিই বুঝতে পারে যে সে কোন সমস্যায় রয়েছে, কিন্তু তারা সাধারণত তাকে বোঝার মতো যথেষ্ট ভালোভাবে জানে না। আমরা কীভাবে অন্যের বোঝা বহন করতে পারি যদি আমরা তাদের সম্পর্কে সত্যিই ভালোভাবে না জানি?

মন্ডলী গঠন হওয়ার পর শুরুর দিকে, বিশ্বাসীদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

> প্রতিদিন তারা একসঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণে মিলিত হত। তারা নিজেদের ঘরে রুটি ভাঙত এবং আনন্দের সঙ্গে ও হৃদয়ের সরলতায় একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করত (প্রেরিত ২:৪৬)।

জন ওয়েসলি (John Wesley) বলেছেন ব্যক্তিগত খ্রিষ্টধর্ম বলে কিছু নেই।

► আপনার কী মনে হয় ওয়েসলি তাঁর বিবৃতিতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

আত্মিক দায়বদ্ধতা একটি সুস্থ খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে।

আত্মিক দায়বদ্ধতা হল এমন এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যার কাছে আমরা আমাদের আত্মিক অবস্থা, আত্মিক বিষয়গুলিতে আমাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং বিকাশের জন্য আমাদের অঙ্গীকারের কথা জানাতে পারি।

আত্মিক দায়বদ্ধতা ছাড়া আমরা শাস্ত্রের সমস্ত আজ্ঞা পূরণ করতে পারব না, এবং আমরা সেই উপায়টি অবহেলা করব যা ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

আত্মিকভাবে পরিপক্ক হওয়ার মানে কী? আপনি একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীকে কীভাবে বর্ণনা করবেন?

যেহেতু পরিপক্কতা সময়সাপেক্ষ, এটি বয়সের সাথে সাথে আসে (তীত ২:১-৫)। স্পষ্টতই, কিছু লোকের বয়স বেড়ে যায় ঠিকই কিন্তু তারা আত্মিকভাবে যথেষ্ট পরিপক্ক হয় না, এবং তুলনামূলকভাবে এমন অনেক অল্পবয়সী ব্যক্তি রয়েছে যাদের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিপক্কতা দেখা যায়।

পরিপক্কতার বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যই একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয় না, বরং তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো সেটি একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা বা জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কারণে হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও একজন ব্যক্তির তার সমস্ত জীবন জুড়ে বিকাশ অব্যাহত রাখা উচিত, তবুও সে এমন একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে যেটিকে আত্মিক পরিপক্কতা বলা যেতে পারে।

শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

► কয়েকজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য এই অংশগুলি পড়বে: ইফিষীয় ৪:১১-১৪, ইব্রীয় ৫:১২-৬:১, ১ করিন্থীয় ৩:১-২, এবং ১ যোহন ২:১২-১৪।

নিচে কিছু বৈশিষ্ট্যের তালিকা দেওয়া হল যা আত্মিক পরিপক্কতার চিহ্ন। এটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়, এবং এই তালিকার কিছু পয়েন্ট অন্য পয়েন্টগুলির থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়।

একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীর মধ্যে এই সবকটি বৈশিষ্ট্য একসাথে নাও প্রদর্শিত হতে পারে, তবে সেগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে তার ত্রুটিগুলি নাও বুঝতে পারে, কিন্তু তার হৃদয়ে পবিত্র আত্মার ক্রমাগত কাজে সে সাড়া দেবে।

আত্মিক পরিপক্কতার দশটি বৈশিষ্ট্য

(১) উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং কাজে খ্রিষ্টস্বরূপতা

খ্রিষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানকে আত্মিকভাবে বোঝার দ্বারা, প্রকৃতিগতভাবে খ্রিষ্টকে জানতে চাওয়ার গভীর আকাঙ্খা থেকেই খ্রিষ্টস্বরূপতা আসে (ফিলিপীয় ৩:১০)। এটির মধ্যে তাড়নার সময় তাঁর কষ্টভোগের সহভাগিতা করাও অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এইভাবে খ্রিষ্টকে ভালোবাসে, সে তাঁর মতো হয়ে ওঠার জন্য পরিবর্তিত হবে।

খ্রিষ্টের মতো হওয়ার মানে হল প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া এবং স্বার্থপরতা বা অহংকার দ্বারা নয়। খ্রিষ্টের একজন অনুসরণকারী খ্রিষ্টের মতো হতে চায় এবং যখনই সে অনুভব করে যে সে তার বলা কোনো কথায় বা কাজে খ্রিষ্টের মতো ছিল না, সে দুঃখিত হয়।

(২) ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক

একজন ব্যক্তির ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কে নিবিড়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। ঈশ্বরের সাথে ভালো সম্পর্কের চিহ্নগুলি হল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আনন্দ করা, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালোবাসা, এবং প্রার্থনায় সময় কাটানো।

(৩) আত্মার ফল প্রদর্শন

পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর জীবনে ফল উৎপাদন করেন, যার মধ্যে রয়েছে প্রেম, আনন্দ, ধৈর্য্য, এবং আত্ম-সংযম। একজন বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মাকে তার স্বভাব নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে দেয়, তখন সে আরো ধারাবাহিকভাবে সদয় এবং নম্র হয়ে ওঠে।

(৪) বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পাপের উপর বিজয়

বিশ্বাসী শেখে যে কীভাবে প্রলোভনকে জয় করার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হয়। সে ঈশ্বরের পরিশুদ্ধতার কাছে সমর্পণ করে যাতে সে একটি পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে। সে এমন অভ্যাস এবং শৃঙ্খলা বিকাশ করে যা তাকে ক্রমাগত বিজয়ের জীবন যাপন করতে সাহায্য করে।

যদি সে কোনো প্রলোভনে পতিত হয়, সে ঈশ্বরের কাছে সেটি স্বীকার করে এবং ক্ষমা ও শক্তির জন্য প্রার্থনা করে। তার কাছের খ্রিষ্টীয় বন্ধুদেরকে তার ব্যর্থতার কথা বলা উচিত যারা তার জন্য প্রার্থনা করবে (যাকোব ৫:১৬)।

(৫) আত্মিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত

আত্মিক শৃঙ্খলাগুলি হল প্রথম অগ্রাধিকার ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন অনুশীলনের উপায়সমূহ। যে ব্যক্তি ক্রমাগত প্রার্থনা করে না, বাইবেল পড়ে না, এবং মন্ডলীতে আসে না, সে একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী নয়।

(৬) বিকশিত খ্রিষ্টীয় চরিত্র

খ্রিষ্টের একজন অনুসরণকারী সততা, নির্ভরযোগ্যতা, এবং বিশ্বস্ত কাজের নীতির উপর তার জীবন গড়ে তুলতে শেখে।

(৭) সংগতিপূর্ণ খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন

একজন বিশ্বাসী জীবনে খ্রিষ্টীয় নীতি প্রয়োগ করতে শেখে। একজন পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সবসময় তার আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মতোই হতে চাওয়া উচিত। যখনই সে বুঝতে পারে যে সে যা বলেছে বা করেছে তা তার হৃদয়ের প্রেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সে তখনই পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের শক্তির ওপর নির্ভর করে।

(৮) সুস্থ সম্পর্ক

একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীদের সাথে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। সে সততা, ধৈর্য্য, এবং ক্ষমাপরয়ায়ণতা প্রকাশ করে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। সে নম্র এবং তার ভুল স্বীকার করে। যেহেতু সে কোনো পরিস্থিতিকে ভুল বুঝতে পারে, সেহেতু

তার যতটা ধৈর্য্যশীল হওয়া উচিত ততটা নাও হতে পারে, দ্রুত ভুল স্বীকার নাও করতে পারে, বা অন্য ব্যক্তির বিষয়ে তার সঠিক মতামত নাও থাকতে পারে।

(৯) একটি ব্যক্তিগত পরিচর্যাকাজ

একজন বিশ্বাসীকে তার আত্মিক বরদানগুলি চিনতে হবে। অন্যদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হওয়ার জন্য তাকে মন্ডলীতে তার অবস্থান খুঁজে নিতে হবে। একজন বিশ্বাসী সুসমাচার প্রচারের কাজে এবং খ্রিষ্টীয় জীবনে অন্যদের শিষ্যত্ব দান করার কাজে সাহায্য করে মন্ডলীতে পরিচর্যা কাজ করতে পারে।

(১০) কঠিন অবস্থার সহনশীলতা

একজন বিশ্বাসীকে খারাপ সময় চলাকালীনও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শিখতে হবে। যখন সে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে, তখনও তার ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা উচিত। একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী তবুও বিশ্বাস হারায় না যখন সে বুঝতে পারে না কেন অন্যরকম কিছু ঘটছে।

উপসংহার

আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্যগুলি সহজাত প্রতিভার উপর নির্ভরশীল নয়।

এগুলি মিনিস্ট্রি চালানোর দক্ষতার মতো সমান নয়।

তারা আবশ্যকভাবে নেতৃত্বের দক্ষতার সাথে জড়িত নয়। যদি একজন লিডার আত্মিকভাবে পরিপক্ক হয় তা ভালো, কিন্তু কখনো কখনো একজন ব্যক্তি তার কিছু ক্ষমতার কারণে লিডার হয়ে ওঠে, যদিও সে তখনও আত্মিকভাবে পরিপক্ক হয় নি। কখনো কখনো একজন ব্যক্তি আত্মিকভাবে পরিপক্ক থাকে, কিন্তু তার মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা থাকে না।

কিছু প্রকার ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেশি ধৈর্য্যশীল এবং নম্র হয়। ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রকৃতি আত্মিক পরিপক্কতার সমান নয়। ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কাজ করেন এবং আমাদের প্রবণতার মধ্যে ভারসাম্য আনতে সাহায্য করেন। যদি আমরা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এবং আত্মিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যথার্থভাবে পার্থক্য করতে পারি না।

শারীরিক সমস্যাও একজন ব্যক্তির বিচক্ষণতা এবং প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের কখনোই অন্যদের দ্রুত বিচার করে ফেলা উচিত নয়।

১৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) আত্মিক পরিপক্কতার ১০টি বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করুন। প্রার্থনা সহকারে বিবেচনা করে দেখুন যে আপনার মধ্যে কোনটির অভাব সবচেয়ে বেশি রয়েছে। পরিকল্পনা তৈরি করুন যে কীভাবে প্রার্থনা, অধ্যয়ন, অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ, এবং ঈশ্বরের সাহায্যের উপর নির্ভরতার মাধ্যমে এগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকাশ করতে পারেন।

(২) কীভাবে একটি মন্ডলী শিক্ষাদান এবং আত্মিক দায়বদ্ধতার প্রতি এটির দায়িত্ব উদ্দেশ্যমূলকভাবে পূরণ করতে পারে? দু'পাতার মধ্যে মন্ডলীর জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা বর্ণনা করুন।

পাঠ ১৮
একটি স্মল গ্রুপ সহায়িকা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

এই অধ্যায়টি অন্যান্য ক্লাস সেশনগুলির মতো করে সেট করা হয়নি। আপনি এটির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারেন, এবং এখানে আলোচনার জন্য বহু পয়েন্ট রয়েছে। এই পাঠটির জন্য বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হতে পারে।

ক্লাসের উচিত তাদের ভবিষ্যৎ কাজ নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময় করে নেওয়া। তাদের একসাথে পরিকল্পনা করতে হবে যে তারা কীভাবে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বের কাজের মাধ্যমে তাদের স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সাহায্য করতে পারে।

শিষ্যত্বের কাজে জন্য ছোটো গ্রুপগুলির গুরুত্ব

গোটা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্নভাবে স্মল গ্রুপ মিনিস্ট্রি হয়। বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো গ্রুপ আছে, যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য পরিকল্পিত। এই ছোটো গ্রুপগুলি একসাথে অধ্যয়ন, আত্মিক দায়িত্ব পালন, পরিচর্যা, প্রার্থনা, বা বিশেষ প্রজেক্টের জন্য সাক্ষাৎ করতে পারে।

কিছু মন্ডলী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত থাকে যারা বাড়িতে সাক্ষাৎ করে। এই গ্রুপগুলি ছোটো মন্ডলীর মতো কাজ করে। নতুন নিয়মের মন্ডলীগুলি প্রাথমিক অবস্থায় এইভাবেই কাজ করত।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সক্রিয় মন্ডলীগুলির সাধারণত এই ধরনের ছোটো ছোটো গ্রুপ ব্যবস্থা থাকে।

এই বিভাগে, আমরা শিষ্যত্বের জন্য ছোটো গ্রুপগুলির কার্যকারিতার বিষয়ে কথা বলব।

ওয়েসলিয় মডেল (Wesleyan Model)

জন ওয়েসলি (গ্রেট ব্রিটেন, ১৮ শতক) প্রথম ব্যক্তি নন যিনি ছোটো গ্রুপ পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা ভীষণভাবে কার্যকরী ছিল।

ওয়েসলি সোসাইটি, ক্লাস, এবং ব্যান্ড নামে বিভিন্ন আকারের গ্রুপের সাথে শিষ্যত্বের একটি সিস্টেম তৈরি করেছিলেন।[15] ওয়েসলির পদ্ধতিগুলি শুরুতেই একটি সম্পূর্ণ সিস্টেমে পরিণত হয় নি, তবে ধীরে ধীরে প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিকশিত হয়েছিল। ওয়েসলির বহু রূপান্তরিত ব্যক্তি অনুপ্রেরণা, পরামর্শ এবং প্রার্থনা চেয়েছিলেন। যেহেতু সেখানে বহুজন ছিল, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার তাদের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ওয়েসলি এবং তার প্রচারকরা সুসমাচার প্রচার করার প্রতিটি জায়গায়, নিয়মিতভাবে মিলিত হওয়া দলে রূপান্তরিতদের সংগঠিত করেছিল। যেহেতু কংগ্রেগেশনগুলি বড় ছিল, তাই অনেকে ব্যক্তিগত আত্মিক চাহিদা সম্বন্ধে বলতে পারত না এবং

[15] "A Plain Account of the People Called Methodists," in *The Works of John Wesley, Volume VIII* (Grand Rapids: Zondervan), 249-258 দেখুন।

তাদের প্রয়োজনীয় মনোযোগ পেত না। ছোটো গ্রুপগুলিকে ক্লাস বলা হত, যেখানে লিডাররা সদস্যদের উৎসাহিত এবং পরিচালনা করার জন্য পাস্টার হিসাবে কাজ করতেন। যেকোনো সদস্য যে প্রকাশ্য পাপে অব্যাহত রাখত এবং পরিবর্তন হত না, তাকে সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হত এবং সভায় আসতে দেওয়া হত না।

ক্লাসগুলির চেয়ে ছোটো গ্রুপগুলি গঠন করা হয়েছিল যাতে সদস্যরা তাদের আত্মিক সংগ্রামগুলি ভাগ করে নিতে পারে এবং একে অপরকে আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রদান করতে পারে। এই ছোটো গ্রুপগুলিকে ব্যান্ড বলা হত। এই মিটিংগুলিতে লিডার তার নিজের আত্মিক অবস্থা বর্ণনা করত, তারপরে অন্যদেরকে তাদের অবস্থা, পাপ এবং প্রলোভন সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। এই গ্রুপগুলোর সদস্যরা সবাই একই লিঙ্গের থাকত।

ওয়েসলি'র সাফল্য নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি জর্জ হোয়াইটফিল্ড (George Whitefield) এই বিবৃতিটি দিয়েছিলেন: "আমার ভাই ওয়েসলি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেছিলেন - যে আত্মাগুলি তার পরিচর্যার অধীনে জাগ্রত হয়েছিল তারা ক্লাসে যোগ দিয়েছিল, এবং এইভাবে তার শ্রমের ফল সংরক্ষিত হয়েছিল। আমি এটি অবহেলা করেছিলাম, এবং আমার লোকেরা এখন বালির দড়ির মতো।" প্রথমদিকে আমেরিকান মেথোডিস্ট মন্ডলীগুলি ওয়েসলি'র পদ্ধতিগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল, কিন্তু তার শিষ্যত্বের নীতি এবং তার মতবাদ দুটোই আধুনিক মেথোডিজম দ্বারা অবহেলিত হয়েছে।

অপরিহার্য মণ্ডলীকে বোঝা

সর্বপ্রথম মন্ডলী ভবন হিসেবে যেটি খুঁজে পাওয়া গেছে সেটি সম্ভাব্য ২৫০ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম দু'শতক, মন্ডলী নিজেকে একদল লোক হিসেবে দেখত, কোনো বিল্ডিং বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়। মন্ডলী একদল বিশ্বাসীদের নিয়ে তৈরি হয় যারা একসাথে আরাধনা করে, সুসমাচার প্রচার করে, এবং বাইবেল মেনে চলে।

লোকেদের ছোটো ছোটো গ্রুপগুলি হল প্রতিটি সক্রিয় মন্ডলী পরিকাঠামোর প্রাথমিক বিল্ডিং ব্লক। একটি স্মল গ্রুপ শিষ্যত্বের কর্মসূচী কোনো নতুন প্রতিষ্ঠান নয় যেটি কোনো একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। এটি কোনো নতুন পদ্ধতি নয় যেটি কোনো এলাকায় কাজ করতে পারে এবং কোনো এলাকায় কাজ নাও করতে পারে। পরিবর্তে, স্মল গ্রুপগুলি হল মন্ডলীর প্রাথমিক বিল্ডিং ব্লক। যেকোনো স্থানীয় মন্ডলীর মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য গ্রুপ মিনিস্ট্রিগুলি বিভিন্ন উপায়ে পরিচর্যা করতে পারে।

যদি একটি মন্ডলীর লোকেরা নিয়মিতভাবে সংশোধিত না হয় এবং পুরো সংগঠন বা বেশিরভাগ সানডে স্কুলের চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষিত না হয়, তাহলে সেই মন্ডলী তার উদ্দেশ্য সাধন করবে না ।

একটি সতর্কতা

ছোটো গ্রুপগুলি কেবল ততটাই আত্মিক যতটা সেটিতে অন্তর্ভুক্ত লোকেরা আত্মিক। যদি তারা ঈশ্বরকে খুশি করার অগ্রাধিকারযুক্ত অঙ্গীকারবদ্ধ শিষ্য না হয়, বিশ্বস্তভাবে জীবন যাপন না করে, এবং মন্ডলীর মিশন সম্পন্ন না করে, তাহলে গ্রুপটির ভুল পথে যাওয়ার একাধিক পথ রয়েছে।

আত্মিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা

আত্মিক দায়বদ্ধতা থাকার অর্থ হল এমন কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা যার কাছে আপনি আপনার আত্মিক অবস্থা, আপনার আত্মিক শৃঙ্খলার সাফল্য বা ব্যর্থতা, এবং বিকাশের জন্য আপনার অঙ্গীকারের বিষয়ে রিপোর্ট করতে

পারেন। তারা আপনাকে জানাবে যখন তাদের মনে হবে যে আপনি ভুল করছেন। আপনি তাদেরকে আপনার অঙ্গীকারের কথা বলবেন এবং তারা আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি আপনার অঙ্গীকারের বজায় রাখছেন কিনা।

আগের বিভাগে একটি স্বাস্থ্যকর খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ে আত্মিক দায়বদ্ধতার বাইবেলভিত্তিক বিষয় নিয়ে আরো সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মিক দায়বদ্ধতা ছাড়া, আমরা শাস্ত্রের সবকটি আজ্ঞা পূরণ করতে পারব না; এবং আমরা সেই উদ্দেশ্যটি উপেক্ষা করে ফেলব যা ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ দানের জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

> সেই কারণে, তোমরা পরস্পরের কাছে পাপস্বীকার করো ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করো, যেন তোমরা আরোগ্য লাভ করতে পারো। ধার্মিকদের প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকরী (যাকোব ৫:১৬)।

একজন ব্যক্তি এমন সম্পর্ক ছাড়া ব্যক্তিগত দোষ স্বীকার করবে না যা সেটিকে সহজ করে তোলে। যদি সে এমন একজনের কাছে স্বীকার না করে যে তার দোষের জন্য প্রার্থনা করছে, তাহলে সে সেই চাহিদাগুলি পূরণের জন্য ঈশ্বরের তৈরি করা উপায়গুলিকে অবহেলা করছে।

> প্রত্যেকে একে অপরের ভারবহন করো, এভাবে তোমরা খ্রীষ্টের বিধান পূর্ণ করবে (গালাতীয় ৬:২)।

যদি আমরা কাউকে খুব ভালোভাবে না জানি, তাহলে আমরা জানতে পারব না যে সে কোন কোন গুরতর বোঝা বহন করছে। এটি সম্ভব করে তোলে এমন একটি সম্পর্কের মধ্যে না থাকলে আমরা এই শাস্ত্রীয় আদেশটি পূরণ করতে পারি না।

> আবার এসো, আমরা এও বিবেচনা করে দেখি, কীভাবে আমরা পরস্পরকে প্রেমে ও সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারি (ইব্রীয় ১০:২৪)।

কোন অনুপ্রেরণা এবং তিরস্কারের প্রয়োজন, তা দেখার জন্য আমাদের প্রেমের উদ্দেশ্য নিয়ে একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করতে হবে। উৎসাহগুলি অগভীর হবে, এবং তিরস্কার প্রতিরোধ করা হবে যদি না অন্য ব্যক্তির সাথে আমাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি একজন ব্যক্তিকে তার জীবনে আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত কিনা তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে।

আমার কোন সম্পর্ক আছে যা অনুমতি দেয় যে:

- কেউ আমাকে আমার সবচেয়ে গুরুতর বোঝা বহন করতে সাহায্য করবে?
- আমি কারোর কাছে আমার দোষ স্বীকার করব?
- আমি কাউকে তার বোঝা বহন করতে সাহায্য করব?
- কেউ আমার বর্তমান আত্মিক অবস্থায় সাহায্য করবে?

এমন কি কোনো সময় আছে:

- যখন কেউ না থাকে তখনও আমি ভরসা রাখতে পারি?
- আমি খুশি যখন আমার অবস্থা কেউ জানে না?
- আমি আমার প্রার্থনার সময় বা বাইবেল অধ্যয়নের সময় জানাতে বিব্রত হব?

অধিকাংশ মন্ডলীই আত্মিক দায়বদ্ধতার দায়িত্ব পালন করে না যদি না তারা এটি করার জন্য একটি সিস্টেম তৈরী করে। অনেকের কাছে, এই স্মল গ্রুপগুলিই হল সেই সিস্টেম।

একটি স্মল গ্রুপ লিডারের যোগ্যতাসমূহ

যিশু শিষ্যত্বের অগ্রাধিকার প্রদর্শন করেছিলেন। তার পরিচর্যা কাজের শুরুতেই তিনি এমনকিছু লোকদের বেছে নিয়েছিলেন যারা মন্ডলীকে নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তিনি তার পুরো সময়টা তাকে অনুসরণ করা হাজার হাজার লোকের মধ্যে প্রচার করার কাজে ব্যয় করেননি; পরিবর্তে, তিনি প্রায়শই বারোজন শিষ্যকে প্রশিক্ষিত করার জন্য সময় ব্যয় করতেন। তিনি সেই লোকেগুলির মাধ্যমে তাঁর মিনিস্ট্রি বৃদ্ধি করেছিলেন যাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

যে ব্যক্তি শিষ্যত্বের কাজ করে, তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা উচিত। সে সমস্ত গুণে শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে সেগুলি উন্নত করার চেষ্টা থাকা উচিত। যদি তার মধ্যে কোনো একটিরও অভাব থাকে, সে অনেকটাই কম কার্যকারী হবে।

(১) আত্মিকভাবে পরিপক্ক

তার মধ্যে আগের একটি বিভাগে বর্ণিত আত্মিক পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যদি সে আত্মিকভাবে পরিপক্ক না হয়, তাহলে সে একটি ভালো দৃষ্টান্ত হবে না এবং তার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী সে হবে না।

> "যদিও তিনি জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য যা করতে পারেন তা করেছিলেন, তবে জনসাধারণকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রাথমিকভাবে জনসাধারণের পরিবর্তে কয়েকটি ব্যক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়েছিল। এটাই ছিল তাঁর কৌশলের প্রতিভা।"
> - রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman, *The Master's Plan*)

(২) উপলভ্য

যদি তার সময়সূচী ইতিমধ্যেই পূর্ণ থাকে এবং সঠিকভাবে চালিত না হয়, তাহলে সে স্মল গ্রুপ মিনিস্ট্রির জন্য উপলভ্য নয়। তাকে আবশ্যিকভাবে এটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) ভরসাযোগ্য

তাকে অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন। তাকে অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে সক্ষম হতে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে তার দায়িত্ব হল অন্যদেরকে তাদের প্রতিজ্ঞার প্রতি দায়বদ্ধ রাখা।

(৪) আত্মবিশ্বাসী

তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে সে একটি গ্রুপকে নেতৃত্ব দানের পদ্ধতি শিখতে সক্ষম। যদি তার মধ্যে ক্ষমতায় থাকে কিন্তু সে এটি বিশ্বাস না করে, তাহলে তার প্রথমে কিছু নির্দেশিত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন যা তার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে।

(৫) দ্বন্দ্ব মেটাতে সক্ষম

যখন লোকেরা অসম্মত এবং সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন তাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে সক্ষম হতে হবে। তাকে অন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মেটানোর কাজে সাহায্য করতে সক্ষম হতে হবে।

(৬) শিক্ষাদানে সমর্থ

লোকেরা কি তার ব্যাখ্যা বুঝতে পারে? নেতাকে এমন একজন হতে হবে যিনি মানুষকে বিভ্রান্ত করেন না।

(৭) ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ক্ষুধার্ত

তাকে ঈশ্বরের বাক্যে আনন্দিত থাকতে হবে, যাতে সে অন্যদেরকেও এটি উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই বাইবেলকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে।

(৮) ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল

তাকে বুঝতে হবে যে আত্মিক ফলাফল কেবল পবিত্র আত্মার কাজ দ্বারাই ঘটতে পারে। তাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তার মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত নয় যে তার একার ক্ষমতার দ্বারাই তার বিশ্লেষণগুলি সফল হবে।

(৯) সেবা করার জন্য প্রস্তুত

তাকে আবশ্যিকভাবে এমন একজন ব্যক্তি হবে যিনি অনুভব করেন যে তিনি অন্যদের সেবা করার সময় মূল্যবান কিছু করছেন। তার কখনোই এমন ব্যক্তি হতে চাওয়া উচিত নয় যে সেবা পেতে চায়। তার নিজের প্রতিভা দেখানোর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার পরিচর্যা কাজ করা উচিত নয়। তাকে প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(১১) আত্মিক কর্তৃত্বের অধীন

তাকে কারো কাছে আত্মিকভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তাকে আত্মিক লিডারদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(১১) মন্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত

গ্রুপ লিডারকে অবশ্যই একটি স্থানীয় মন্ডলীর একজন অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্য হতে হবে। শিষ্যত্বের পরিচর্যার জন্য লোকেদের মন্ডলীকে সমাদর করতে এবং এর প্রতি আরও অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

(১২) সাফল্যের জন্য উদ্যমী

যদি তার মধ্যে সফল হওয়ার উদ্যম থাকে, তাহলে সে দ্রুত হাল ছেড়ে দেবে না। সে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেবে। সে সেইসমস্ত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেবে যা তাকে আরো কার্যকারী করে তুলবে। যখন সেখানে কোনো সমস্যা বা সুযোগ থাকবে, সে তখন সেখানে উদ্যোগ নেবে। তার মধ্যে প্রাণশক্তি এবং উদ্যম থাকবে।

(১৩) তাত্ত্বিকভাবে যথার্থ

তার মধ্যে বাইবেলভিত্তিক, সুসমাচার প্রচারভিত্তিক ধর্মতত্ত্বের উত্তম জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(১৪) পরিচর্যা কাজের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

এটি আবশ্যক নয় যে পরিচর্যা করার প্রশিক্ষণ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হতে হবে। পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রশিক্ষণ শুরু হয়, কারণ একজন বিশ্বাসী দেখে যে কীভাবে মিনিস্ট্রি চলে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি পায়, কারণ তাকে নির্দেশনার অধীনে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভালো বইপত্র পড়া এবং অধ্যয়ন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শিষ্যত্বের একটি কর্মসূচি বিকাশ

শিষ্যত্ব সাধনের সর্বোত্তম উপায়টি একটি স্থানীয় মন্ডলীর দ্বারা সম্পন্ন হয় যেটি শিষ্যত্বের দায়িত্ব এবং অগ্রাধিকার বোঝে, একতায় কাজ করে।

অতএব, এই নির্দেশাবলী একটি মন্ডলীর নেতাদের এবং অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্যদের সম্বোধন করে।

যদি একটি মন্ডলী বুঝতে পারে যে তাদের শিষ্যত্বের কাজ আরো ভালোভাবে করতে হবে, তাদের প্রথমে শিষ্যত্ব সম্পর্কে শাস্ত্র এবং এই কোর্সে উল্লিখিত পয়েন্টগুলি অধ্যয়ন করা উচিত। লিডাররা মেটিরিয়াল বা উপাদান উপস্থাপন করতে পারে। সম্ভব হলে মন্ডলীর সমস্ত অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্যদের একত্রিত হওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের উদ্দেশ্য শেয়ার করতে পারে।।

উন্নতিসাধনের দ্বিতীয় অংশটি হল মন্ডলী ইতিমধ্যে কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করা। বেশিরভাগ মন্ডলীতে ইতিমধ্যেই কিছু গ্রুপ কাজ করছে, যদিও যদি তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্মল গ্রুপ প্রোগ্রাম হিসাবে শুরু করেনি। উদাহরণস্বরূপ, মন্ডলীতে মিউজিশিয়ানদের একটি গ্রুপ থাকতে পারে যারা বার বার মিলিত হয়। একটি কয়্যার থাকতে পারে যারা একসাথে অনুশীলন করে। ডিকনদের একটি বোর্ড থাকতে পারে। সানডে স্কুলের ক্লাস হতে পারে, এবং সানডে স্কুলের শিক্ষকরাও একটি গ্রুপ তৈরি করতে পারে। মন্ডলীর তরুণরাও মাঝে মাঝে দেখা করতে পারে। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য কমিটি থাকতে পারে। কিছু লোকেদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে একটি গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে যারা একটি প্রজেক্টে একসাথে কাজ করে। মন্ডলীতে এমন কিছু পরিবার থাকতে পারে যারা মাঝে মাঝে ফেলোশিপের জন্য একত্রিত হয়। বাড়িতে বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রার্থনা সভা হতে পারে।

এই গ্রুপগুলি শিষ্যত্ব বা আত্মিক দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্যে গঠিত নাও হতে পারে, তবে তারা সেই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে সহায়তা করতে পারে। আত্মিক জীবন বিদ্যমান এমন যেকোনো মন্ডলীর ইতিমধ্যেই কিছু গ্রুপ আছে, যারা সেই জীবনকে সহায়তা করার জন্য কাজ করছে। যখন একটি মন্ডলী শিষ্যত্বের জন্য তার ক্রিয়াকলাপকে উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এটির বিদ্যমান গ্রুপগুলিকে পরীক্ষা করা এবং কী ঘটছে তা দেখা উচিত, তারপর কীভাবে উদ্দেশ্যগুলি আরো ভালোভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন।

নতুন গ্রুপের প্রয়োজন হতে পারে। সম্ভবত বিভিন্ন ধরনের গ্রুপের প্রয়োজন হতে পারে। এমন গ্রুপ থাকতে পারে যারা পরিচর্যার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়। এমন গ্রুপ থাকতে পারে যারা প্রাথমিকভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করে এবং প্রার্থনা করে। ঐকান্তিক আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য স্মল গ্রুপ থাকতে পারে।

গ্রুপের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে যে কার সেখানে থাকা উচিত এবং কীভাবে গ্রুপটি কাজ করবে। উদাহরণস্বরূপ, ঐকান্তিক আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য একটি গ্রুপে ১০ জনের কম লোক থাকা উচিত। যদি গ্রুপটি খুব বড় হয়, গোপনীয়তা হ্রাস পায়, কথা বলা অগভীর হয়ে যায়, বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়, কম অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, এবং উপস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে উপস্থিত থাকলে ব্যক্তিগত কথোপকথনের গভীরতা সীমিত হবে।

গ্রুপের উদ্দেশ্য নতুন সদস্যদের জন্য এটি উন্মুক্ত করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করে। উদ্দেশ্য যদি আত্মিক দায়বদ্ধতা হয়, তবে গ্রুপটির বেশ কয়েকটি মিটিং হয়ে যাওয়ার পরে নতুন সদস্যকে যোগ করা উচিত নয়। বেশিরভাগ লোকেরা তাদের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে কথা বলবে না যতক্ষণ না তারা গ্রুপের অন্যদের সাথে নিরাপদ বোধ করছে। গ্রুপের উদ্দেশ্য যদি পাঠের একটি সিরিজ কভার করা হয়, তবে মিটিংয়ের সিরিজ জুড়ে লোকেদের যুক্ত করতে থাকা বাস্তবিক বিষয় নয়।

নতুন রূপান্তরিতদের জন্য একটি গ্রুপ থাকতে পারে।[16] এটি গুরুত্বপূর্ণ যে একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি একটি গ্রুপে যোগদানের জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে না। তাই এই দলটির পাঠের একটি পুনরাবৃত্ত সিরিজের প্রয়োজন যাতে নতুন লোকেরা যেকোনো সময় যোগদান করতে পারে। লিডারদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে কিছু নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি ছেড়ে যাবে। কিছু লোক গ্রুপ ছেড়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে গ্রুপটি ভালোভাবে কাজ করছে না। যদিও কেউ কেউ বাদ পড়বে, একটি নতুন রূপান্তরিত গ্রুপ নতুন লোকেদের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।

যদি একটি গ্রুপ মিনিস্ট্রির মূল উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ বা গভীর আত্মিক বিকাশ হয়, তবে গ্রুপের সদস্যদের অবশ্যই এমন ব্যক্তি হতে হবে যারা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে চায় এবং গ্রুপের উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। যদি কিছু সদস্য অঙ্গীকারবদ্ধ না হয় তবে গ্রুপটি তার উদ্দেশ্য অর্জনে উত্তম ফল করবে না।

অধিকাংশ সদস্যকেই ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ দ্বারা নিয়োগ করা আবশ্যক। লোকেদের যোগদানের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য অপেক্ষা করবেন না যে কতক্ষণে লোকেরা তাদের যোগদান করতে চাওয়ার কথা বলবে।

মন্ডলীর সবাই স্মল গ্রুপ প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হবে না। আপনি যদি মন্ডলীর একজন লিডার হন, তবে একটি ছোটো গ্রুপে না থাকার জন্য লোকেদের সমালোচনা করে বের করে দেবেন না। গ্রুপ মিনিস্ট্রির সুবিধাগুলি বর্ণনা করার মাধ্যমে তা তুলে ধরুন।

প্রথম মিটিংয়ে, নিশ্চিত করুন যে সবাই গ্রুপের গুরুত্ব বুঝতে পারছে। শিষ্যত্বের গুরুত্ব দেখায় এমন শাস্ত্রাংশ এবং তথ্য নিয়ে কথা বলুন।

উপস্থিতিতে সহায়তা করার জন্য, গ্রুপটিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সপ্তাহের জন্য দেখা করার জন্য নির্ধারিত করা যেতে পারে। ব্যাখ্যা করুন যে গ্রুপটি পাঠের একটি নির্দিষ্ট সিরিজ কভার করছে এবং সিরিজটি কবে শেষ হবে তা তাদের জানান। এইভাবে, প্রতিটি সদস্য জানেন যে তিনি ঠিক কীসের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব সেশনে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিন। সেই সময়ের শেষে, যারা ক্রমাগত চালিয়ে যেতে চান তাদের সাথে আবার গ্রুপ শুরু করতে পারেন।

বিবেচনার জন্য একটি কল্পিত দৃশ্য

অশোক বেশ কয়েক বছর ধরেই একজন বিশ্বাসী। সে একটি মন্ডলীর সদস্য এবং তার মন্ডলীকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। সে উদ্বিগ্ন যে তার মন্ডলীর শিষ্যত্বের কোনো পরিকল্পনা নেই। সে মনে করে যে তার মন্ডলীতে স্মল গ্রুপ শুরু হওয়া উচিত, কিন্তু লিডাররা আগ্রহী নয়।

► অশোকের কী করা উচিত?

অশোকের মন্ডলীর লিডারদের সাথে কথা বলা উচিত এবং একটি ছোটো গ্রুপ চালানোর জন্য তাদের অনুমতি চাওয়া উচিত। তার কখনোই মন্ডলীর পরিচর্যা কাজের সমালোচনা করা উচিত নয়, বরং পরিবর্তে সেইসব সুবিধার কথা বর্ণনা করা উচিত যা গ্রুপ থেকে আসে। যদি গ্রুপটি ভালোভাবে চলে, তাহলে মন্ডলী সেই ধরনের মিনিস্ট্রির কাজের সুবিধা বুঝতে শুরু করবে।

[16] Shepherds Global Classroom নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্যত্বের জন্য ২৬টি পাঠের একটি বই অফার করে। শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ নামক বিনামূল্যের এই রিসোর্সটি shepherdsglobal.org এ ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ।

একটি কার্যকারী গ্রুপ পরিচালনা করা

একটি গ্রুপের শুরুতে, উত্তেজনা এবং প্রত্যাশা থাকে। অনেক সদস্যই ঠিক কী প্রত্যাশা করবে তা জানে না, তবে তারা গ্রুপ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করে থাকে।

নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী গ্রুপটিকে কার্যকর হতে এবং এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করবে। স্মল গ্রুপগুলির কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে। লিডার যদি গ্রুপটিকে এই নীতিগুলি অনুসরণ করতে সহায়তা করে, তবে সে হতাশা এবং নিরুৎসাহিতা হ্রাস করবে।

প্রথম মিটিংটি অন্যগুলির থেকে আলাদা হতে পারে কারণ গ্রুপটি শিখছে কীভাবে বাকি মিটিংগুলি করা হবে। তবে, প্রথম মিটিংটিই আগামী মিটিংগুলির জন্য স্টাইল বা ধরন নির্ধারণ করবে। যদি একজন ব্যক্তি প্রথম মিটিংয়ে কথা না বলে, তবে পরেরগুলিতেও তার নীরব থাকাই প্রত্যাশিত হবে। যদি কেউ আলোচনায় আধিপত্য বিস্তার করে, গ্রুপটি ভবিষ্যতের মিটিংগুলিতে একই ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে বলে প্রত্যাশিত থাকবে। যদি মিটিংটি বিশৃঙ্খল হয়, তবে তারা ভবিষ্যতেও একই প্রত্যাশা করবে। যদি মিটিংটি ছোটো ছোটো অংশগ্রহণ সহ একটি ক্লাসের মতো হয়, তবে তারা একই প্যাটার্নের প্রত্যাশা রাখবে।

কিছু সদস্য কয়েকটি মিটিংয়ের পরে বাদ যেতে পারে কারণ গ্রুপটি তারা যেমন আশা করেছিল তেমন নয়। সেইসব সদস্যরা সঠিক জিনিসটির প্রত্যাশা করছিল, তারা যাতে হতাশ না হয়ে পড়ে, সেইজন্য মিটিংটি সঠিকভাবে পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যকারিতার জন্য নির্দেশিকা

(১) যদি সম্ভব হয়, প্রতি সপ্তাহে গ্রুপের মিটিং নির্ধারণ করুন। কারোর কারোর শিশু-দেখাশোনার ব্যবস্থা করার সাহায্য দরকার হতে পারে।

(২) মিটিংয়ের পরিকাঠামোতে (১) অধ্যয়নের সময়, তারপর (২) প্রার্থনার জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, তারপর (৩) প্রার্থনা থাকা উচিত।

যদি গ্রুপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অধ্যয়ন হয়, তবে অধ্যয়নের সময় দীর্ঘ এবং অন্যান্য অংশগুলি ছোটো হতে পারে; কিন্তু এই তিনটি অংশ তবুও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি গ্রুপটির উদ্দেশ্য আত্মিক দায়বদ্ধতা হয়, তাহলে অধ্যয়নের সময় কম হতে পারে, তবে তাদের অধ্যয়ন করার কিছু উপাদান থাকা উচিত।

যদি একটি গ্রুপে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা এবং আলোচনা থাকে কিন্তু অধ্যয়নের জন্য পাঠ্য উপাদান না থাকে, তবে এটি বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। এটি কিছু সদস্যের ব্যক্তিত্বের আধিপত্য দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকবে। পাঠ্য উপাদান তাদের সকলকে তাদের নিজেদের মনের বাইরে সত্যের প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম করে তোলে।

(৩) মিটিং যথাযথ সময়ে শুরু করুন ও শেষ করুন।

যদি আপনি দেরীতে শুরু এবং শেষ করেন, তাহলে যারা নিজেদের সময়ের মূল্য দেয়, তারা দেরীতে আসা শুরু করবে বা কয়েকটি মিটিং বাদ দিয়ে দেবে।

(৪) গ্রুপ শেষ হওয়ার একটি দিন নির্দিষ্ট করুন।

সদস্যদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতি কতদিনের জন্য তা জানতে হবে। সাধারণত, নতুন সদস্যদের বেশ কয়েকটি মিটিং হয়ে যাওয়ার পরে গ্রুপে যোগদানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, যদি না গ্রুপটি নতুন রূপান্তরিতদের জন্য পর্যায়ক্রমে পাঠ পুনরাবৃত্ত করে। যদি গ্রুপটি একটি পাঠ সিরিজ অধ্যয়ন করে, পাঠের সংখ্যা কত সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে, সেটি তারা নির্ধারণ করতে পারে। যদি তারা আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য মিলিত হয়, তবে তারা ছ'মাস সময় নির্ধারণ করতে পারে। শেষে তারা আবার সংগঠিত হতে পারে। সেই সময়ে কিছু সদস্য চলে যেতে পারে, এবং গ্রুপ নতুন সদস্যদের যোগদানের অনুমতি দেবে কিনা তা বিবেচনা করতে পারে।

(৫) অধ্যয়নের সময়, জ্ঞান দানের পরিবর্তে জীবন পরিবর্তনকারী উদ্দেশ্যের উপর জোর দিন।

একজন সদস্য তখনই গ্রুপটিকে সার্থক বলে অনুভব করবে যখন সে তার অধ্যয়ন থেকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট প্রয়োগগুলি করতে সক্ষম হবে।

(৬) অঙ্গীকারের প্রতি নজর রাখুন।

যদি কেউ কোনো সমস্যার কথা বলে এবং তারপর সেটি সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়, তাহলে তাকে পরবর্তী মিটিংয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে সে যা করার কথা বলেছিল তা করেছে কিনা।

(৭) আত্মিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য লিডারকে প্রত্যেক সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের জন্য উপলভ্য হওয়া উচিত।

অন্যান্য সদস্যরাও অন্য কোনো সময়ে উৎসাহের জন্য একত্রিত হতে পারে।

(৮) মিটিংয়ের জন্য একটি ভালো স্থান নির্বাচন করুন।

এটি একটি ঘরোয়া পরিবেশের সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক মিটিংয়ের জায়গা হওয়া উচিত। যতটা সম্ভব বৃত্তাকারভাবে বসা উচিত, যাতে প্রত্যেক সদস্য অন্য সদস্যের মুখ দেখতে পায়। এটি অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে। এমন জায়গায় মিলিত হোন যেখানে কোনোরকম বাধা বা বিভ্রান্তি থাকবে না।

(৯) ভালো শ্রোতা হওয়ার অভ্যেস অনুশীলন করুন।

একজন ভালো শ্রোতা হওয়ার লক্ষণ হল দৃষ্টি সংযোগ, একটি মনোযোগী আচরণ, কোনোরকম বাধাকে গুরুত্ব না দেওয়া, এবং বক্তার মজা বা অন্যান্য আবেগের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া।

(১০) নিশ্চিত হন যে কোনো সদস্য সবসময় নিশ্চুপ না থাকে।

যে সদস্য সাধারণত কথা বলে না, তাকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ("এই ব্যাপারে তোমার কী মতামত, কাঞ্চন?")।

(১১) কোনো সদস্যকে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য জোর করবেন না।

পরিবর্তে, এমন পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করুন যেখানে সে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে। একজন সদস্যদের সাথে দৃষ্টি সংযোগ এবং সে যা বলছে তার প্রশংসা করে তার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন।

(১২) এমন প্রশ্ন করুন যাতে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে।

যদি কেউ ভুল উত্তর দেয়, তাহলে সেটির সমালোচনা করার আগে সেটির বিষয়ে কিছু ভালো বা ইতিবাচক বক্তব্য পেশ করুন।

(১৩) সমালোচনা করার আগে প্রতিটি মন্তব্যকে কোনোভাবে কিছু ইতিবাচক বলার চেষ্টা করুন।

(১৪) কারোর যদি খুব বেশি কথা বলার এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রবণতা থাকে, তবে তাকে সীমাবদ্ধ করার উপায় বের করুন।

একটি উপায় হল নির্দিষ্ট সদস্যদেরকে প্রশ্ন করা। অথবা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "বাকিদের কী মনে হয়?" একটি আলোচনায়, আপনি বলতে পারেন, "এমন একজনের কাছ থেকে শোনা যাক যে এখনও এই বিষয়ে কথা বলেনি।"

এরপরও কোনো সদস্য অতিরিক্ত কথা বললে লিডার তার সঙ্গে মিটিংয়ের বাইরে কথা বলতে পারে। সে এইরকম কিছু বলতে পারে: "কাঞ্চন, তুমি বেশ দ্রুত চিন্তা করো এবং আলোচনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতেও সক্ষম, কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন যে আমরা যদি সবকিছুর দ্রুত উত্তর দিয়ে দিই তাহলে বাকিদের মধ্যে কেউ কেউ অংশগ্রহণ করবেই না। তুমি কি আমাকে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করতে পারবে?"

(১৫) গ্রুপকে উপেক্ষা করে দুই বা তিনজন সদস্যকে তাদের নিজস্ব আলোচনা করতে দেবেন না।

যদি কেউ কোনোকিছু নিয়ে বেশিক্ষণ তর্ক চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে বলুন যে মিটিংয়ের পরে বাইরে এই আলোচনাটি শেষ করা হবে।

(১৬) কাউকে অন্যকে বাধা দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

আপনার হাত তুলুন, দৃঢ়ভাবে বাধাদানকারীকে থামান, এবং প্রথম বক্তাকে তার কথা শেষ করতে দিন। অন্যথায়, একটি আলোচনা সবসময় কম শালীন সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকবে। যারা খুব বেশি দৃঢ়চেতা ব্যক্তি নয়, তারা আতদের কথা শেষ করতে না পারার কারণে হতাশ হবে।

(১৭) অভিযোগের প্রতি মনোযোগী হন।

যে কোনো অভিযোগ এমন একটি সমস্যাকে দেখাতে পারে যা সংশোধন করা যেতে পারে। অসন্তুষ্টির লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করবেন না। যদি কেউ গ্রুপ মিটিং নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে সম্ভবত সেটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না বা তার কোনো বৈধ অভিযোগ থাকতে পারে।

(১৮) যদি কোনো সদস্য ক্রমাগতভাবে বিরোধিতাপূর্ণ, বিঘ্নিত, তর্কাতর্কি বা বিরক্তিকর আচরণ করে, তবে সে গ্রুপের লক্ষ্যগুলি গ্রহণ করতে পারে না।

গ্রুপটি তার প্রত্যাশানুযায়ী নাও হতে পারে। তাকে গ্রুপটির উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করার জন্য তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলুন।

(১৯) লিডারকে সব সমস্যার উত্তর জানার প্রয়োজন নেই।

সবকিছুর উত্তর জানা তার ভূমিকা নয়, বরং তার কাজ হল গ্রুপকে নেতৃত্ব দেওয়া যাতে তারা প্রার্থনায় মনোযোগী হয়।

(২০) সময়সূচীর বাধাগুলির সাথে মানিয়ে নিন এবং ধৈর্য্যশীল হন।

মনে রাখবেন যে আমাদের জীবনের ঘটনাগুলি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশের অংশ। একটি সমস্যা হল একটি সুযোগ।

(২১) যদি কোনো সদস্য প্রায়শই মিটিং চলাকালীন সমগ্র সময়টাতে তার প্রয়োজনীয়তার কথাই বলে যায়, তাহলে অন্য কোনো সময়ে তাকে পরামর্শ দেওয়ার প্রস্তাব দিন।

অন্যথায়, বাকি সদস্যরা মনে করবে যে তাদের থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সদস্যরা সকলে মিলে উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য সম্মত না হলে, গ্রুপকে এটির উদ্দেশ্য হারাতে দেবেন না।

(২২) কোনো আলোচনাকে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে দেবেন না।

গ্রুপকে স্থানীয় মন্ডলী এবং অন্যান্য লিডারদের সমালোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠতে দেবেন না।

(২৩) মনে রাখবেন যে গ্রুপের কার্যকারিতা এটির মধ্যে কার্যকারী ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

গ্রুপ হল কেবল একটি শাস্ত্রীয় কাঠামো যা ঈশ্বর ব্যবহার করেন।

পাঠ ১৯
শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

এই শেষ পাঠে, গ্রুপের সকলে শিখবে যে কীভাবে বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনা এবং পরিচর্যাকে পরিচালনা করে।

তারপর, পাঠটি শিষ্যত্বের বিষয়ে পাঠ্য সিরিজটি প্রবর্তন করেছে। এই পাঠটি অধ্যয়ন করার সময়ে, ক্লাস সেই পাঠগুলির কয়েকটি দেখতে পারে, তারপর অনুশীলন অ্যাসাইনমেন্টগুলি কীভাবে করতে পারে তা নিয়ে পরিকল্পনা করবে।

এই অ্যাসাইনমেন্টটি করার জন্য গ্রুপের বেশ কয়েকবার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে।

যে সকল শিক্ষার্থীরা এই কোর্সের পাঠগুলি সমাপ্ত করেছে তাদের নতুন রূপান্তরিতদের জন্য এই পাঠগুলি অনুশীলন করা উচিত। প্রথমে, কাউকে দেখাতে হবে কীভাবে দলে একজনকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি পাঠ শেখানো যায়। তারপর, ক্লাসের প্রতিটি সদস্যের অন্তত একটি পাঠ শেখানোর অনুশীলন করা উচিত। গ্রুপটি একটি পাঠ প্রদর্শন করার পরে, তারা ছোটো ছোটো গ্রুপে বিভক্ত হতে পারে যাতে আরো বেশি লোক একই সময়ে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুশীলন করতে পারে। চারজনের দলে, প্রতিটি সদস্য একটি পাঠ পরিচালনা করতে পারে এবং অন্য তিন সদস্যকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে কারণ তারা প্রত্যেকে একটি পাঠ পরিচালনা করে।

বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনাটি প্রার্থনা করা

নতুন বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনাগুলি বলে যে একজন নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে কী ঘটা প্রয়োজন। এই প্রার্থনাগুলি তরুণ বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে কারণ আমাদের তাদের জন্য একই বিষয় প্রার্থনা করা উচিত যা পৌল প্রার্থনা করেছিলেন। এই প্রার্থনাগুলি আমাদের মিনিস্ট্রিগুলিকেও সাহায্য করে কা,রণ ঈশ্বর তাদের জন্য যা করছেন তাতে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।

তিনটি ভিন্ন দলের জন্য পৌলের প্রার্থনাগুলি দেখা যাক।

থিষলনীকীয়

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪ পড়বে।

থিষলনীকীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা প্রথম চিঠিটি পবিত্রতার আহ্বান জানায়। প্রতিটি বিশ্বাসীকে বিজয় এবং বিশুদ্ধতায় বসবাস করার জন্য বলা হয়েছে এবং ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দেন যে এটি বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব। প্রতিটি বিশ্বাসীকে বিজয় ও পবিত্রতার দিকে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের প্রার্থনা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ফিলিপীয়

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ফিলিপীয় ১:৯-১১ পড়বে।

এই পদগুলি বিশ্বাসীর জীবনে একটি চলমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলে। তার ভালোবাসা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এটি ঘটলে, কোনটি সবচেয়ে ভালো তা বোঝার ক্ষমতা তার বৃদ্ধি পাবে। সে যত বেশি বিচক্ষণ হবে, সে সবচেয়ে ভালো বিষয়টির উপর তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য তার জীবনকে মানিয়ে নেয়। এটি অবশ্যই ঘটতে হবে যাতে সে বিশুদ্ধ (খাঁটি) এবং অপরাধমুক্ত হয়।

পৌল এই পদগুলি যে লোকদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন তারা ইতিমধ্যে কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাসী ছিল৷ তবুও, পৌল প্রার্থনা করছিলেন যে তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে থাকবে এবং সেই ভালোবাসার দ্বারা, তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা আরো ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

এখানে কিছু প্রশ্ন রয়েছে যা একজন তরুণ বিশ্বাসীর বিবেচনা করা উচিত:

- ঈশ্বর যখন আমাকে দেখিয়েছিলেন যে একটি মনোভাব, অভ্যাস বা কর্ম সর্বোত্তম নয় তখন আমি আমার জীবনে যে পরিবর্তন করেছি তার উদাহরণ আমার কাছে কি আছে?
- আমার জীবনে কি এমন কিছু আছে যা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে?
- কোন পরিবর্তন আমার করা উচিত তা কি আমি ঈশ্বরকে প্রার্থনায় আমাকে দেখাতে দিতে ইচ্ছুক?

কলসীয়

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য কলসীয় ১:৯-১২ পড়বে।

পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে তারা প্রজ্ঞা এবং আত্মিক বোধগম্যতায় ঈশ্বরের ইচ্ছার জ্ঞান লাভ করবে। একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি শুরুতেই তার জীবনধারার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সবকিছু বুঝতে পারে না। সে ধীরে ধীরে দেখতে পাবে যে তার জীবনের কিছু অভ্যাস, কথা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হওয়া উচিত। যেহেতু সে ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাই সে তার জীবনকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আরো বেশি করে সঙ্গতিপূর্ণ করবে। যিনি শিষ্যত্ব শিক্ষা দেন তার উচিত প্রার্থনা করা এবং সচেতনভাবে তরুণ বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের ইচ্ছাকে চিনতে শেখানো।

প্রেরিত পৌল বলেছিলেন যে তারা, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে বোঝার ফলে, প্রভুর যোগ্য উপায়ে চলবে। তারা ঈশ্বরের আরো উপযুক্ত প্রতিনিধি হয়ে উঠবে। তাদের জীবন তাদের অনুগ্রহে রূপান্তরিত হওয়ার পেশার সাথে আরো ভালোভাবে মিলবে। শিষ্যদের যা মনে রাখতে হবে তা হল এই প্রক্রিয়াটি বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, কিছু অসঙ্গতি তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে দেখা দেবে।

যোগ্যভাবে চলার একটি অংশের মধ্যে রয়েছে "সমস্ত শুভকাজে সফল" হওয়া। আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যদি একজন তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসী এখনও প্রতিটি ভালো কাজে ফলপ্রসূ না হয়। সে হয়ত এখনও ততটা দায়িত্বশীল এবং দায়িত্ব সচেতন নয় যতটা তার হওয়া উচিত।

পদগুলি আমাদেরকে আরো বলে যে আমরা ঈশ্বরের মহিমান্বিত শক্তি দ্বারা শক্তিশালী হতে পারি যাতে আমরা সহনশীল হতে পারি এবং আনন্দের সাথে ধৈর্য্যশীল হতে পারি। যে ব্যক্তি সেবা করে এবং ধৈর্য্যশীল হয়ে খ্রিষ্টীয় আনন্দ ধরে রাখতে পারে সে কিছুটা আত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করেছে।

পৌলের প্রার্থনাসমূহের উপসংহার

তরুণ বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনা আমাদের শিষ্যত্বের কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু বলে। বিশ্বাসীদের উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের সঠিক লক্ষ্য থাকা উচিত। আমাদের অগ্রগতি চিনতে সক্ষম হওয়া উচিত। একজন তরুণ বিশ্বাসীর মধ্যে অসঙ্গতি, ভুল বোঝাবুঝি এবং দায়িত্বহীনতা দেখে আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। আমাদের আশা করা উচিত নয় যে সমস্ত খ্রিষ্টীয় গুণাবলী হঠাৎ করে দেখা দেবে।

আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে পৌল তাদের পরিচর্যা কজের প্রশিক্ষণ বা পরিচর্যা কাজের দক্ষতার বিকাশের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তিনি তাদের বিশ্বাস এবং খ্রিষ্টীয় চরিত্রের বিকাশের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমাদের এমন লোকেদের নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যারা পরিচর্যার কাজ করতে পারে, কিন্তু খ্রিষ্টীয় চরিত্রের অভাব রয়েছে।

শিক্ষক তার উদাহরণের কারণে এবং তথ্যের মূল্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত দুটি প্রার্থনায় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আত্মিক প্রক্রিয়ার সাথে জ্ঞান জড়িত। শিক্ষক তার সত্য ব্যবহারের মাধ্যমে একটি মহান প্রভাব রেখে চলে।

আমাদের দ্বারা প্রভাবিত তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনাটি প্রার্থনা করা উচিত। এই প্রক্রিয়াগুলি তাদের জীবনে ঘটতে সাহায্য করার জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার সাথে সহযোগিতা করা উচিত।

নতুন বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি দেওয়া হল।

একজন তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি _____-এর জন্য প্রার্থনা করি যে তুমি তাকে সম্পূর্ণরূপে শুচি করো। আমি প্রার্থনা করি যেন সে তার কাজে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, এবং উদ্দেশ্যে পবিত্র হয়ে ওঠে।

তোমার প্রতি তার ভালোবাসাকে ক্রমবর্ধমান রাখতে সাহায্য করো, যাতে সে আরো ভালোভাবে তার জন্য তোমার নিখুঁত ইচ্ছা কী তা বুঝতে পারে। কোনটি সর্বোত্তম তা বুঝতে এবং সর্বদা সেটিই বেছে নিতে তাকে সাহায্য করো, যাতে তার জীবন তোমার গৌরবের জন্য ফল দেয়।

সবকিছুতে তোমাকে খুশি করে এবং তোমার উপায় সম্পর্কে আরও শেখার মাধ্যমে, তাকে প্রতিদিন একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করো। তাকে তোমার কাছ থেকে শক্তি পেতে সাহায্য করো, যাতে সে বিজয়ে জীবন যাপন করতে পারে এবং আনন্দের সাথে পরীক্ষা সহ্য করতে পারে। তোমার দেওয়া অনুগ্রহের জন্য যেন সে সর্বদা কৃতজ্ঞ হতে পারে।

যিশুর নামে আমি এই প্রার্থনা করি, আমেন।

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ

পুস্তকসমূহ

Coleman, Robert. *The Master Plan of Evangelism*. Ada: Revell, 2010.

Coleman, Robert. *The Master Plan of Discipleship*. Ada: Revell, 1997.

Eims, Leroy. *The Lost Art of Disciple Making*. Grand Rapids: Zondervan, 1978.

Friedeman, Matthew. *The Master Plan of Teaching*. Wheaton: Victor Books, 1991.

Gorman, Julie. *Community That is Christian: A Handbook on Small Groups*. (2nd edition). Ada: Baker Books, 2002.

Neighbor, Ralph. *Where Do We Go from Here?* Touch Publications, 1991. (Available on Kindle, 2011.)

Snyder, Howard. *The Radical Wesley: Patterns for Church Renewal*. Downers Grove: Intervarsity Press, 1980.

Snyder, Howard. *The Problem of Wineskins*. Franklin: Seedbed Publishers, 2017.

Wilkinson, Bruce. *The Seven Laws of the Learner*. New York: Multnomah, 1992.

অনলাইন রিসোর্সসমূহ

সুসমাচার প্রচারক প্রশিক্ষণ, সুসমাচার ট্র্যাক্ট এবং অন্যান্য তথ্য থেকে পাওয়া যাবে Ray Comfort and Kirk Cameron at https://www.livingwaters.com/.

আঁকা ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে খোলা জায়গায় সুসমাচার প্রচারের তথ্যের জন্য Open Air Campaigners-এর ওয়েবসাইটটি দেখুন https://www.oacgb.org.uk/ and https://oacusa.org.

শিষ্যত্ব বিকাশের পাঠসমূহ Shepherds Global Classroom থেকে—নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্যত্বের জন্য ২৬টি পাঠ। https://www.shepherdsglobal.org/courses. থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

Nathan Brown-এর কাছ থেকে নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিদের শিষ্যত্ব করার জন্য চমৎকার উপাদান পাওয়া যায়: https://comeafterme.com/.

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম _____

পাঠ	অ্যাসাইনমেন্ট ১	অ্যাসাইনমেন্ট ২	অ্যাসাইনমেন্ট ৩
১			
২			
৩			
৪			
৫	(পরীক্ষা)		
৬			
৭			
৮			
৯			
১০		(পরীক্ষা)	
১১			
১২			
১৩			
১৪			
১৫			
১৬			
১৭			

Shepherds Global Classroom থেকে সমাপ্তির শংসাপত্র (Certificate of Completion)-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ আবেদন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেটগুলি SGC-এর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হবে।